পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেত: ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনু: ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 196 Wednesday, 17 June, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৯৬ সংখ্যা ❋ ২ আষাঢ় ১৪৩৩, বুধবার, ১৭ জুন ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

নিউ আলিপুর থানায় নয়া এফআইআর স্বরূপের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুন: মেসি কাণ্ডে নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে তল্লাশির রেশ কাটতে না কাটতেই এবার তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দায়ের হল সম্পূর্ণ নতুন একটি এফআইআর। এবার অভিযোগ আরও মারাত্মক। রাস্তার ধারে একটি সামান্য খাবারের দোকান বা ফুড কার্ট বসানোর অনুমতির জন্য এক মহিলার কাছ থেকে ৮০ লক্ষ টাকা এবং 'ব্যক্তিগত অনুগ্রহ' বা কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্বরূপের বিরুদ্ধে। গত কয়েকদিন ধরেই মেসিকাণ্ড এবং ফ্ল্যাটে পুলিশি অভিযানকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে চরম শোরগোল চলছে। সেই বিতর্কের রেশ থিতিয়ে যাওয়ার আগেই নতুন করে আইনি বিপাকে জড়ালেন তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা স্বরূপ বিশ্বাস। এবার নিউ আলিপুর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হল চাঞ্চল্যকর একটি এফআইআর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এক মহিলার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-র বেশ কয়েকটি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশি নথির সূত্রে জানা যাচ্ছে, গত ১৪ জুন ২০২৬ তারিখে নিউ আলিপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন কলকাতার রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকার বাসিন্দা এক মহিলা। ওই মহিলার অভিযোগ, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ তিনি নিউ আলিপুর এলাকায় রাস্তার ধারে একটি স্ট্রিট ফুড কার্ট (খাবারের গাড়ি) খোলার পরিকল্পনা করেন। তাই প্রয়োজনীয় অনুমতির জন্য তিনি কলকাতা পুরসভার ৮১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জুই বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু জুই বিশ্বাস তাকে সাফ জানিয়ে দেন, এই ● এরপর ৬ পাতায়...

গ্রেফতার অভিষেকের আরও এক ঘনিষ্ঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার, ১৬ জুন: অবশেষে অভিষেক-ঘনিষ্ঠ মইদুল ইসলামকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ডায়মন্ড হারবারের নেতড়া বাজার থেকে তৃণমূলের শিক্ষক নেতা মইদুল ইসলামকে প্রথমে আটক করে পুলিশ। মইদুলকে পুলিশ ডায়মন্ড হারবার থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়। এরপর তাকে গ্রেফতার করা হয়। ২০২২ সালের পুরনো একটি মামলা, আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তিনি তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ছিলেন। উল্লেখ্য, সোমবার রাতেই মইদুল ইসলাম নিজের সামাজিক মাধ্যমে লাইভ করতে থাকেন। তিনি লাইভে এসে বলতে থাকেন, তাঁর গাড়ি পুলিশ আটকাচ্ছে। সে সময়েই তিনি গ্রেফতারির আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। পোস্টে তিনি এ-ও লিখেছিলেন, 'যতই গ্রেফতার করুক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিদির সঙ্গে আছি, থাকব।' সকালে তাকে আটক করে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ডায়মন্ড হারবারের বোলসিদ্ধি কালীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নিমাই গুরুদের দেবব্রত ভট্টাচার্যের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। যে সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়, তাতে নাম লেখা ছিল মইদুলের। কিন্তু সে সময়ে অভিষেক ঘনিষ্ঠ হওয়ায় সুবাদে পুলিশি তদন্তে পার পেয়ে যান তিনি, তেমনই দাবি মৃতের পরিবারের। নতুন করে এই মামলায় খাতা খুলেছে। তৃণমূল জমানায় এসআইআর আন্দোলনের সময়েই এই মইদুলকে অত্যন্ত সক্রিয় থাকতে দেখা গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের অফিসের সামনে বসে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন তিনি। সিইও দফতরে ধরনা ও অবস্থানেও সামিল ছিলেন তিনি। ধৃত মইদুল আগে ছিলেন সিপিএমের সমর্থক। পরে যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূলে। সেই সময় ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছত্রছায়ায় ওই অঞ্চলে যে তৃণমূল নেতারা থাকতেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠেন মইদুল। অভিষেক যখন সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়েছিলেন, তখনও তাঁর সঙ্গে ছিলেন মইদুল।

'আগেরজন পর্যটক হয়ে আসতেন, আমি যা বলব, তা-ই করব'

পাহাড়ে 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের সুফল বোঝালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কার্শিয়াং, ১৬ জুন: বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বা বিজেপি নেতা হিসেবে এর আগে বহুবার পাহাড়ে পা রেখেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তবে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মঙ্গলবারই ছিল তাঁর প্রথম পাহাড় সফর। আর এই প্রথম সফরেই কার্শিয়াংয়ের গোথালস গ্রাউন্ডে আয়োজিত 'জনকল্যাণ শিবির'-এ যোগ দিয়ে পাহাড়বাসীর জন্য একগুচ্ছ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন পাহাড়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে যৌথভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। সর্বদলীয় এই অভ্যর্থনায় আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী কার্শিয়াংয়ের জনসভা থেকে স্পষ্ট জানান, "পাহাড়ে সব দলের তরফে সংবর্ধনা পেলাম। এবার ডবল ইঞ্জিন সরকারের আসল সুফল পাবেন পাহাড়ের মানুষ। কেন্দ্রের সমস্ত থমকে থাকা প্রকল্প এবার পাহাড়ে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হবে।" রাজনৈতিকভাবে দার্জিলিং, কার্শিয়াং এবং কালিম্পং- এই তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রই বর্তমানে বিজেপির দখলে। এমনকি দার্জিলিং লোকসভা আসনটিও দীর্ঘ সময় ধরে পদ্ম শিবিরের অধীনে রয়েছে। পাহাড়কে বিজেপির অত্যন্ত পুরনো ও বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, পাহাড়বাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ করতেই তাঁর সরকার বদ্ধপরিকর। পাহাড়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ তৈরি

করছে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পাহাড়ে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে কালিম্পঙে একটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ করা হবে। এর পাশাপাশি পাহাড়ের শিক্ষা পরিকাঠামোকেও আমূল বদলে ফেলা হবে। রাজ্যের সাড়ে ৬ কোটি মানুষ এবার 'আয়ুষ্মান ভারত' স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা পাবেন। পাশাপাশি 'জিআরএমজি' প্রকল্পের অধীনে বছরে ১২৫ দিনের কাজের বড় সুযোগ মিলবে পাহাড়ে। পাহাড়ের যুবসমাজের সুবিধার্থে 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের অধীনে একটি আধুনিক স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে। এছাড়া পাহাড়ে বিদ্যুৎ বিলের ক্ষেত্রে সরকারি ভর্তুকিও আগের মতোই বজায় থাকবে।" বিগত জমানার নিয়োগ দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আগে রাজ্যে একটি 'নেগেটিভ' সরকার ছিল। ঠিকমতো নিয়োগ তো হয়ইনি, উল্টে জিটিএ-তেও ব্যাপক নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছে। এই সরকারের আমলে তেমনটা হবে না। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই পুলিশে বড়সড় নিয়োগ করা হবে।" কার্শিয়াংয়ের জনসভা থেকে পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিগত জমানার উদাসীনতার দিকে আঙুল তুলে তিনি বলেন, "আগের মুখ্যমন্ত্রী বলতেন, পাহাড় নাকি তাঁর কোনও ভোট নেই, তাই তিনি এখানকার জন্য কাজও করতেন না। স্রেফ পর্যটক হয়ে পাহাড়ে ঘুরে যেতেন। কিন্তু আমি এখানে পর্যটক হিসেবে আসিনি, কাজ করতে এসেছি। পাহাড়ের মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সরকারের সব প্রকল্পকে পাহাড়বাসীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হবে। যা বলব, তা-ই করব- এটাই আমার অঙ্গীকার।" এদিন দেশ রক্ষায় পাহাড়ের বীর জওয়ান ও শহিদ সেনানীদের অবদানকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "যখনই দেশ ভাঙার চক্রান্ত হয়েছে, তখনই পাহাড়ের বীরেরা রুখে দাঁড়িয়েছেন। দেশ রক্ষায় পাহাড়ের শহিদ সেনানীদের আমার প্রণাম।" উল্লেখ্য, কার্শিয়াংয়ের গোথালস গ্রাউন্ডে বর্তমানে প্রশাসনের ১৯টি দফতরের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প নিয়ে 'জনকল্যাণ শিবির' চলছে, যেখান থেকে সরাসরি আমজনতাকে সরকারি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই শিবিরের কাজকর্ম খতিয়ে দেখেন। এদিন ফের একবার অনুপ্রবেশ ও পাহাড়ে দিয়েছেন, শুভেন্দু... অনুপ্রাণ যোজনা নিয়েও নতুন করে আশার কথা শোনালেন শুভেন্দু। ● এরপর ৬ পাতায়...

রুটি-নুন দিয়ে অভ্যর্থনা

এবার স্লোভাকিয়ার সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত প্রধানমন্ত্রী মোদি

সংবাদ সংস্থা, ব্রাতিস্লাভা, ১৬ জুন: বিশ্বমঞ্চে ফের জয়জয়কার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। প্রধানমন্ত্রীর মুকুটে জুড়ল আরও এক আন্তর্জাতিক সম্মানের নয়া পালক। স্লোভাকিয়া সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। স্বাধীনতা লাভের পর এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী স্লোভাকিয়া সফর করলেন। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সেখানেই নরেন্দ্র উৎসর্গ করেছেন। দুই দিনের সফরে স্লোভাকিয়া গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেদেশের রাজধানী ব্রাতিস্লাভায় প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে পৌঁছন তিনি। সেখানে তাঁকে রুটি ও নুন দিয়ে স্বাগত জানান প্রেসিডেন্ট পিটার পেলেগ্রিনি। সেদেশের সংস্কৃতিতে অতিথিদের এভাবে (রুটি) এবং নুন দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। সেখানে পৌঁছতেই দুই নেতার মধ্যে বাণিজ্য, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, কৌশলগত

মোদিকে স্লোভাকিয়ার সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মানে ভূষিত করলেন প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো। বিশ্বজুড়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক পুরস্কারের সংখ্যা দাঁড়াল ৩৩। স্লোভাকিয়ার সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'অর্ডার অফ দ্য হোয়াইট ডবল ক্রস (ফার্স্ট ক্লাস)'-এ ভূষিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডেলে ধন্যবাদ জানিয়ে মোদি লেখেন, এই পুরস্কার তাঁর একার নয়, ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের। তিনি এই সম্মান ভারত ও স্লোভাকিয়ার দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বকে সহযোগিতা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। মোদির সঙ্গে ছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্ত্রি এবং অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে আয়োজিত একটি বিশেষ যোগাভ্যাস কর্মসূচিতেও অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ও প্রেসিডেন্ট পেলেগ্রিনি। পরে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বারাণসী-প্রেরণায় তৈরি ● এরপর ৬ পাতায়...

'এবার ফিরে যাওয়ার পালা'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার জল্পনার মাঝেই অন্য সুর সুদীপের!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ জুন: তৃণমূলের ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদের চিঠিতে শেষ সইটা করেছেন তিনিই। তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙনে তাঁর নামটাই সবথেকে বেশি অবাকের। তিনি ছিলেন তৃণমূলের অন্যতম সিনিয়র সাংসদ। আপাতত তিনি এনসিপিআই-তে নাম লিখিয়েছেন। এনডিএ-কে সমর্থন করবেন বলেও জানিয়েছেন। সবথেকে বড় ব্যাপার, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হিসাবেও নাকি শোনা যাচ্ছে তাঁর নাম। দিল্লি থেকে ফেরত আসার সময়ে সেই সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "২/৩ অংশ গেলে সেটা ধোকা হয় না। আমি যখন কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে গিয়েছিলাম তখন কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে গিয়েছিলাম।" আর 'গদ্দার' প্রসঙ্গ উঠতেই সাংবাদিকদের বললেন, "১০ বার জিতে যাওয়ার পর আর এসব নিয়ে মন্তব্য করি না।" তৃণমূলের ২০ জন বিদ্রোহী ইতিমধ্যেই এজেসিপিআই তে যোগ দিয়েছেন। সে প্রসঙ্গে সুদীপ বলেন, "একটা পদক্ষেপ শেষ হয়েছে। এবার সকলের ফিরে যাওয়ার পালা। আবার দ্বিতীয় দফায় ডাক এলে কথা হবে। ২০ জুলাই লোকসভা খুলছে। লোকসভা খোলার আগে পরবর্তী পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হবে।" তবে এই গোটা বিষয়টিই যে কাকলি ও শতাব্দী তদারকি করছেন, সেই বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেন তিনি। সুদীপের কথায়, "আমার পক্ষে নিয়মিত দিল্লি আসা সম্ভব নয়, এই বিষয়গুলো মূলত কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায় ওঁরাই দেখাশোনা করবে। ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়েছে। এখন বিধানসভাতেও একই ধরনের একটা প্রস্তুতি চলছে।" কিন্তু বিধানসভা লোকসভায় কতটা কাছাকাছি বসবে উভয়পক্ষ, জোড়াফুল প্রতীক, তৃণমূলের ফান্ড কার কাছে থাকে? এসব প্রশ্নের উত্তরে সুদীপ বলেন, "উভয়পক্ষ কীভাবে বসবে, আরও কাছাকাছি আসবে কিনা, এই দলের পরবর্তী কার্যক্রম কী হবে, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকচিহ্ন, অর্থকরি, সম্পদ-সেগুলো নিয়ে কী পদক্ষেপ হবে, সেগুলো বিচার্য বিষয়। তবে আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বলছে, এগুলো সবই আদালতেই নিষ্পত্তি হবে। লোকসভার স্পিকারের যা কাজ, ব্লক তৈরি করে দেওয়া, পার্টি অফিস তৈরি করা, সেগুলো দ্রুত সম্পন্ন করবেন।" সুদীপ তৃণমূল ছাড়লেন। প্রশ্ন উঠছে, এ বার তাঁর স্ত্রী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্রোহী পরিষদীয় দলে নাম লেখাবেন? সুদীপের স্পষ্ট উত্তর, 'নয়না' তৃণমূল কংগ্রেসেই রয়েছে।'

ভবানীভবনে অভিষেক, কালীঘাটের বাড়ি গিয়ে মাপজোক পুরকর্তাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুন: 'শান্তিনিকেতন' বাড়ির পর এবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে হাজির কলকাতা পুরসভার কর্তারা। বাড়ি ও তার চারপাশ মেপে দেখা হচ্ছে। আর এতেই প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি অবৈধ অংশের হদিশ পেলে কি আজই ভেঙে ফেলা হবে? যদিও এনিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের কোনও জবাব দেননি কলকাতা

পুরসভার আবাসন বিভাগের আধিকারিকরা। এদিন সেইসময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীভবনে, সিআইডির দপ্তরে ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে বাড়িতে পুর ইঞ্জিনিয়ারদের যাওয়া এবং এভাবে মাপজোক নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। ১২১, কালীঘাট রোড অর্থাৎ পটুয়াপাড়ার এই বাড়িতেই আপাতত অভিষেক থাকছেন সপরিবারে। এখানেই মঙ্গলবার দুপুরে পৌঁছন কলকাতা পুরসভার কয়েকজন আধিকারিক। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, ঠিক তার আগেই নির্বাচনী প্রচারে ভিজে মন্তব্যের জেরে উসকানি মামলার তদন্তে সিআইডি-র ডাকে সাড়া দিয়ে ভবানীভবন গিয়েছেন অভিষেক। তিনি এই বাড়ি থেকে বেরনোর পর পুর-ইঞ্জিনিয়াররা পৌঁছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে বাড়ির চারপাশে মাপজোক শুরু করেন। সেইসঙ্গে কাগজে তা নথিভুক্তও করেন। মনে করা হচ্ছে, এই বাড়ির কোনও অংশ বেআইনি কিনা অথবা বাড়তি জমি দখল করে কোনও নির্মাণ হয়েছে কিনা, তা পরীক্ষা করেন ইঞ্জিনিয়াররা। ● এরপর ৬ পাতায়...

সর্বদলীয় বৈঠকে ব্রাত্য শোভনদেব-কুণাল, ডাক পেল ঋতব্রত শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুন: বিধানসভায় বিরোধী ক্ষমতার ভরকেন্দ্র পুরোপুরি বদলে গেল। রাজ্য রাজনীতিতে বিরোধীদের নিয়ে রোজই নতুন ঘটনা এই সিদ্ধান্তই আরও উস্কে দিচ্ছে। এবার নজরে বাজেট। আগামী ১৮ তারিখ থেকে শুরু হতে চলেছে রাজ্যের বাজেট অধিবেশন। আর তার ঠিক আগে, মঙ্গলবার বিধানসভায় ডাকা কার্য উপদেষ্টা কমিটি বা বিএ কমিটি এবং সর্বদলীয় বৈঠককে কেন্দ্র করে তৈরি হল নতুন বিতর্ক। সবচেয়ে বড় চমক, বিধানসভার এই গুরুত্বপূর্ণ

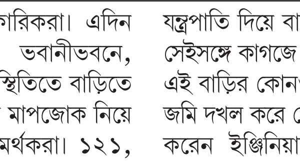

বৈঠকে ডাকই পেলেন না তৃণমূলের প্রবীণ নেতা তথা বালিগঞ্জের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। আমন্ত্রণ জানানো হয়নি কুণাল ঘোষদেরও। উল্টে বৈঠকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরকে। সম্প্রতি তৃণমূলের অন্দরে শুরু হয়েছে নজিরবিহীন অভ্যন্তরীণ সংকট। এর মধ্যেই বিধানসভার অন্দরের এই ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিক্ষুব্ধ শিবিরের নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইতিমধ্যেই বিধানসভার

বিধানসভা ভোটে ভবানীপুরে ভরাডুবি, কলকাতা হাইকোর্টে ফের ইলেকশন পিটিশন দাখিল মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুন: রাজ্যের বর্তমান টানটান রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে ফের সরাসরি আইনি লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুপুর ১টা বেজে ৫০ মিনিট নাগাদ কলকাতা হাইকোর্টে এসে পৌঁছন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ, রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, দোলা সেন। হাইকোর্টে এসে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি ওথ কমিশনের দফতরে যান। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরাজিত হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে। যা নিয়ে পরবর্তীতে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে একটি ইলেকশন পিটিশন দাখিল করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, গণনার সময় কারচুপি করা হয়েছে। সেই মামলা আজও কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন, তার কোন নিষ্পত্তি হয়নি। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুরের কেন্দ্রে ফের মুখোমুখি হয়েছিলেন

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভেন্দু অধিকারী। আর এবারও ওই কেন্দ্রে হেরেছেন তৃণমূল নেত্রী। আর গতবারের মতো ফের গণনায় ব্যাপক কারচুপি হওয়ার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে ফের ইলেকশন পিটিশন দাখিল করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য বিধানসভার অপসারিত বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বীকৃতিকে চ্যালেঞ্জ করে তৃণমূলের দায়ের করা মামলার আজ দ্বিতীয় দফার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শুনানি রয়েছে। দুপুর ঠিক ৩টের সময় এই মামলার শুনানি শুরু হওয়ার কথা। তার আগে খোদ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর হাইকোর্ট চত্বরে আসা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে আইনজীবী মহলের একাংশ। বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সেই সিদ্ধান্তকে অবৈধ দাবি করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মূল অভিযোগ, অধ্যক্ষের মাধ্যমে বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের এই সমগ্র প্রক্রিয়ায় সাংবিধানিক বিধি এবং বিধানসভার নির্দিষ্ট নিয়মাবলী চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। তিনি আদালতের কাছে স্পিকারের ওই সিদ্ধান্তের বৈধতা খতিয়ে দেখার এবং তা বাতিলের আবেদন জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার প্রথম দফার শুনানিতে আদালত এই ● এরপর ৬ পাতায়...

৮৭ দিনের মাথায় ৬৫ পাতার চার্জশিট!

ভাঙড় বিস্ফোরণ মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুন: ভাঙড় বিস্ফোরণে মামলায় চার্জশিট জমা করল এনআইএ। মামলার তদন্ত ভার হাতে নেওয়ার ৮৭ দিনের মাথায় ৬৫ পাতার চার্জশিট জমা দেওয়া হয় আদালতে। আহিদুল ইসলাম মোল্লা এবং রহমত আলি মোল্লার বিরুদ্ধে চার্জশিট। এক্সপ্লোসিভ অ্যাক্টে রয়েছে চার্জশিটে। এখনও পর্যন্ত শওকত মোল্লা-সহ এই মামলায় মোট চারজন গ্রেফতার হয়েছে। কলকাতার নগর দায়রা আদালতে যে বিশেষ এনআইএ আদালত রয়েছে সেখানেই এদিন ৬৫ পাতার চার্জশিট জমা দিল এনআইএ। এই মামলায় মোট ৫ জন অভিযুক্ত থাকলেও একজনের মৃত্যু হয়েছে ইতিমধ্যেই। গ্রেফতার ৪। তাঁদের মধ্যে দুজনের নামে এদিন চার্জশিট দেওয়া হল। অন্যদিকে শওকতের নামে চার্জশিট দেওয়া না হলেও গোটা ঘটনায় তার কী ভূমিকা ছিল তা উল্লেখ করা হয়েছে চার্জশিটে, সূত্রের খবর এমনটাই। এনআইএ সূত্রে খবর, নির্বাচনের আগে যে বোমা বাঁধা কাজ চলছিল তা শওকত মোল্লার নির্দেশেই হচ্ছিল। মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য করা হচ্ছিল তোড়জোড়। কোনওভাবেই যাতে তাদের নাম সামনে না আসে সে কারণে পরিকল্পনা করে এই বোমা বাঁধার কাজ চালানো হচ্ছিল বলে এনআইএ-র চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এদিকে আগামী ১৯ তারিখ শওকতকে আদালতে তোলার কথা থাকলেও এদিন আবেদনের জন্য তাঁকে আদালতে আনা হয়। বিচারবিভাগীয় হেফাজতের আবেদন করা হয়। প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠানোর আবেদন করেন এনআইএ-র আইনজীবী। পাল্টা আদালতে শওকতের আইনজীবী বলেন, এবার ওনারা জেলটাও বলে দেবেন। পাল্টা এনআইএ আইনজীবী বলেন, প্রেসিডেন্সি আমরা ওনার সুরক্ষার জন্য বললাম। আমরা বিচারবিভাগীয় হেফাজতের আবেদন জানাচ্ছি।

ইউসি দিয়েও কেন ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয়নি উপভোক্তাদের?

তদন্তের নির্দেশ কলকাতা পৌরনিগমের কমিশনারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুন: কোথাও কোনও কোম্পানির পরিত্যক্ত জমিতে পড়ে পৌরনিগমের লক্ষ লক্ষ বালতি। কোথাও ওয়ার্ড অফিস বা নেতাদের বাড়ি থেকে উদ্ধার হচ্ছে ত্রিপল। এই নিয়ে এবার তদন্তের নির্দেশ দিলেন কলকাতা পৌরনিগমের কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। বিদায়ী বোর্ডের কাউন্সিলরদের ভূমিকা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। স্মিতা পাণ্ডে জানালেন, যেখানে যেখানে পাওয়া যাবে, সেইমতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং নেতাদের অফিস থেকে উদ্ধার হচ্ছে ত্রাণসামগ্রী। প্রাপ্য মোকাবিলার কারণে এই সামগ্রীগুলি দেওয়ার কথা থাকলেও সেগুলি রেখে দেওয়া হয়েছিল। এই নিয়ে এবার তদন্তের নির্দেশ দিলেন পৌরনিগমের কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। খতিয়ে দেখা হবে প্রত্যেক কাউন্সিলরের ভূমিকা। সূত্রের খবর কমিশনারের দফতরের থেকে দেওয়া হয়েছে অডিটের নির্দেশ। মঙ্গলবার সকালে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মূর্তিতে মাল্যদান করতে এসে পৌরনিগমের কমিশনার বলেন, "বিপর্যয় মোকাবিলায় সামগ্রীগুলি বণ্টন করার পর কাউন্সিলরদের আগে ● এরপর ৬ পাতায়...

সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৬ জুন ঃ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবসে মঙ্গলবার শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।এদিন তিনি সমাজ মাধ্যম ফেসবুক পেজে লেখেন, প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবসে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি ।উল্লেখ্য, তিনি বাংলা সঙ্গীত জগকে বিশাল উচ্চতায় তুলে ধরেছেন। গান গেয়েছেন, সুর করেছেন, অনন্য সৌন্দর্যে ভরিয়ে দিয়েছেন সঙ্গীতবলয়কে। বহুমুখী গানে আর কোনও শিল্পী তাঁর সমকক্ষ হতে পারেননি। রবীন্দ্র সংগীতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন তিনিই। বাংলা সঙ্গীত জগতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এক কালজয়ী নাম। অসাধারণ সুর আর স্নিগ্ধ ও মোহনীয় কণ্ঠের ছোঁয়ায় তিনি বাংলা সঙ্গীত ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন, হয়ে উঠেন সঙ্গীতের বরপুত্র, সুরের জাদুকর। তিনি হিন্দি সংগীত জগতে হেমন্ত কুমার নামে প্রসিদ্ধ।

স্লোভাকিয়ায় স্কুল শিক্ষার্থীদের যোগব্যায়াম দেখে মুগ্ধ প্রধানমন্ত্রী মোদী

ব্রাতিস্লাভা, ১৬ জুন ঃস্লোভাকিয়ায় স্কুল শিক্ষার্থীদের যোগব্যায়াম দেখে মুগ্ধ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স মাধ্যমে সে কথা তুলেও ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি জানান, স্লোভাকিয়ার স্কুলপ‍ুয়া শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত বিশেষ যোগব্যায়াম দেখে রাষ্ট্রপতি পেলেগ্রিনি এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও জানান, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস যতই এগিয়ে আসছে, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যোগব্যায়ামের প্রতি এই আগ্রহ ও অংশগ্রহণ দেখা সত্যিই আনন্দের বিষয়। পাশাপাশি, সুস্থ ও ভালো থাকার অভিন্ন প্রচেষ্টায় যোগব্যায়াম যে মানুষকে একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসছে, তা দেখেও আমি আনন্দিত।

কলকাতার রাস্তায় ফিরতে পারে অত্যাধুনিক দ্রুতগামী ট্রাম

নিজস্ব কলকাতা,১৬ জুন ঃ- কলকাতার ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা ট্রামকে নতুন রূপে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে শহরের রাস্তায় দ্রুতগামী ট্রাম চালুর বিষযে. ভাবনাচিন্তা চলছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং।গত সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ট্রাম কলকাতার ঐতিহ্য। আমরা চাই ট্রাম চলুক। সেই জন্য সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দ্রুতগামী ট্রাম চালুর বিষয়ে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এই পরিষেবা চালু হলে শহরের যানজটও অনেকটাই কমবে।ট্রামের পাশাপাশি সরকারি বাস পরিষেবা সম্প্রসারণের কথাও ঘোষণা করেন তিনি। মন্ত্রীর বক্তব্য, ঘোষপাড়া রোডের পাশাপাশি কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের সোদপুর মুড়াগাছা থেকে কল্যাণী এইমস পর্যন্ত নতুন সরকারি বাস পরিষেবা চালু হবে। এছাড়া কাঁচরাপাড়া-ব্যারাকপুর কোর্ট এবং ব্যারাকপুর কোর্ট-এসপ্ল্যানেড রুটেও সরকারি বাস চলবে। পুনরায.চালু করা হবে কাঁচরাপাড়া-ব্যারাকপুর ৮৫ নম্বর বাস রুট।এদিন ব্যারাকপুরের নোনা চন্দনপুকুর এলাকায় পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রীর কার্যালয়েরও উদ্বোধন হয়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি,১৬ জুনঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে

ভবানীপুর নির্বাচন ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দায়ের করলেন পিটিশন

কলকাতা, ১৬ জুন ঃ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে একটি নির্বাচনী পিটিশন দায়ের করেছেন। এই আবেদন জমা দেওয়ার জন্য তিনি নিজেই সশরীরে হাইকোর্টে হাজির হন এবং হাই কোর্টের আধিকারিকের সামনে স্বাক্ষর করে আনুষ্ঠানিকভাবে মামলাটি নথিভুক্ত করেন।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন, দোলা সেন, কুণাল ঘোষ এবং কল্যাণ বন্দ্যোদ্যাপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। আদালত চত্বরে তাঁর এই আগমনকে কেঃদ্র করে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।উল্লেখ্য, এর আগে গত ১৪ মে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টে এসেছিলেন। সেদিন তিনি আইনজীবী হিসেবে আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে আইনজীবীদের পোশাকে দেখা গিয়েছিল। তবে মঙ্গলবার তিনি সাধারণ শাড়িতেই আদালতে পৌঁছান।সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর আসনে বিজেপি নেতা তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ১৫,১০৫ ভোটে পরাজিত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই মমতা এই পরাজয় মেনে নেওয়ার বদলে ভোট প্রক্রিয়ার ওপর একাধিক প্রশ্ন তুলে আসছেন।গত ৪ মে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরদিন, অর্থাৎ ৫ মে কালীঘাটে নিজের বাসভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন যে, তাঁর দল আসলে হারেনি, বরং নির্বাচনে কারচুপি এবং ভোট লুট করা হয়েছে। এবার সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তিনি আদালতের দ্বারস্থ হয়ে নির্বাচনী ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ জানালেন।প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে নন্দীগ্রাম বিধানসভা আসনে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাজিত হওয়ার পরও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি নির্বাচনী পিটিশন দায়ের করেছিলেন। সেই মামলাটি এখনও আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এই আবহে ভবানীপুর নির্বাচন নিয়ে দায়ের করা তাঁর এই নতুন পিটিশনের ওপর এখন রাজনৈতিক ও আইনি মহলের গভীর নজর রয়েছে।

শিবরাজ সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ পবন কল্যাণের, একাধিক বিষয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি(সংবাদ , ১৬ জুন ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ মঙ্গলবার কৃষি ভবনে কেন্দ্রীয়. কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে সাক্ষা করেন। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে জানা গেছে।সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের অন্ধ্রপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ জানান, তিনি শিবরাজ সিং চৌহানকে অনন্তপুরে 'ভিবি জি রাম জি' প্রকল্পটির সূচনার জন্য অনুরোধ করেছেন। তিনি বলেন, শিবরাজ সিং চৌহান আগামী ১ জুলাই অনন্তপুরে যাওয়ার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছেন। তিনি আরও জানান, অন্ধ্রপ্রদেশে শ্রমিকদের পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য একটি 'ফেসিয়াল রিকগনিশন সিস্টেম' চালু করা হয়েছে। এই বিষয়টিও তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অবহিত করেছেন বলে জানিয়েছেন।

রাজ্য জুড়ে প্রতিটা ব্লকে জনকল্যাণ শিবির চলছে।আর এই শিবিরের শেষে ঝাঁটা হাতে স্বচ্ছতা শে স্বাগত কর্মসূচী পালন করা হলো জয়নগর এক নং বিডিও অফিস চত্বরে। আর মঙ্গলবার এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ঝাঁটা হাতে সাফাই অভিযানে অংশ নেন জয়নগর এক নং বিডিও শুভদীপ দাস, জয়েন্ট বিডিও অপূর্ব কর্মকার সহ অফিসের একাধিক আধিকারিকগন। এ ব্যাপারে বিডিও বলেন, সরকারি কর্মসূচি পালন করা হয়। জনকল্যাণ শিবিরের তিনদিনই এই কর্মসূচি পালন করা হবে।

মিমির বিরুদ্ধে বনগাঁ থানায় এফআইআর তনয় শাস্ত্রীর, হেনস্থার অভিযোগে জেল খাটিয়েছিলেন অভিনেত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বনগাঁ, ১৬ জুনঃ অভিনেত্রী তথা প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তী টাকা নিয়েও কাজ করেননি। বনগাঁর বহুচর্চিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এমন ঘটনা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে থানায় মামলা দায়ের করলেন তনয় শাস্ত্রী। সোমবার তিনি জানান, ১১ জুন এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং তিনি আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে এর শেষ দেখতে চান। তনয় শাস্ত্রীর দাবি, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তাঁকে অন্যায়ভাবে মামলায় জড়ানো হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, সে সময় রাজ্যে তৃণমূল সরকারের আমলে মিমি চক্রবর্তী সাংসদ ছিলেন এবং সেই প্রভাবেই তাঁকে গ্রেফতার পর্যন্ত করা হয়। বর্তমানে রাজ্যে পালা বদলের পর তিনি নতুন করে ন্যায়বিচারের আশায় পুলিশ সুপার ও বনগাঁ থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তনয় বলেন, ''বিনা দোষে কাউকে ফাঁসানো হলে আইনের মাধ্যমে তার বিচার হওয়া উচিত।'' তাঁর দাবি, বনগাঁ আদালতে আগে যে মামলা তিনি করেছিলেন, তা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করা হয়েছে। কারণ এবার সরাসরি থানার মাধ্যমে মামলাটি এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। তনয় শাস্ত্রীর অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে মিমি চক্রবর্তী নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে পৌঁছেছিলেন। এর ফলে অনুষ্ঠানের আয়োজকদের অসুবিধার মুখে পড়তে হয় এবং তাঁর সামাজিক সম্মানও ক্ষুণ্ণ হয়। এই ঘটনায় পারিশ্রমিকের অর্থ ফেরত এবং মানহানির অভিযোগে ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে করা হেনস্থার অভিযোগকে 'মিথ্যা' দাবি করে মিমি চক্রবর্তীর প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবিও তুলেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, বনগাঁর নয়াগোপালগঞ্জে একটি বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার কথা ছিল মিমি চক্রবর্তীর। সেখানে তিনি নির্ধারিত সময়ের অনেকটা পরে পৌঁছন। অনুষ্ঠান শেষে অভিযোগ করেছিলেন সেখানে তাঁকে হেনস্থার শিকার হতে হয়। পরে এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে বনগাঁ থানায় মামলা হয় এবং পুলিশি তদন্তের সময় সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে তনয় শাস্ত্রীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আদালতে গোপন জবানবন্দি দেন তনয়। এদিকে গোটা বিষয়টি নিয়ে মিমি চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানানো হয়েছে, এ ধরনের কোনও অভিযোগ বা মামলার বিষয়ে তাঁদের কাছে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও তথ্য পৌঁছায়নি। এসব নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

অভিষেকের পিএ সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে জারি হলো গ্রেফতারি প্ররোয়ানা

নিজস্ব প্রতিনিধি,মেদিনীপুর,১৬ জুনঃদিন দিন আরো সংকটে জ।ড়িয়ে প।ড়ছেন সুমিত রায় সহ অভিষেক। জমি দুর্নীতি, প্রার্থী করার নামে তোলাবাজির মতো গুরুতর অভিযোগ। সেসবের তদন্তে নেমে এই মুহূর্তে মেদিনীপুর জেলা পুলিশের স্ক্যানারে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। শনিবার সকাল থেকে শালবনি থানার পুলিশ তাঁর খোঁজ শুরু করলে বেপাত্তা হয়ে যান তিনি। পুলিশের আবেদনে মেদিনীপুর আদালত সুমিতের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করলে সোমবারই কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁর আইনজীবী। সুমিতের হয়ে আগাম জামিনের আবেদন জানান। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হলে অবশ্য তিনি খারিজ করে দেন। ফলে খানিকটা বিপাকে অভিষেকের আপ্ত সহায়ক। মেদিনীপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক, এই মুহূর্তে জেলবন্দি সুজয় হাজরা অভিযোগ তুলেছিলেন সুমিত রায়ের তোলাবাজি নিয়ে। ছাব্বিশের ভোটে টিকিট পাইয়ে দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করেছে। এছাড়া শালবনিতে একটি জমি দুর্নীতি মামলাতেও অভিযুক্ত হিসেবে নাম রয়েছে সুমিতের। এসব অভিযোগ পেয়ে শনিবার ভোরে সুমিতের খোঁজে শালবনি থানার পুলিশ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পৌঁছয়। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালিয়েও সুমিতকে পাওয়া যায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, মোবাইল টাওয়ারের লোকেশন ধরেই অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে গিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। সেখানেই সুমিতের শেষ মোবাইল টাওয়ারের হদিশ পাওয়া গিয়েছিল।

ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসে সতর্কতা দেশজুড়ে, দিল্লি-সহ একাধিক রাজ্যে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আইএমডি-র

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৬ জুনঃ দেশের আবহাওয়ায় ফের বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আগামী কয়েকদিন দিল্লি-সহ উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতের একাধিক রাজ্যে ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। বর্ষার আগমনের আবহে এই বৃষ্টিপাত জনজীবনে যেমন স্বস্তি আনতে পারে, তেমনই কিছু অঞ্চলে জলাবদ্ধতা ও স্থানীয় দুর্ভোগের আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে।আবহাওয়া দফতরের সাম্প্রতিক পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২০ জুন পর্যন্ত দিল্লি, হরিয়ানা-চণ্ডীগড়, পঞ্জাব, পূর্ব রাজস্থান এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হতে পারে। কোথাও হালকা থেকে মাঝারি, আবার কোথাও কখনও কখনও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। বিশেষ করে উত্তর ভারতের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল বলে জানানো হয়েছে।আইএমডি-র রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, পশ্চিম হিমালয় সংলগ্ন রাজ্যগুলিতেও বৃষ্টির প্রভাব থাকবে। হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং উত্তরাখণ্ডে আগামী কয়েকদিন ধরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত চলতে পারে। পার্বত্য অঞ্চলে এই ধরনের বৃষ্টির কারণে ভূমিধসের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, ফলে পর্যটক এবং স্থানীয় প্রশাসনকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।মধ্য ভারতের পরিস্থিতিও এই সময়ের মধ্যে বদলাতে পারে বলে জানানো হয়েছে পূর্বাভাসে। ছত্তিশগড়, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ এবং বিদর্ভ অঞ্চলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বর্ষণ হতে পারে। কৃষিনির্ভর এই অঞ্চলগুলিতে এই বৃষ্টি কিছুটা স্বস্তি দিলেও, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে ক্ষতির আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে।পশ্চিম ভারতের দিকেও নজর রাখছে আবহাওয়া দফতর। গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং গোয়া-তে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। বিশেষ করে উপকূলবর্তী এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি দমকা হাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে মস্যজীবীদের সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শও দেওয়া হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশেও বৃষ্টির প্রভাব দেখা যেতে পারে। কেরল, মাহে, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং কারাইকাল অঞ্চলে আগামী তিন থেকে চার দিন বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তার কারণে এই অঞ্চলে বৃষ্টির মাত্রা বা।তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে জলাবদ্ধতা ও স্থানীয় পরিবহণ ব্যবস্থায় প্রভাব প।তে পারে।উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু অংশেও বৃষ্টির সম্ভাবনা উ।ড়িয়ে দিচ্ছে না আইএমডি। এই অঞ্চলে বর্ষার প্রভাব সাধারণত বেশি থাকে, ফলে আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টির কারণে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনকে নদী তীরবর্তী এলাকা পর্যবেক্ষণে রাখতে বলা হয়েছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সময়ের বৃষ্টিপাত মূলত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর অগ্রগতির ফল। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে বর্ষা সাধারণত দেশের বিভিন্ন অংশে সক্রিয় হয়ে ওঠে, আর সেই কারণেই উত্তর ও মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই ধরনের আবহাওয়া পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এবং স্থানীয় নিম্নচাপের প্রভাবও বৃষ্টিপাতকে আরও সক্রিয় করে তুলছে।দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আবহাওয়া বারবার পরিবর্তিত হতে পারে। কখনও রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ, আবার কখনও হঠা মেঘ জমে বৃষ্টিপাত-এই ধরনের পরিস্থিতি চলতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে। ফলে গরমের হাত থেকে কিছুটা স্বস্তি মিললেও, ট্রাফিক ও জলাবদ্ধতার সমস্যা তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।আবহাওয়া দফতরের এই পূর্বাভাসের পর প্রশাসনগুলিও সতর্কতা অবলম্বন করতে শুরু করেছে। শহরাঞ্চলে জলনিকাশি ব্যবস্থা সচল রাখা এবং নিচু এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও আবহাওয়ার আপডেট নিয়মিত অনুসরণ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।সব মিলিয়ে আগামী কয়েকদিন দেশের বড় অংশ জুড়ে আবহাওয়া থাকবে পরিবর্তনশীল ও বৃষ্টিস্নাত। কোথাও স্বস্তির বৃষ্টি, কোথাও আবার অতিবৃষ্টির সম্ভাবনা-এই দ্বৈত পরিস্থিতির মধ্যেই কাটতে চলেছে জুনের মাঝামাঝি সময়। আইএমডি জানিয়েছে, পরিস্থিতির ওপর ধারাবাহিক নজর রাখা হচ্ছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন আপডেট জারি করা হবে।

নবান্নে প্রসুনের সঙ্গে শুভেন্দুর সাক্ষাৎকার প্রমাণ করছে বাংলায় বড় বিনিয়োগ আছে

নিজস্ব প্রতিনিধি,নবান্নঃ শিল্প ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের খরা এবার কাটতে চলেছে বলেই অনেকে মনে করছেন। হাও।য় আমুল, সিঙ্গুরে টাটা আসছে - এটা ধরে নেওয়া যায়। এবার প্রসুনের হাত ধরে কি আসতে চলেছে? শিল্পপতি প্রসূন মুখোপাধ্যায় সিঙ্গাপুর-ভিত্তিক বহুজাতিক সংস্থা ' ইউনিভার্সাল সাকসেস এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড'-এর চেয়ারম্যান। তাহলে কি বাংলায় এই সংস্থা বিনিয়োগ করবে? সেই চর্চা শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, শিল্পায়ন ও কর্ম সংস্থানের দিকে জোর দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, আমূল রাজ্যে বিনিয়োগ করছে। গঙ্গার ওপারে দই কারখানা হবে। সেই কথাও জানা গিয়েছে। সেই আবহে এবার প্রসূন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হল। এদিন শুভেন্দু অধিকারী নিজেই এক্স হ্যান্ডেলে এই বিষয়ে ছবি পোস্ট করে একটি বার্তা দিয়েছেন।ম্ভড মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, সিঙ্গাপুর-ভিত্তিক বহুজাতিক সংস্থা ' ইউনিভার্সাল সাকসেস এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড'-এর চেয়ারম্যান প্রসূন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষা অত্যন্ত আনন্দদায়ক। তিনি নবান্নে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে এসেছিলেন। শুভেন্দু আরও লিখেছেন, আমি এমন ফলপ্রসূ সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার অপেক্ষায় আছি, যা প্রবৃদ্ধি ও কৌশলগত উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলোকে উন্মোচন করবে। এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি ও এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। পরিবর্তনের বাংলায় শিল্পক্ষেত্রে জোয়ার। হাওড়ার সাঁকরাইলে বড়সড় বিনিয়োগ করছে গুজরাটের সংস্থা আমূল। তৈরি হবে দেশের অন্যতম বৃহৎ দই উৎপাদন কেন্দ্র। শুধু হাওড়াতেই নয়, আগামিদিনে উত্তরবঙ্গেও ব্যবসা বাড়ানোর পরিকল্পনা সংস্থার আছে।

রাশিফল

মেষঃআপনার শৈশব স্মৃতি আপনাকে জড়িয়ে রাখবে। এরফলে আপনি নিজেকে অপ্রযোজেনীয. মানসিক উত্তেজনা দিতে পারেন। মাঝে মাঝে শিশুসুলভ ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়াই আপনার প্রধান উদ্বেগ এবং চাপের কারণ হবে।
বৃষঃআজ আপনার রাশিচক্রে চন্দ্রের অবস্থান অনুকূল। ফলে আটকে থাকা কাজ দ্রুত শেষ হবে। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ আসতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় আজ লাভ বা।ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে শেয়ার বাজারে হঠকারী সিদ্ধান্ত নেবেন না।
মিথুনঃকিছু পরিবারের কিছু সদস্য তাঁদের ঈর্ষণীয় ব্যবহারের দ্বারা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। কিন্তু আপনার মেজাজ হারানোর প্রয়োজন নেই অন্যথায় পরিস্থিত হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। মনে রাখবেন যা সারানো যায় না তা অবশ্যই সহ্য করে নিতে হয়।।
কর্কট রাশি ঃমানসিক অস্থিরতা আজ আপনার কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঠান্ডা মাথায় কথা বলুন। ব্যবসায়িক লেনদেনে আজ সতর্কতা জরুরি। পুরনো কোনও বন্ধুর সহায়তায় আজ ব। সমস্যার সমাধান হতে পারে। সঞ্চয়ের দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।
সিংহঃ আজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা করতে পারেন। যে কোনও নিমন্ত্রিত অতিথি আপনার বাড়িতে আজ আসতে পারে তবে তার ভাগ্য আপনাকে আর্থিকভাবে উপকৃত করতে পারে। আপনার জ্ঞান তৃষ্ণা আপনাকে নতুন বন্ধু তৈরি করতে সাহায্য করবে।
কন্যাঃ বহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে। শুভদিন
তুলাঃ আজ আপনার বুদ্ধিমত্তা ও বাকপটুতার জোরে জটিল সমস্যার সমাধান হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির আলোচনা এগিয়ে যেতে পারে। নতুন কোনও চুক্তি সই করার আগে ভালো করে পড়ে নিন। আয়ের নতুন উস তৈরি হতে পারে।
বৃশ্চিকঃ আজ ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেওয়া কোনও সাহসী পদক্ষেপ সফল হবে। পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে আজ আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। শত্রু দমনে আজ আপনি সফল হবেন।
ধনুঃ আপনার কাজ করে দেবার জন্য অন্যকে চাপ দেবেন না এবং বাধ্যও করবেন না। অন্যের চাহিদা এবং আগ্রহের দিকে খেয়াল রাখুন- এতে অপার সুখ লাভ করবেন। ব্যবসায়ীদের আজ তাদের বাণিজ্যের ক্ষতি হতে পারে। বিবাহের যোগ।
মকরঃ আজ অলসতা ত্যাগ করে কাজে মন দিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্লান্তি আসতে পারে। ব্যবসায়ীরা আজ বড় কোনও ঝুঁকির কাজ এড়িয়ে চলুন।
কুম্ভঃ অত্যধিক ভ্রমণ আপনাকে উন্মত্ত করে তুলবে। আর্থিক সমস্যা আপনার গঠনমূলক চিন্তার সামর্থ্যকে বিনষ্ট করবে। এমন একটি দিন যেখানে অন্য ব্যক্তিদের উপদেশগুলি শোনা এবং তার উপর কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।
মীনঃআজ দিনটি অত্যন্ত শুভ ও ইতিবাচক কাটবে। উচ্চশিক্ষার জন্য যারা বিদেশে যেতে চান, তাদের প্রচেষ্টা সফল হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের পরিধি বা।তে পারে। ব্যবসায়ীদের আজ নতুন যোগাযোগের মাধ্যমে লাভ হবে। সন্তানদের আচরণে আজ গর্বিত হবেন। সংসারে শান্তি ফিরতে পারে

আবহাওয়া

আনুষ্ঠানিকভাবে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করলেও, এখনও বৃষ্টির সেভাবে দেখা নেই। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিই হচ্ছে, তাপমাত্রাতেও বিশেষ হেরফের হচ্ছে না। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আগামী প্রায় এক সপ্তাহ।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পুরুলিয়া, বাঁকু। এই সমস্ত জেলাগুলিতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। এই সমস্ত জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু যেহেতু দুর্বল তাই আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মূলত হালকা বৃষ্টিই হবে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও, ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯১ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫৯ শতকরা হতে পারে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৪৪মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৪৪মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫২ মিনিট। সূর্যোদয় সকাল ৪ টা ৫৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৭মিনিটে হতে পারে।

অরূপের রক্ষাকবচকে চ্যালেঞ্জ, প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে শতদ্রুর মামলা বাড়ছে মেসি-কাণ্ডের জট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ জুন ঃ মেসির ভারত সফর ঘিরে বিতর্কে নতুন মোড়। প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে কলকাতা হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ যে

অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিয়েছিল, সেই সিদ্ধান্তকেই এবার চ্যালেঞ্জ জানানো হল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। মেসি-কাণ্ডের অন্যতম উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহেই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

মেসির ভারত সফরকে কেন্দ্র করে আর্থিক অনিয়ম ও প্রতারণার অভিযোগ সামনে আসার পর তদন্তে নামে পুলিশ। সেই সূত্রে একাধিকবার অরূপ বিশ্বাসকে তলব করা হলেও তিনি হাজিরা দেননি। তদন্তকারীদের ডাকে সাড়া না দিয়ে বরং আদালতের দ্বারস্থ হন প্রাক্তন মন্ত্রী। তাঁর আশঙ্কা ছিল, তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে গ্রেপ্তারির সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। সেই প্রেক্ষিতে হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ তাঁকে সাময়িক স্বস্তি দেয়। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, আপাতত অরূপ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। তবে সেই সঙ্গে বেশ কিছু শর্তও আরোপ করা হয়। আদালতের অনুমতি ছাড়া তিনি রাজ্যের বাইরে যেতে পারবেন না। পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে নিম্ন আদালতে। পাশাপাশি তদন্তে সহযোগিতা করার বিষয়েও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যদিও রক্ষাকবচ পাওয়ার পরও তদন্তকারীদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেননি বলে অভিযোগ উঠেছে। এমনকি ১৫ জুন নির্ধারিত হাজিরাও তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই আদালতের সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন শতদ্রু দত্ত। তিনি আগেই জানিয়েছিলেন, সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানাবেন। প্রয়োজনে দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। সেই ঘোষণামাফিক এবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জমা পড়েছে। আইনজীবী মহলের একাংশের মতে, ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। কারণ আদালতের দেওয়া সুরক্ষা বলব থাকবে কি না এবং তদন্তে সহযোগিতা না করার অভিযোগকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে, সেই প্রশ্ন এখন সামনে এসেছে। একই সঙ্গে তদন্তের পরবর্তী ধাপ কী হবে, তা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে। গোটা ঘটনায় সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছে অরূপ বিশ্বাসের অবস্থান। তদন্তকারী সংস্থার ডাকে সাড়া না দেওয়া এবং আদালতের শর্ত সত্ত্বেও হাজিরা এড়িয়ে যাওয়ার কারণ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। রাজনৈতিক মহল থেকে আইন বিশেষজ্ঞ- সকলের নজর এখন ডিভিশন বেঞ্চের সম্ভাব্য শুনানির দিকে। আগামী সপ্তাহের সেই শুনানি মেসি-কাণ্ডের তদন্তে নতুন দিশা দেখাতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

কালীঘাটে কুণালের ওপর ডিম হামলা, ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশের জালে মূল অভিযুক্ত চন্দন!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ জুন ঃ কালীঘাটে তৃণমূল নেতা তথা বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষের উপর ডিম হামলার ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ করল পুলিশ। ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পূর্ণ হওয়ার আগেই মূল অভিযুক্ত চঃদন সিং এবং রবি কয়াল নামে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে কালীঘাট থানার পুলিশ। মঙ্গলবার এই গ্রেপ্তারির খবর সামনে আসতেই নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন কুণাল ঘোষ। সোমবার সন্ধ্যায় কালীঘাটে দলনেত্রী মমতা বঃদ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন কুণাল ঘোষ। সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পর সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ তিনি বেরিয়ে আসেন। অভিযোগ, সেই সময়ই এক যুবক আচমকা তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছুড়ে মারে। নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও ডিম এসে তাঁর মাথায় লাগে। ঘটনাস্থলে মুহূর্তের মধ্যেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। নিরাপত্তারক্ষী ও স্থানীয়দের তপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার পরই কালীঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন কুণাল ঘোষ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। প্রথমে রবি কয়াল নামে এক

অভিযুক্তকে আটক করা হয়। পরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মূল অভিযুক্ত চঃদন সিংয়ের খোঁজ শুরু হয়। মঙ্গলবার সকালে চঃদনকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। গ্রেপ্তারির খবর প্রকাশ্যে আসার পর সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানান কুণাল ঘোষ। তিনি দাবি করেন, ' বিষয়.পুলিশ লঘু ধারা দিয়ে.আজই জামিন করিয়ে. দেবে। সিআইডির তল্লাশিতে মমতা বঃদ্যোপাধ্যাযের বাড়িতে সাক্ষী হিসেবে যাওযা. দুস্কৃতী তাঁর বাড়ির সামনেই হামলা করছে, এই অভিযোগেরও তদন্ত চাই।' উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল নেতাদের লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। প্রথমে সোনারপুরে নিহত এক কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ডিম হামলার মুখে পড়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

কন্যাশ্রী অনুদান না পাওয়ার বিক্ষোভ

ছোটন বিশ্বাস ঃ-নদীয়া- কন্যাশ্রী প্রকল্পের এককালীন আর্থিক অনুদান থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগে শান্তিপুরের শরকুমারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখালেন একাধিক প্রাক্তন ছাত্রী ও তাঁদের অভিভাবকেরা। মঙ্গলবার বিদ্যালয় চত্বরে জড়ো হয়ে ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা।

BFM INDUSTRIES LIMITED

CIN: L65993WB1918PLC000947

Regd. Office: 1, Ramesh Mitra Road, 3rd Floor, P.S Bhowanipur, Kolkata - 700025,Phone:- 8100465325;
email id:- bfmiltd@gmail.com; website: www.bfmind.com

১০৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, বিএফএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (BFM Industries Limited)-এর সদস্যদের ১০৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ১৩ জুলাই, ২০২৬, সোমবার বিকেল ৩.০০টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর প্রযোজ্য বিধানাবলী, এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ) ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনাবলী মেনে এই সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং এমসিএ ও সেবি-র প্রাসঙ্গিক নির্দেশনাবলী অনুযায়ী, ১০৭তম এজিএম-এর আহ্বান-বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদিত পদ্ধতিতে সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে। উল্লিখিত নথিপত্রগুলো কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.bfmind.com), সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (CDSL)-এর ওয়েবসাইট (www. evotingindia.com) এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ১০৮, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট স) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং জেনারেল মিটিংস সম্পর্কিত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২ অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM)-এ উত্থাপিত বিষয়সমূহে ভোটদান করার জন্য CDSL-এর মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে।

রিমোট ই-ভোটিং পর্ব শুরু হবে শুক্রবার, ১০ জুলাই, ২০২৬ সকাল ৯.০০টা (IST) থেকে এবং শেষ হবে রবিবার, ১২ জুলাই, ২০২৬ বিকাল ৫.০০টা (IST)-এ। এর পর আর রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা উপলব্ধ থাকবে না।যেসব সদস্য ৬ জুলাই, ২০২৬ (সোমবার) নির্ধারিত কাট-অফ তারিখে শেয়ার শারীরিক (Physical) অথবা ডিম্যাট (Dematerialised) আকারে ধারণ করবেন, তাঁরা রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন। রিমোট ই-ভোটিং এবং VCOAVM-এর মাধ্যমে AGM-এ অংশগ্রহণের বিস্তারিত প্রক্রিয়া AGM-এর নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

যে কোনও ব্যক্তি AGM-এর নোটিশ প্রেরণের পর কোম্পানির সদস্য হন এবং ৬ জুলাই, ২০২৬ কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য User ID ও Password প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে bfmiltd@gmail.com-এ কোম্পানির কাছে অনুরোধ পাঠাতে পারেন। যিনি কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্য নন, তিনি এই নোটিশকে শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে বিবেচনা করবেন।

যেসব সদস্য VCOAVM-এর মাধ্যমে AGM-এ উপস্থিত থাকবেন কিন্তু রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদান করেননি, তাঁরা AGM চলাকালীন ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারবেন। তবে যেসব সদস্য ইতোমধ্যে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদান করেছেন, তাঁরা AGM-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন, কিন্তু পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না। পরিচালনা পর্ষদ ACS নং ৫২৮৩৫-ধারী প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি মিসেস পূজা বাচ্ছাওয়াতকে (Mrs. Pooja Bachhawat) স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছে, যাতে তিনি রিমোট ই-ভোটিং এবং AGM চলাকালীন ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে তদারকি করতে পারেন।ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন থাকলে সদস্যরা www.evotingindia.com ওয়েবসাইটের Help বিভাগে উপলব্ধ Frequently Asked Questions (FAQs) এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ইমেল পাঠাতে পারেন।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৭ই জুন, ২০২৬

বিএফএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
ভাগ্যশ্রী গুপ্তা
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

মমতা আমাকে শেয়ারিংয়ে নিন', ফের পাশে থাকার বার্তা হুমায়ুনের তৃণমূলের ভবিষ্য নিয়ে জল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ জুন ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলের পর তৃণমূল কংগ্রেসের পরিস্থিতি নিয়ে যখন জোর চর্চা চলছে, তখনই ফের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকার বার্তা দিলেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তথা

আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর। একসময় তৃণমূলের বিরোধিতায় সরব হওয়া হুমায়ুন এবার দাবি করলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবারও সক্রিয় রাজনীতিতে দেখা প্রয়োজন। এমনকি তাঁকে নিজের রাজনৈতিক পরিসরে জায়গা দেওয়ার আর্জিও জানিয়েছেন তিনি। হুমায়ুন কবীরের মন্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে শেয়ারিংয়ে নিন। এতে সমস্যার তো কিছু নেই। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই নতুন করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক আলোচনা। কারণ, অতীতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে একাধিকবার সরব হওয়া এই নেতা এখন প্রকাশ্যে দলনেত্রীর পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে তৃণমূলের সংগঠন এবং নেতৃত্ব নিয়ে যে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে, তার মধ্যেই হুমায়ুনের এই বার্তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে তৈরি হওয়া তৃণমূল বর্তমানে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যাঁদের উপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন আস্থা রেখেছিলেন, তাঁদের অনেকেই এখন দূরত্ব তৈরি করেছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। হুমায়ুন বলেন, ওনার দলের বিধায়করা হাত ছেড়ে আলাদা হয়ে গিয়েছেন। সাংসদরা ঘুরপথে বিজেপিতে নাম লিখিয়েছেন। আমি চাই উনি রাজনীতিতে থাকুন। আমাকে শেয়ারিংয়ে নিন। আমি চাই উনি আবার নির্বাচনে লড়ুন। উল্লেখ্য, গত বছরের শেষদিকে তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর নিজের রাজনৈতিক দল ঘোষণা করেছিলেন হুমায়ুন কবীর। সেই সময় তিনি তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন এবং সরকার পরিবর্তনের ডাকও দিয়েছিলেন। তবে পরবর্তীতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলানোর পর তাঁর অবস্থানেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একাধিকবার তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এর আগেও হুমায়ুন দাবি করেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রাম থেকে দাঁড়ালে জিতে আসতে পারবেন না। কিন্তু উনি চাইলে আমি ওনাকে বিধানসভায় পাঠাতে পারি। তার জন্য নেত্রীকে আমার কাছে আসতে হবে। আমি রেজিনগর আসন ছেড়ে দেব। ওনার কথা কেউ না শুনলেও রেজিনগরে হুমায়ুনই শেষ কথা। এদিন রেজিনগরের বিধায়ক আরও বলেন, তিনি চান না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতি থেকে সরে যান। তাঁর মতে, রাজনৈতিক জীবনে ওঠাপড়া থাকলেও অভিজ্ঞ নেতাদের সক্রিয় থাকা প্রয়োজন। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি। হুমায়ুনের এই মন্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে-এটি কি শুধুই সৌজন্যের বার্তা, নাকি ভবিষ্যতের কোনও রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত? যদিও হুমায়ুন নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, তিনি চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও শক্তভাবে রাজনীতির ময়দানে ফিরুন। এখন এই বার্তা তৃণমূলের অন্দরমহলে কী প্রভাব ফেলে, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

খাতায় ডিউটি, বাস্তবে উধাও! ১১ বছরের ডাক্তারদের অনুপস্থিতির হিসেব চাইল স্বাস্থ্যদপ্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ জুন ঃ রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কর্মরত চিকিসক ও স্বাস্থ্য আধিকারিকদের উপস্থিতি ও দায়িত্বপালন নিয়ে বড়সড় পদক্ষেপ করল স্বাস্থ্যদপ্তর। বিগত ১১ বছরে অনুমতি ছাড়া ডিউটির সময় অনুপস্থিত থাকা চিকিসক, ডেঃটাল সার্জন এবং স্বাস্থ্যকর্তাদের বিস্তারিত তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে রাজ্যের সমস্ত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও স্বাস্থ্য প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে একটি বিশেষ সার্কুলার জারি করা হয়েছে স্বাস্থ্য ভবন থেকে। সাত দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ ছিল যে রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ ও সরকারি হাসপাতালের কিছু চিকিসক খাতায়-কলমে জেলার কোনও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকলেও বাস্তবে তাঁদের নিয়মিত উপস্থিতি সেখানে দেখা যেত না। কেউ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে, কেউ বা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত থাকলেও সপ্তাহের অধিকাংশ সময় কাটাতেন কলকাতায়। অভিযোগ, সরকারি দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে অনেকেই অন্যত্র ব্যক্তিগত চিকিসা পরিষেবা বা প্র্যাকটিসে ব্যস্ত থাকতেন। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয়েছে, তবে এবার বিষয়টি প্রশাসনিকভাবে খতিয়ে দেখতে উদ্যোগী হয়েছে স্বাস্থ্যদপ্তর। নতুন নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, ২০১৫ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় কর্মরত যেসব চিকিসক বা স্বাস্থ্য আধিকারিক অনুমতি ছাড়া কর্মদিবসে অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই তথ্যের আওতায় আনা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য পরিষেবা, পশ্চিমবঙ্গ ডেঃটাল পরিষেবা এবং পশ্চিমবঙ্গ জনস্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক পরিষেবার অধীনে কর্মরত আধিকারিকদের। শুধু মেডিক্যাল অফিসার বা বিশেষজ্ঞ চিকিসক নন, সরকারি হাসপাতালের বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতির তথ্যও খতিয়ে দেখা হবে। স্বাস্থ্যদপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের সুপার, ভাইস-প্রিন্সিপাল এবং অতিরিক্ত মেডিক্যাল সুপারিঃটেন্ডেঃটদের এই তথ্য সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ই-মেল মারফত একটি নির্দিষ্ট অনলাইন পোর্টালের লিঙ্ক এবং লগ-ইন সংক্রান্ত তথ্য পাঠানো হয়েছে। সেই পোর্টালে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত তথ্য আপলোড করতে হবে। পাশাপাশি জমা দেওয়ার আগে নথিপত্র যথাযথভাবে যাচাই করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। সপ্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, এই পদক্ষেপ শুধু অতীতের অনিয়ম খুঁজে বের করার জন্য নয়, ভবিষ্যতে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জবাবদিহি ও কর্মসংস্কৃতি আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যেও গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের উপস্থিতি ও দায়িত্ব পালনের বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য বলে মনে করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যদপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, জরুরি ভিত্তিতে এই তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কার্যকারিতা এবং পরিষেবার মান উন্নত করতে কর্মীদের উপস্থিতি ও দায়বদ্ধতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণেই দীর্ঘ সময়ের নথি খতিয়ে দেখে প্রকৃত চিত্র সামনে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

জেলে শাহজাহান, তবুও সন্দেশখালিতে আতঙ্ক? ভেড়ি দখলের চেষ্টার অভিযোগ, হামলা-ভাঙচুরে তোলপাড় এলাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ জুন ঃ সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহান জেলবন্দি থাকলেও এলাকায় তাঁর ঘনিষ্ঠদের দাপট কমেনি বলে অভিযোগ উঠছে। রাতের অন্ধকারে ভেড়ি দখলের চেষ্টা এবং এক ভেড়ি মালিকের উপর হামলার ঘটনায় ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল সন্দেশখালি। অভিযোগ, শাহজাহান ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ব্যক্তি ভেড়ি দখলের উদ্দেশ্যে হামলা চালায়। শুধু মারধর নয়, আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতেও ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের সরবেড়িয়ার ছোট আজগারা গ্রামের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে ভেড়িতে গিয়েছিলেন ওই এলাকার ভেড়ি মালিক জোনাব মল্লিক। অভিযোগ, ভেড়ি থেকে ফেরার সময়ই কয়েকজন ব্যক্তি তাঁকে ঘিরে ধরে হামলা চালায়। আচমকা আক্রমণের ফলে তিনি প্রতিরোধ করার সুযোগ পাননি বলে দাবি করেছেন। আক্রান্ত জোনাব মল্লিকের অভিযোগ, হামলাকারীরা প্রত্যেকেই শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর ভেড়ির উপর নজর ছিল অভিযুক্তদের। তাঁদের বাধা উপেক্ষা করে ভেড়িতে যাওয়ার কারণেই তাঁকে আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। জোনাবের আরও অভিযোগ, এর আগেও তাঁকে ভেড়ির আশপাশে দেখা গেলে ভয় দেখানো হয়েছিল। সোমবার রাতে তাঁকে একা পেয়ে হামলা চালানো হয়। হামলাকারীদের হাতে ভারী কোনও বস্তু ছিল বলেও দাবি করেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে তাঁকে মারধর করা হয় এবং পরে জলে ফেলে দিয়ে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। শুধু ভেড়ির ঘটনাতেই থেমে থাকেনি হামলা। অভিযোগ, পরে জোনাব মল্লিকের বাড়িতেও গিয়ে তাণ্ডব চালানো হয়। বাড়িতে ভাঙচুর করা হয়, এমনকি একটি বাইকও ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘটনার পর স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। জোনাব মল্লিক তাঁর অভিযোগে কয়েকজনের নামও উল্লেখ করেছেন। তাঁর দাবি, জাকির সর্দার, বাবলু মোল্লা, সফিকুর মোল্লা, কদ্দুস মোল্লা এবং ইসমাইল সর্দাররা এই হামলার সঙ্গে যুক্ত। যদিও অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তের পরই পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হবে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার মধ্যেই সন্দেশখালি জমি দখল মামলায় নতুন মোড় এসেছে। সোমবার কলকাতার ইডির বিশেষ আদালতে শেখ শাহজাহান-সহ চারজনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

রাজ্যে জুটমিল গুলো ধুঁকছে সঙ্কটজনক অবস্থা

মলয় সুর, হুগলীঃ হুগলী নদীর দুই তীরে ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠিত বহু জুটমিল রয়েছে। পূর্বদিকে বরাহনগর থেকে নৈহাটি (গরিফা জুট্মিল)আর পশ্চিমদিকে বালি মহাদেব জুট্মিল থেকে বাশবেড়িয়া গাঙ্গেস বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে জুট শিল্পের সম্প্রচার। অন্যদিকে হাওড়ায় চেঙাইল, সাঁকরাইল বাউরিয়া জুটমিল রয়েছে। একসময় ধোঁয়ায় আকাশ ভরে যেত, আর বাঁশিতে ঘুম ভাঙতো বহু মানুষের। বিভিন্ন শিফটের শ্রমিকদের প্রবেশ-প্রস্থান ছিল, মিল চত্বরে হাট বসতো বেচাকেনায় গমগম করত, পা ফেলা দায় হত। এখন মিলগুলোর অবস্থা করুন সঙ্কটজনক অবস্থা, ভদ্রেশ্বর এঙ্গাস জুটমিলের ডিউটি বাবু কানাই চন্দ্র বলেন, বিগত দিনে মিলে পাঁচ হাজার স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিক কাজ করতেন, বর্তমানে সেখানে দুই হাজার শ্রমিক রয়েছে। তবে বেশিরভাগ জুটমিল গুলিতে অবাঙালি শ্রমিক বেশি এই কারণে প্রত্যেকটি মিল চত্বরে অবাঙালিদের বসবাস রয়েছে। এই রাজ্যে ব্রিটিশরা জুটমিল চালু করার তিনটি কারণ রয়েছে, প্রথমত, কাঁচামাল পাটজাত দ্রব্য প্রচুর উপাদন, দ্বিতীয় অল্প পয়সায় সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক। তৃতীয়ত যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম থাকার জন্য এখানে জুটমিল গুলো গড়ে উঠেছে। বর্তমানে কাঁচা পাটের অভাবে সপ্তাহে ৩ দিন বা ৪ দিন করে চলছে। একসময় এখানকার পাটের তৈরি উন্নত মানের জুট জাত দ্রব্য বিদেশের বাজারে বিক্রি হত, তার গুণগত মান যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। এমনকি কার্পেট তৈরি হত।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের ইন্টার্নশিপের ছাত্রছাত্রীরা

কলকাতা, ১৬ জুন ঃ বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের ইনস্টিটিউশন ইনোভেশন কাউন্সিলের উদ্যোগে ১৫ দিনব্যাপী ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম চলছে। এই ইঃটার্নশিপ প্রোগ্রামের বিষয. ছিল রেডিও প্রোডাকশন ফর রুরাল পিপল। এই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে কিছু তথ্যগত আলোচনা ছাড়াও হাতে কলমে ছাত্রছাত্রীরা কাজ শিখছে ।সেই উদ্দেশ্য নিয়ে গত ১৬ জুন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের স্টেট এগ্রিকালচারাল ম্যানেজমেন্ট এন্ড এক্সটেনশন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে (সামেটি) শিক্ষামূলক পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয় ইন্টার্নশিপের ছাত্র-ছাত্রীদের। সেখানে তাদের দেখানো হয় গোশালা, ডেয়ারি ফার্ম, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, এগ্রিকালচার

মেকানাইজেশন ওয়ার্কশপ, সয়েল টেস্টিং ল্যাবরেটরি, ভার্মিকম্পস্ট ইউনিট প্রভৃতি । এই সমস্ত জায়গা সংস্থার পক্ষ থেকে পরিদর্শন করে দেখান সত্যজিৎ সীট , চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও দেবজ্যোতি মহলানবিশ । ছাত্রছাত্রীদের সেমিনার হলে এই প্রতিষ্ঠানের কৃষিকাজ ও পশুপালন নিয়ে যে সমস্ত কাজ হয় তা ব্যাখ্যা করেন ড. সৃজিতা পাল ও ড. বিপ্লব পাল । ছাত্র-ছাত্রীরা হাতে কলমে সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশিক্ষণ নেয়। এই প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন রেডিও কলকাতার অনুষ্ঠান প্রযোজক রাজ্যেশ্বর সাহা ও বেবি সরদার । এই প্রশিক্ষণের বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সামেটির প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর ড. সৌরেন্দ্র নাথ দাস ও কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক ড. রানা প্রতাপ চট্টরাজ। এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন ড. দেবব্রত গিরি, ড. স্বরূপ চৌধুরী। ৭০ জন ছাত্রছাত্রী এই পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করে। সমগ্র পরিদর্শন অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন রেডিও কলকাতার অধিকর্তা ড. অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায় ।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following work :-
NIT No. : KMC/WS/W78-20/T-01/26-27
Name of work : **Maintenance of F.W. supply and replacement of damaged G.I. utility service pipe at 9,3 Rajab Ali Lane, 26/2, 19/H M.P. Road, 66 Ekbalpore Road, 46 D.H. Road etc. in Ward No.78.** Estimated Amount : **Rs.1,95,191.00.** Earnest Money : **Rs.3,950.00.** Period of Completion : **18 Days.** Last Date of receipt/opening of Tender (Online) : **29.06.2026 at 11 a.m./01.07.2026 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available from the **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/023/E2/26-27/R
Name of work : **Supplying of labour for sewer cleansing work at different places in Ward No.23.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,52,894.00.** Earnest Money : **Rs.5,100.00.** Period of Completion : **35 Days.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/006/2026-2027/R
Name of work : **Improvement of road surface besides Hrishikesh Park in Ward No.038.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.1,09,518.00.** Earnest Money : **Rs.2,200.00.** Period of Completion : **15 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **25.06.2026 - 11 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** The tender will be opened on : **27.06.2026 - 11 a.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **16.06.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT No. : XI/114/058/25-26/UTTARAN
Name of work : **Imp. of CC Road at South Anandapally (Uttaran) from H/O Nimai Roy to H/O Rusi Maiti in Ward No.114.** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,56,096.00.** Earnest Money : **Rs.5,500.00.** Time of Completion : **45 Days.**
2. NIT No. : XI/111/110/2025-26/R/UTTARAN
Name of work : **Maintenance of sanitary latrine at different Uttaran Area viz SK Para, Jamadarpara, Bhahmapur Badamtala, Sardar Para and surrounding area in Ward No.111.** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.3,48,399.14.** Earnest Money : **Rs.7,000.00.** Time of Completion : **60 Days.**
3. NIT No. : XI/111/107/2025-26/R/PARK
Name of work : **Renovation of Boishali Park near Vivekananda Road in Ward No.111.** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,99,743.15.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **21 Days.**
4. NIT No. : XI/111/001/2026-27/R
Name of work : **Deployment of labour for maintenance of drainage system at different places in Ward No.111.** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,97,236.94.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **180 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **23.06.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 to 4).** Date and Time of Opening of Bid : **25.06.2026 - 12 noon (for Sl.No. 1 to 4).** The Bid forms and other details are available on and from **16.06.2026 from 5 p.m. (for Sl.No.1 to 4)** from **https://etender.nic.in (for Sl.No.1 to 4).**

The **Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/003/2026-2027/R
Name of work : **Desilting of surface drain at Tikiapara, Khansama Para etc. N/H/NO. P-121, P-125, P-142, P-106, P-103/A, P-104 etc. in Ward No.135, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,47,961.10.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **120 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **01.07.2026 - 11 a.m.** Date of opening of tender : **03.07.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.06.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/009/2026-2027/R
Name of work : **Removal of Silt & Slush from surface drain and sewer line at Ramnagar Lane and surrounding area near Premises No.G301, G389, G404 etc. in Ward No.134, Br-XV.** Estimated Cost (including CESS) : **Rs.2,60,369.55.** Earnest Money : **Rs.5,300.00.** Period of Completion : **90 Days.**
3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/010/2026-2027/R
Name of work : **Removal of Silt & Slush from surface at Garden Reach Road from Ramnagar More to Hindustan Unilever Gate in Ward No.134.** Estimated Cost (including CESS) : **Rs.2,75,065.69.** Earnest Money : **Rs.5,600.00.** Period of Completion : **90 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **29.06.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.2 & 3).** Date of opening of tender : **01.07.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.2 & 3).** The bid forms and other details are available on and from **18.06.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.2 & 3)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.2 & 3).**
4. NIT No. : KMC/XV/141/004/2026-2027/R/ UTTARAN (1st Call)
Name of work : **Desilting of drainage system at Dr. A.K. Road bye lanes (Uttaran Area) near Pr.Nos.Z-3/158/2, Z-3/122/B, etc. in Ward No.141, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,16,148.85.** Earnest Money : **Rs.4,400.00.** Period of Completion : **180 Days.**
5. NIT No. : KMC/XV/141/003/2026-2027/R/ UTTARAN (1st Call)
Name of work : **Maintenance of drainage system at Riverside Road bye lane (Uttaran Area) near Pr. Nos. Z-3/526, Z-3/472, etc. in Ward No.141, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,78,032.34.** Earnest Money : **Rs.5,600.00.** Period of Completion : **180 Days.**
6. NIT No. : KMC/XV/135/004/2026-2027/R/ UTTARAN (1st Call)
Name of work : **Repairing & maintenance of surface drain at Lidi Para, Tikia Para etc. N/H/NO.P-227, P-103, P-229/A, P-110 etc. in Ward No.135, Br-XV Uttaran Area.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,99,896.89.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **120 Days.** Date of uploading of N.I.T & other documents (online) : **19.06.2026 - 12 noon (for Sl.No. 4 to 6).** Documents download/sell start date (online) : **19.06.2026 - 4 p.m. (for Sl.No. 4 to 6).** Documents download/sell end date (online) : **01.07.2026 - 4 p.m. (for Sl.No. 4 to 6).** Bid submission start date (online) : **19.06.2026 - 4 p.m. (for Sl.No.4 to 6).** Bid submission closing (online) : **01.07.2026 - 4 p.m. (for Sl.No.4 to 6).** Bid opening date for Technical Proposals (online) : **03.07.2026 - 4 p.m. (for Sl.No.4 to 6).** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.4 to 6).**

CORRIGENDUM

(1) NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XV/136/PUMP/2026-2027, (2) NIT NO : KMC/EE(C)/Br-XV/138/PUMP/2026-2027, (3) NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/PUMP/2026-2027, (4) NIT NO. KMC/EE(C)/Br-XV/140/PUMP/2026-2027 published in this Newspaper on **10/06/2026 (Key No.90/26-27)** of **Engineering (Civil) Br-XV Department (Sl.No.3 to 6).** Estimated Cost will be read as **- Not Applicable (for Sl.No.1 to 4).** All other terms and conditions of the tender remain unchanged **(for Sl.No.1 to 4).**

125 / 26-27

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৯৬ সংখ্যা, বুধবার, ২ আষাঢ়, ১৪৩৩

বাঙালি দেশ প্রেমিক

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এমন কিছু বিপ্লবীর নাম রয়েছে, যাঁরা শুধু অস্ত্র হাতে নয়, আদর্শ, জ্ঞান ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশপ্রেমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ দে ছিলেন সেই বিরল ব্যক্তিত্বদের একজন; যিনি একাধারে শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, সাধক এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবী। অবিভক্ত বাংলার শিলচরের জাখী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মহেন্দ্রনাথ দে। তাঁর পিতা ছিলেন দোলগোবিন্দ দে। ছোটবেলো থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। আসাম থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কলা পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান লাভ করে রাষ্ট্রীয় বৃত্তি অর্জন করেন। জ্ঞানপিপাসু এই মানুষটি পরবর্তীকালে বিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন এবং কিশোরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু তাঁর জীবনের পথ শুধুই চাকরি ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। দেশপ্রেম ছিল তাঁর আত্মার গভীরে। স্কুল কর্তৃপক্ষ যখন তাঁকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সমিতির ময়মনসিংহ সম্মেলনে যোগ দিতে বাধা দেয়, তখন তিনি নির্দ্বিধায় সেই চাকরি ত্যাগ করেন। দেশের প্রতি কর্তব্য তাঁর কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে অনেক বড় ছিল। এরপর তিনি গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং একটি বেসরকারি কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি উচ্চ বেতনের চাকরি ছেড়ে অল্প বেতনে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে যোগ দেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল; জাতীয় চেতনা ও শিক্ষাই পারে পরাধীন জাতিকে জাগিয়ে তুলতে। মহেন্দ্রনাথ দে শুধু শিক্ষাবিদই ছিলেন না, ছিলেন বহু ভাষায় পারদর্শী একজন ভাষাবিদ। বারোটি ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল বিস্ময়কর। পাশাপাশি জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রতিও তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। জীবনের এক পর্যায়ে স্বামী দয়ানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তপস্বী জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। নিজ গ্রাম জগৎশীতে ফিরে তিনি একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং ধর্মীয় ও মানবকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাঁর এই আশ্রমকেও সন্দেহের চোখে দেখত। স্থানীয় কিছু মানুষের রিপোর্টের ভিত্তিতে এসডিও মিঃ গর্ডন আশ্রমটিকে বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল বলে মনে করেন। ১৯১২ সালের ৭ই জুন এক বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে আশ্রমে তল্লাশি চালানো হয়। সেই তল্লাশির নামে নারী বন্দীদের শালীনতাহানি করা হয়, পুরুষদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয় এবং আশ্রমের সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়। এই অন্যায় ও অপমানের প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেন মহেন্দ্রনাথ দে। নির্ভীক কণ্ঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। আর সেই প্রতিবাদের মূল্য তাঁকে দিতে হয় নিজের জীবন দিয়ে; পুলিশের গুলিতে নিহত হন এই মহান দেশপ্রেমিক। মহেন্দ্রনাথ দে ছিলেন জ্ঞান, আদর্শ ও সাহসের এক উজ্জ্বল প্রতীক। তাঁর জীবন আমাদের শেখায়; সত্য ও ন্যায়ের পথে দাঁড়াতে হলে আত্মত্যাগের সাহস থাকতে হয়। অগ্নিযুগের বিপ্লবী মহেন্দ্রনাথ দে আজকে বাংলা ভুলে গেছে। তারা যেভাবে দেশের সম্মান রক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করেছিলেন তা যদি দেশের নাগরিকেরা ভুলে যায় তাহলে সেই দেশ কীভাবে মহান দেশে পরিণত হবে তা ভাবতে অবাক লাগে। ব্রিটিশ রাজশক্তি নিজেদের দেশের গৌরবের কথা কোনও দিন ভুলে নি। সেই কারণে তারা সারা বিশ্ব জুড়ে রাজত্ব করেছে। প্রায় অধিকাংশ দেশ তাদের অধীনে ছিল। তারাই প্রায় সব দেশকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে। সেই শক্তি ছিল তাদের ঐতিহ্যে এবং সংস্কারে।

‘সংবাদ প্রভাকর’

সংবাদ প্রভাকর' বাংলায় প্রকাশিত সর্বপ্রথম দৈনিক পত্রিকারূপে আবির্ভূত হয় ১৪ জুন, ১৮৩৯ সালে। সংবাদ প্রভাকর বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশের তারিখ ১৮৩১ সালের ২৮ জানুয়ারি, শুক্রবার (১৬ মাঘ, ১২৩৭ বঙ্গাব্দ)। প্রকাশক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। পত্রিকাটি প্রকাশে পাথুরিয়া ঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভূমিকা ও সহযোগিতা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। তাঁর মৃত্যুর কারণে ১৮৩২ সালের ২৫ মে প্রকাশিত ৬৯তম সংখ্যার পর পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর মৃত্যুর চার বছর পর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পুনরায় সংবাদ প্রভাকর প্রকাশের উদ্যোগ নেন। ১৮৩৬ সালের ১০ আগস্ট থেকে পত্রিকাটি সপ্তাহে তিনদিন প্রকাশিত হতে থাকে। পুনরায় পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার পত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করে। ১৮৩৯ সালের ১৪ জুন সংবাদ প্রভাকর বাংলায় প্রকাশিত সর্বপ্রথম দৈনিক পত্রিকারূপে আবির্ভূত হয়। ১৮৫৩ সাল থেকে পত্রিকাটির মাসিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মাসিক সংবাদ প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র প্রাচীন বাংলার ‘কবিয়াল’ ও গীতিকারদের জীবনী ও কর্মগাথা সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই রামচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক নিযুক্ত হন। তত্ত্বাবধানের কারণে তাঁর পক্ষে এ দায়িত্ব বেশি দিন পালন করা সম্ভব হয়নি এবং তাঁর স্থলে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দায়িত্ব লাভ করেন। সম্ভবত মহীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ছিলেন সংবাদ প্রভাকরের সর্বশেষ সম্পাদক। পত্রিকাটি বিশ শতকের প্রথম ভাগের বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদ প্রভাকর উনিশ শতকের একটি প্রথম শ্রেণির পত্রিকা, যাতে ভারতবর্ষসহ বহির্বিশ্বের সংবাদের পাশাপাশি ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও রচনা প্রকাশিত হত। পত্রিকাটিতে তৎকালীন বহু বিখ্যাত পণ্ডিত ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁদের রচনা প্রকাশ করতেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল তর্কালংকার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং রামকমল সেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দীনবন্ধু মিত্রের লেখক জীবনের প্রথম পর্যায়ের অনেক রচনাই সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

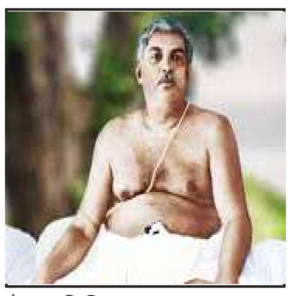

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র বলেন যে মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। মা ভবতারিণী পরম সত্যের উপাসক। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বলেলেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মা ভবতারিণী তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত।

ভগিনী নিবেদিতা

ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে মানুষের বিরুদ্ধে আচরণ করতে থাকে। যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে। ভক্তিভাবে কাজ করতে হবে। তবেই সাধনা লাভ করা সম্ভব। ভক্তির সঙ্গে কাজ করতে পারলে তবেই সাধনা সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব কাজের মধ্যে দিয়ে। ভালো কাজ করতে হবে। সততার প্রকাশ করতে হবে। জ্ঞান ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। তবেই নিজের শক্তির বিকাশ পাওয়া সম্ভব। সবার মনে শক্তি রয়েছে। সেই শুভ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। অশুভ শক্তির বিনাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে।

বিজেপি দলের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদের শিক্ষা নীতি

নারায়ণ সরকার

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চার বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন (১৯৩৪-৩৮) ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অবদান প্রচুর, সামান্য কিছুই তুলে ধরা হল। এক) বাংলা ভাষার বিজ্ঞান ও উচ্চশিক্ষা চর্চার জন্য -কমিটি গঠন করে, বাংলার বিজ্ঞান শব্দকোষ তৈরী করলেন। যা বাংলার প্রথম বিজ্ঞানকোষ। (দুই) তার সময় থেকেই স্নাতক স্তরে ছাত্রছাত্রীরা যাতে বাংলায় পরীক্ষা

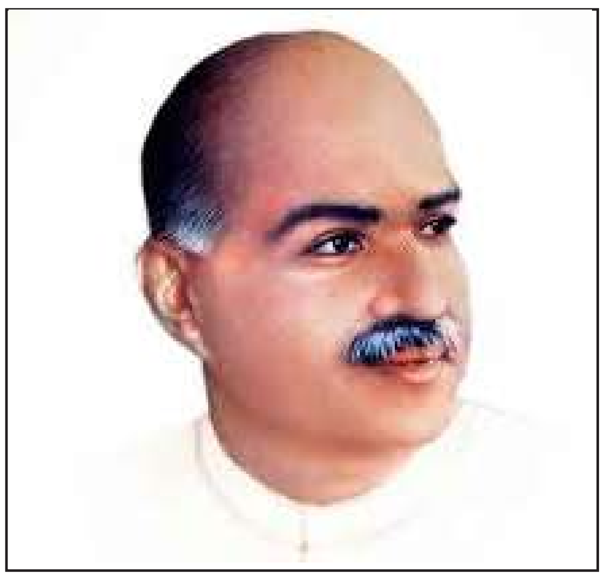

দিতে পারে, সেই ব্যবস্থা হয়। (তিন) ফলিত পদার্থবিদ্যা এবং কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট শুরু হল, সেই সূত্র ধরেই কলকাতার বিখ্যাত রেডিও ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট শুরু হবে। ইলেকট্রনিক্স সাবজেক্টের শুরু এই ফলিত ডিপার্টমেন্টে। (পাঁচ) কেমিস্ট্রি যাতে শুধু ক্লাসরুমে আটকে না থাকে, উনি স্পেশাল গ্রান্ট আনলেন, কেমিস্ট্রির ছাত্ররা, অধ্যাপকরা যাতে নিজেরাই স্বদেশী স্টাইলে দেশেই কেমিক্যাল তৈরী করে বিদেশ থেকে না ইম্পোর্ট করে। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এ ব্যাপারে তাঁর আদর্শ। (পাঁচ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক ইতিহাস চালু করা। (ছয়) মেয়েরা যাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে পারে, মেয়েদের জন্যও আসন সংরক্ষণ করলেন তিনি। (সাত)তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও বিজ্ঞান বিভাগের প্রবর্তন করেন। (আট) ছাত্ররা যাতে স্বল্প মূল্যে এবং প্রয়োজনে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পায় তিনি সেই উদ্দেশ্যে তিনি ছাত্র কল্যাণ বিভাগ খোলেন। (নয়) বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও শরীরচর্চা ছাত্র পাঠ্য সূচির অন্তর্ভুক্ত সুযোগ হয়েছিল। (দশ)তিনিই ইউনিভা সিটি ক্যাডের কোর নামক সংগঠনের প্রবর্তন করে ছাত্রদের সামরিক শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। (এগারো)উপচার্য হিসাবে প্রথম বছর থেকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করার নিয়ম করেন। (বারো) কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে আজ যে লোগো ব্যবহার হয় তার প্রথম প্রবর্তন করে তিনি। (তেরো) তাঁরই উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশ্ববিদ্যলয়ের পক্ষ থেকে academic reception দেওয়া হয়। (চোদ্দ)তাঁরই উদ্যোগে ১৯৩৭ সালে বিশ্ববিদ্যা লয়ে সমাবর্তনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বাংলা ভাষায় সমাবর্তন ভাষণ দিয়ে ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করেন। (পনেরো)শিক্ষকদের শিক্ষাদানে দক্ষ করে তুলতে টিচার্স ট্রেনিং কোর্সের প্রবর্তন করেন তিনিই। বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য অনেক কিছু করেছেন। শুধু সেই জন্যই বাঙালী মনে রাখতে পারে শ্যামাপ্রসাদকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশন হত ইংরেজিতে। উনিই রবীন্দ্রনাথকে প্রধান অতিথি করে, বাংলায় কনভোকেশন চালু করলেন। রবীন্দ্রনাথ যাতে বাংলায় মাস্টার ডিগ্রির ক্লাস নেন, সেই ব্যপার ও পাকা করে ফেলেন গুরুদেবের সম্মতিতে। রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে সিন্ডিকেট আপত্তি তুলল! যিনি শ্যামাপ্রসাদ, তা ওভাররুল করেন, কিন্তু গুরুদেব কিছু সিন্ডিকেট মেম্বারদের এই আপত্তিতে ব্যথিত হয়ে, শ্যামা প্রসাদকে ফিরিয়ে দিলেন। একমাত্র বাঙালীর মতন নির্বোধ জাতির লোকজনই বোধ হয় পারে বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নোবেল প্রাইজ বিজেতার বাঙলায় মাস্টার ডিগ্রির ক্লাসে পড়ানোর যোগ্যতা আছে কি না, সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলে। কারণ রবীন্দ্রনাথের কোনও ডিগ্রি নাই! কি মারাত্মক! বাঙালী চিত্তের বুদ্ধিবিদ্যার যা হাল তাতে এর বেশী কিছু আশা করা অন্যায়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতে শিক্ষার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন। ১৯৩৩ সালে অল্ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি এন্ড কলেজ টিচার্স কনফারেন্সে-এ তিনি বলেন, ‘সকল সাধারণ ছাত্র আমরা তৈয়ারী করিতেছি, তাহাদের জীবন সংগ্রামে যুঝিবার ক্ষমতা নাই এবং বাঙলা দেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে বেকার সমস্যা তীব্র হইয়া উঠিতেছে। শিক্ষাদানের মহান্ কেন্দ্রের পক্ষে অন্ন-সমস্যার সমাধানের জন্য নিজ শক্তি ক্ষয় করা উচিত নয় এবং শিক্ষার জন্য শিক্ষাই ইহার আদর্শ এই ধরনের সস্তা অসার মন্তব্য করিয়া সান্ত্বনা পাইবার দিন বহু পূর্বেই অতি বাহিত হইয়াছে। অবশ্য বিশ্ব বিদ্যালয় তাহার ভূতপূর্ব ছাত্রদের ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থান করিয়া দিবার সক্রিয় দায়িত্ব লইবে এমন কথা আমি বলি না। তবে যুব সম্প্রদায়কে যে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা শুধু তাহাদের অন্তরে সত্যের প্রতি অনুরাগ ও জ্ঞান লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিলেই চলিবে না, তাহারা যাহাতে সৎ ব্যবসার বা পেশার সাহায্যে ভদ্রভাবে জীবিকা অর্জন করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারে সেদিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি ইহার উপযোগী নয় এবং এই পদ্ধতির আমূল সংস্কার ও ইহাকে বাস্তবমুখী করিবার দিন আসিয়া গিয়াছে।’’ বাস্তবমুখী শিক্ষা বলতে শ্যামা প্রসাদ শুধু অর্থোপার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার কথা বলেন নি। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য আদর্শ মানুষ তৈরি করার কার্যে যাহাতে বিচ্যুতি না ঘটে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি বিশেষ জোর দেন। ১৯৩৫ সালে নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, ‘‘শিক্ষায়তনগুলিকে শুধুমাত্র কেরানী ও নিম্নপদস্থ কর্মচারী তৈয়ারীর কারখানা বলিয়া মনে করিলে চলিবে না। দেশকে নেতৃত্ব এবং নাগরিক, প্রাদেশিক ও জাতীয় অর্থনীতি, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিপুণতা সরবরাহ করিবার ভার শিক্ষায়তনগুলিকে গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতের পক্ষে আজ সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ উদ্যমী শক্তিশালী, সাহসী ও উদার দৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত মানুষের বড় প্রয়োজন। ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে উপাচার্যের ভাষণে শ্যামাপ্রসাদ দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেন, ‘‘বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিদের কর্ম সংস্থানের উপযুক্ত সুযোগ নাই বলিয়া শিক্ষার সংকোচন আবশ্যক এই নীতির বিরোধিতা করিতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোন অবাস্তব আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অথবা কোন ভাবাবেগপ্রবণ কারণের জন্য আমরা এ কথা বলিতেছি না। আমাদের ইহা বলিবার কারণ এই যে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ভারত যদি সার্বভৌম দেশ হিসাবে নিজ স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার অবস্থায় উপনীত হইতে পারে তাহা হইলে তাহা নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক যুব শক্তির সাহায্যেই পারিবে। হাজার হাজার তরুণ তরুণীকে সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন এবং কোটি কোটি দারিদ্র্যপীড়িত মূঢ়, মূক, রুগ্ন, মূর্খ দেশবাসীর অন্তরে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করিবার কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। ... আমি আন্তরিকভাবে আশা করি ও বিশ্বাস করি যে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীরাই এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে। তাহারা জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা রচনা করিতে সাহায্য করিবে, জনমতের বিশাল অন্ত নিহিত শক্তি সম্বন্ধে জনমনে চেতনার উদ্রেক করিতে পারিবে এবং সকল শ্রেণী, দল ও সম্প্রদায়কে একত্রিত করিয়া তাহাদের সক্রিয় সহযোগিতায় জাতির সম্মুখে একটি অপ্রতিরোধ্য দাবী উপস্থিত করিতে পারিবে। এই দাবী শুধুমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তিদের উপযুক্ত কর্ম সংস্থানের দাবী হইবে না, ইহা বাংলা দেশের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্য এই প্রদেশ যাহাতে সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও অগ্রগতি লাভকরিয়া চিরস্থায়ী অধীনতা ও পরনির্ভরতার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে সেই অধিকার পাইবার দাবী। আবার বাণারস বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তিনি বলেন, ‘‘আমরা জাতীয় শিক্ষার এমন একটি সুস্থ নীতি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই যাহা সর্ব্বনিম্ন স্তর হইতে সর্ব্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিবে। আমরা দেখিতে চাই যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিয়া অজ্ঞানতার তিমির অন্ধকার দূর করিয়াছে এবং জনগণকে সৎচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করিয়া সৎকার্য্যে প্রণোদিত করিয়া ও তাহাদের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী করিয়া তাহাদের অন্তরে জাতীয়তাবোধের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। আমরা দেখিতে চাই যে মাধ্যমিক শিক্ষা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া বিভিন্ন ধারায় প্রকৃত শিক্ষা দিবার উপযুক্ততা অর্জন করিয়াছে এবং শিক্ষাপ্রাপ্তদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুদ্ধিকৌশল, হিতকর ও উৎপাদন শীল কর্মের সন্ধান দিতেছে। সর্বশেষে আমরা দেখিতে চাই যে বিভিন্ন ধারার মাধ্যমিক শিক্ষার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় ঐ সকল শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করিতেছে ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প-বাণিজ্য উচ্চস্তরে শিক্ষা দান করিতেছে।’’

বাঙালি ঘরানার চিত্র শিল্পী দেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী

দেবেশ দাস

চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী জন্মঃ- ১৫ জুন, ১৮৯৮ সালে। ভারতের আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্রোঞ্জ মূর্তি নির্মাণ করেন। তিনি এমন বিরাট কম্পোজিশন ও প্রামাণিক (লাইফ সাইজ) ভাস্কর্য তৈরি করেছেন যাতে অন্তর্নিহিত শক্তি, গতিময়তা ও গভীর ভাবাবেগ বিদ্যমান। দিল্লিতে স্থাপিত ভাস্কর্য ‘ট্রায়াম্ফ অব লেবার’, বিহার সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখে নির্মিত ‘শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ’, ত্রিবান্দ্রমে

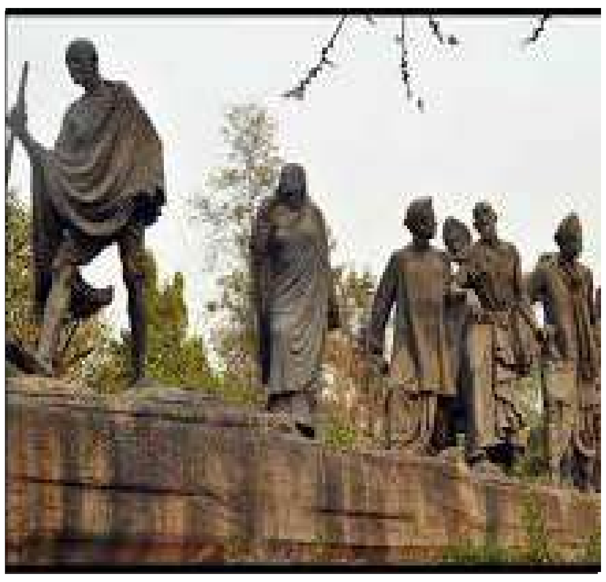

স্থাপিত ‘টেম্পল এনট্রি প্রোক্লামেশন’, কলকাতায় স্থাপিত ‘গান্ধিজীর ডান্ডি অভিযান’, ‘স্যার আশুতোষ’ ইত্যাদি ভাস্কর্য তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি শিল্পকৃতি। দেবীপ্রসাদের আরও দুটি বিখ্যাত ভাস্কর্য হল অ্যানি বেসান্ত ও বিশপ লিউবিটারের প্রস্তর নির্মিত আবক্ষ প্রতিকৃতি। পাশ্চাত্যের চিত্র শৈলীটি রপ্ত করেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই চিত্রশৈলীটিকে ভারতীয় শৈলীর সঙ্গে মিশিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেন ‘নব্যবঙ্গীয় চিত্রশৈলী’। অবনীন্দ্রনাথের এই চিত্রশৈলী অনুসরণ শুরু করেন দেবীপ্রসাদ তার শিল্পীজীবনের প্রথম দিকে। এই পর্বের ছবির মধ্যে অভিসারিকা, জীবনসন্ধ্যা, দ্য মিস্ট, সুরের নেশা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দেবীপ্রসাদ শুধু মাত্র নব্যবঙ্গীয় চিত্রশৈলীতে আবদ্ধ থাকেননি। তিনি এই চিত্রশৈলীর পরিমণ্ডল অতিক্রম করে নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার দিকে এগিয়ে চলেন। তাঁর সে-সময় মনে হয়েছিল ভারতীয় শিল্পশৈলীতে চিন্তার অভাব রয়েছে। এই অভাব পূরণে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য ছবি ‘নির্বাণ’। ছবিটির পরিবেশে আলো-আঁধারের উপস্থাপনায় দেবীপ্রসাদ এগিয়ে গেছেন নব্যচিত্রায় দিকে। ডাচশিল্পী রেমব্রান্টের শিল্প-অনুপ্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথের ‘নব্যবঙ্গীয় চিত্রশৈলী’-র শিল্প-আদর্শ মিশিয়ে দেবীপ্রসাদের ‘নির্বাণ’ ; ‘বৃদ্ধ মন্দিরের অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভগৃহে মুণ্ডিত মস্তক কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকের মোক্ষলাভের জন্যে ব্যাকুল প্রতীক্ষার রূপকল্পনা। স্থাপত্যস্তম্ভের ফাঁক দিয়ে এক স্বর্গীয় আলো এসে পড়েছে ভিক্ষুকের মুখে’। এই ‘স্বর্গীয় আলো’-তে ফুটে উঠতে থাকে দেবীপ্রসাদের আত্মপরিচয়। বিচিত্র অঙ্কনের কারণে দেবীপ্রসাদের রূপকর্ম কখনও একঘেয়ে হয়ে ওঠেনি। ‘দূরের যাত্রী’ নামক রূপকল্পনায় ফুটে ওঠে মানুষের জীবনসংগ্রামের বাস্তবতা। ‘চলমান খালি গায়ে একটি মানুষের কাঁধে লাঠি, লাঠির একপ্রান্তে বাঁধা ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলি। ক্লান্তিতে নুইয়ে পড়া দৃঢ়তা মানুষটি এগিয়ে চলেছে দিগন্তবিস্তৃত নির্জন প্রান্তরে।’ কিছুকাল পরেই ‘দূরের যাত্রী’ রূপান্তরিত হয় ভাস্কর্যে ‘He has long way to go’ নামে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যোগ্য ছাত্র ছিলেন দেবীপ্রসাদ। ভারতবর্ষে জাপানি ওয়াশ পদ্ধতির প্রথম প্রবক্তা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবীপ্রসাদ ‘রোমান্টিসিস্ট’ ভাবধারা এই ওয়াশ পদ্ধতি অবলম্বনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। দেবীপ্রসাদের আঁকা Calcutta Rain– After the Rain এবং After the storm-এ এই পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। After the storm সম্পর্কে দেবীপ্রসাদের প্রিয় ছাত্র প্রদোষ দাশগুপ্ত লিখেন,‘আমার মনে হয় দেবী প্রসাদের এই ছবি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।’ দেবীপ্রসাদ কিউবিজম নিয়েও পরীক্ষা করেছিলেন। এ বিষয়ে দেবীপ্রসাদ আকৃষ্ট হয়েছিলেন

নারী শক্তির প্রতি অবজ্ঞাই কী পূর্বতন সরকারের পতন ?

অনিকেত নস্কর

সংকটের ছায়ায় তৃণমূলের নারী নেতৃত্ব:আস্থা, আত্মরক্ষা ও নতুন রাজনৈতিক ভাষ্যের সন্ধানে। তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন এক মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে শুধু সংগঠনগত চ্যালেঞ্জ নয়, বরং ভাবমূর্তি, আস্থা এবং অভ্যন্তরীণ সংহতির প্রশ্নও তীব্রভাবে সামনে উঠে এসেছে। এই সংকটময় সময়ে দলের নারী নেতৃত্ব;যাঁরা একসময় তৃণমূলের সামাজিক ভিত্তি ও জনসংযোগের অন্যতম শক্তিশালী স্তম্ভ হিসেবে পরিচিত ছিলেন; তাঁদের অবস্থান, প্রতিক্রিয়া এবং রাজনৈতিক ভাষ্য নতুন করে গুরুত্ব পাচ্ছে। কারণ, দলীয় রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব শুধুই প্রতীকী উপ স্থিতি নয়; অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা জনমানসের সঙ্গে সরাসরি সংযোগের সেতুবন্ধন তৈরি করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের নারী নেতৃত্ব বরাবরই একটি বিশেষ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে এসেছে। একদিকে সামাজিক প্রকল্প, জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং গ্রামীণ স্তরের সংগঠনের সঙ্গে তাঁদের গভীর সম্পর্ক, অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রতিরক্ষামূলক এবং আক্রমণাত্মক অবস্থান;এই দুইয়ের সমন্বয়ে তাঁরা দলকে বহু সংকটে স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে যে রাজনৈতিক চাপ তৈরি হয়েছে, তা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি বহুমাত্রিক এবং জটিল। এই মুহূর্তে দলের অভ্যন্তরে যে অনিশ্চয়তার আবহ তৈরি হয়েছে, সেখানে নারী নেতৃত্বের বক্তব্য একদিকে যেমন সতর্ক, অন্যদিকে তেমনই আত্মরক্ষামূলক। তাঁরা প্রকাশ্যে দলীয় অবস্থানের বাইরে গিয়ে কোনো বিভ্রান্তি তৈরি করতে চাইছেন না, আবার একইসঙ্গে জন সমক্ষে দলের প্রতি আস্থা বজায় রাখার বার্তাও দিচ্ছেন। এই দ্বৈত অবস্থান আসলে বর্তমান রাজ নৈতিক বাস্তবতারই প্রতিফলন, যেখানে প্রতিটি বক্তব্যকে কেবল রাজনৈতিক নয়, কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করা হচ্ছে। তৃণমূলের নারী নেতৃত্বের মধ্যে একটি বড় অংশ মনে করেন, সংকট যতই গভীর হোক না কেন, দলীয়

সংগঠন এখনও ভাঙনের মুখে নেই। তাঁদের মতে, এই ধরনের রাজনৈতিক চাপ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশ এবং বড় দলগুলোর ক্ষেত্রে এটি নতুন কিছু নয়। তাঁদের বক্তব্যে বারবার উঠে আসছে যে, তৃণমূল কংগ্রেসের ভিত্তি কেবল নেতৃত্বের উপর নয়, বরং জন সংযোগ এবং দীর্ঘদিনের সামাজিক কাজের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সেই কারণে সাময়িক অস্থিরতা দলীয় কাঠামোকে ভেঙে দিতে পারবে না। তবে এই আশাবাদী অবস্থানের মধ্যেও একটি সূক্ষ্ম উদ্বেগ স্পষ্ট ভাবে অনুভূত হচ্ছে। নারী নেতৃত্বের অনেকেই ব্যক্তিগত আলোচনায় এবং সাংগঠনিক পরিসরে এই বিষয়টি স্বীকার করছেন যে, রাজনৈতিক আক্র মণের তীব্রতা এবং বিরোধী শিবিরের কৌশলগত চাপ আগের তুলনায় অনেক বেশি সংগঠিত। ফলে প্রতিটি রাজনৈতিক প্রতি ক্রিয়াই এখন অনেক বেশি হিসেবি এবং সংযত হয়ে উঠছে। কোনো অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য যেন পরিস্থিতিকে আরও জটিল না করে, সেই দিকেও তাঁদের বিশেষ নজর রয়েছে। এই সংকটের মধ্যে নারী নেতৃত্বের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কারণ তাঁরা সাধারণত দলের ফেস-টু-পাবলিক ইমেজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। গ্রামীণ ভোটার, নারী ভোটার এবং সামাজিক প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ অনেক গভীর। ফলে সংকটের সময় তাঁদের বক্তব্য শুধু রাজনৈতিক বার্তা নয়, বরং জন আস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁদের বক্তব্যে একটি বিষয় বারবার প্রতিফলিত হচ্ছে;স্থিতিশীলতার উপর জোর। তাঁরা সরাসরি কোনো অভ্যন্তরীণ বিভাজন বা বিরোধকে স্বীকার করতে চাইছেন না, বরং দলকে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছেন। এই কৌশলগত নীরবতা অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি বিভ্রান্তি কমাতে সাহায্য করে এবং সংগঠনের মধ্যে আস্থা বজায় রাখে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই নীরবতা সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত নয়। বরং এটি এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক অবস্থান, যেখানে দলীয় শৃঙ্খলা এবং জনমতের চাপ;দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হচ্ছে। নারী নেতৃত্ব এই ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে এক ধরনের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছেন, যেখানে তাঁরা আবেগের পরিবর্তে বাস্তববাদকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। এই সময়ে তাঁদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল সংগঠনের ভেতরের স্তরকে স্থিতিশীল রাখা। জেলা স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত যে রাজনৈতিক উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, সেখানে নারী নেতৃত্ব অনেক ক্ষেত্রেই কুলিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছেন। তাঁরা কর্মীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বজায় রাখার চেষ্টা করছেন এবং বার্তা দিচ্ছেন যে, দলীয় সংকট মানেই রাজনৈতিক পতন নয়। তবে এই পুরো পরিস্থিতির মধ্যে একটি গভীর রাজনৈতিক প্রশ্নও তৈরি হয়েছে;নারী নেতৃত্ব কি শুধুই সংকট ব্যবস্থাপনার ভূমিকা পালন করছেন, নাকি তাঁরা নীতি নির্ধারণের কেন্দ্রে আরও দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করছেন? অতীতে দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রেই নারী নেতৃত্বকে জনসংযোগ এবং সামাজিক প্রকল্পের সীমার মধ্যে রাখা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক চাপ তাঁদের ভূমিকা আরও প্রসারিত করছে। এখন তাঁদের বক্তব্য শুধুই সামাজিক ইস্যুতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং দলের কৌশলগত অবস্থান, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এবং জনমানসের ধারণা নিয়েও স্পষ্ট হচ্ছে। এটি এক ধরনের ধীরে ধীরে ঘটে চলা রূপান্তর, যেখানে নারী নেতৃত্ব আর কেবল সহযোগী শক্তি নয়, বরং কৌশলগত কণ্ঠস্বর হিসেবেও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে।

এই পরিবর্তন তৃণমূল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কাঠামোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, দলের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা শুধু পুরুষ নেতৃত্বের উপর নির্ভর করে না। বরং বহুমাত্রিক নেতৃত্ব কাঠামোর

আমাদপুরের রাজবাড়ি

শঙ্করলাল কর্মকার

আমাদপুর রাজবাড়ি। হারিয়ে যাওয়া আভিজাত্যের এক জীবন্ত ইতিহাস। পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারির কাছে ছোট্ট গ্রাম আমাদপুর। এক সময় এই গ্রাম ছিল জমিদারি ঐশ্বর্য, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল কেন্দ্র। আজ সেই পুরনো জৌলুস অনেকটাই ম্লান, নিস্তব্ধ হয়ে গেছে রাজকীয় প্রাঙ্গণ। তবুও ইট-পাথরের শরীরে এখনও লেগে আছে বাংলার বনেদি অতীতের গন্ধ।

আমাদপুরের চৌধুরী (সেন শর্মা) পরিবারের রাজবাড়ির ইতিহাস প্রায় ৩৭৫ বছরেরও বেশি পুরনো। এই পরিবারের পূর্বপুরুষেরা বাংলার বিভিন্ন শাসকের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ধীরে ধীরে আমাদপুরে নিজেদের জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। একসময় এই রাজবাড়ির বিশাল উঠান, ঠাকুরদালান, দীঘি, বাগান ও অতিথিশালা ছিল এলাকার গর্ব। আজও সেই রাজবাড়ির উঁচু ছাদ, প্রশস্ত বারান্দা ও প্রাচীন স্থাপত্য অতীতের সমৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন করে। চৌধুরী বাড়ির দুর্গাপূজা-৩৫০ বছরেরও বেশি ঐতিহ্য। আমাদপুরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল চৌধুরী বাড়ির বনেদি দুর্গা পূজা। প্রচলিত মতে, ১৬৫৯ সালে এই পূজার সূচনা হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই নিয়ম, একই ভক্তি ও একই ঐতিহ্য বজায় রেখে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দুর্গাপূজার সময় ঠাকুরদালান আলোয়, ঢাকের শব্দে ও চণ্ডীপাঠে মুখর হয়ে ওঠে। একসময় দূরদূরান্ত থেকে জমিদার, ব্যবসায়ী ও অতিথিরা এই পূজা দেখতে আসতেন। আজও হাজার হাজার দর্শনার্থী এই বনেদি পূজার টানে আমাদ পুরে আসে।

টেরাকোটার মন্দির ও কালীক্ষেত্র

আমাদপুর শুধু রাজবাড়ির জন্য নয়, তার প্রাচীন টেরাকোটা মন্দিরগুলির জন্যও বিখ্যাত। গ্রামজুড়ে ছড়িয়ে থাকা শতাব্দীপ্রাচীন মন্দিরগুলির দেয়ালে পোড়ামাটির সূক্ষ্ম কারুকাজ বাংলার শিল্প ঐতিহ্যের অনন্য নিদর্শন। আবার কালীপুজার সময় আমাদপুরকে অনেকেই কালীক্ষেত্র বলে থাকেন। এখানে বোরো মা, মেজো মা, সেজো মা ও ছোটো মা;এই চার কালীমূর্তির পূজার প্রায় ৪০০ বছরের ঐতিহ্য রয়েছে। আজ আর সেই জমিদারি প্রভাব নেই, নেই হাতি-ঘোড়ার শোভাযাত্রা কিংবা রাজকীয় আয়োজন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অংশ ভগ্নপ্রায় হয়েছে। তবুও রাজবাড়ির প্রতিটি দেয়াল যেন অতীতের গল্প বলে।

দুর্গাপুর-পানাগড় শিল্পতালুকে বাতাসের গুণমান সূচক উর্ধ্বমুখী, উদ্বিগ্ন শহরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৬ জুন ঃ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে গিয়ে কলকারখানার দূষণে জেরবার পানাগড় শিল্পতালুক। জনবসতি লাগোয়া শিল্পতালুকে পাথর ক্রাশারে দিনভর চলছে পাথর ভাঙার কাজ। তার জেরে বাতাসে মিশছে ধূলিকণা। আর ওই ধূলিকণায় মাত্রাতিরিক্ত বাড়ছে দূষণ। দূষণের জেরে নাকাল পানাগড় শিল্পতালুক লাগোয়া কাঁকসা, পানাগড়, মাধবমাঠ-সহ গোটা এলাকা। প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছর ধরে পানাগড়, পাণ্ডবেশ্বর, দুর্গাপুর শহরে মাত্রাতিরিক্ত বায়ু দূষণে জেরবার শহরবাসী। কখনও কখনও কেন্দ্রীয় পরিবেশ দফতরের তালিকায় বায়ু দূষণে দিল্লিকে ছাপিয়ে গেছে পানাগড় ও দুর্গাপুর। বিশেষত রাতুড়িয়া, অঙ্গদপুর, সগরভাঙা, বাঁশকোপা, বামুনাড়া, পানাগড় এলাকায় বাতাসে ধূলিকণা ও কারখানার কালো ছাইয়ে নাকাল শহরবাসী। বিজ্ঞানীমহল সূত্রে জানা গেছে, PM ২.৫ ও PM ১০-এর মতো উপাদানগুলি ৬০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটারে থাকা স্বাভাবিক মানা হয়। অন্যদিকে, পাণ্ডবেশ্বর ও পানাগড়ে বায়ুর গুণমান সূচক পরিমাপের মনিটরিং স্টেশন না থাকলেও, দূষণের মাত্রা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বেশি বলে দাবি করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বায়ুর গুণমান সূচক বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন শিল্পাঞ্চলবাসী। অণ্ডালে ডিভিসির ছাই বাতাসে মেশায় তা আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে। আবার পাণ্ডবেশ্বর বাজার ও তসংলগ্ন এলাকায় কারখানার ছাই এবং বাতাসে ধূলিকণা মাত্রাতিরিক্ত বেড়েছে। বাতাসে গুণমান সূচক বৃদ্ধিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উদাসীনতাকেই দায়ী করছে এলাকাবাসী। পানাগড় শিল্পতালুকের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশেই রয়েছে একটি বেসরকারি সংস্থার পাথর ক্রাশার। সেখানে দিনভর চলছে স্ল্যাগ বোল্ডার ভাঙার কাজ। তার জেরেই বাতাসে মিশছে মাত্রাতিরিক্ত পাথরের গুঁড়ো ও ধূলিকণা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, খনি অঞ্চলে রাস্তায় ভারী যানবাহন চলাচলের ফলে ধূলিকণা বেড়েছে। তার ওপর ভাঙাচোরা রাস্তার দরুন বাতাসে ধূলিকণা বাড়ছে। সেগুলো শরীরের ফুসফুসে গিয়ে ক্ষতি করছে হাঁপানি, অ্যাজমার মতো রোগ হচ্ছে। আর এই মাত্রাতিরিক্ত দূষণে উদ্বিগ্ন গোটা শিল্পশহরবাসী। প্রশ্ন উঠছে, জনবসতি এলাকায় কীভাবে ক্রাশার তৈরির অনুমতি পেল? যদিও ওই ক্রাশার সংস্থার তরফে সুরজিত মজুমদার বলেন, পরিবেশ দপ্তরের বৈধ অনুমতি নিয়েই ক্রাশারের কাজ চলছে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন -এর দাবি, একিউআই ১৫১-২০০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর গুণমানকে 'অস্বাস্থ্যকর এবং স্বাস্থ্যের ঝুঁকি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। দুর্গাপুরের বায়ুর গুণমান সূচক ডব্লুএইচও-এর দাবি অনুযায়ী খুবই তীব্র, অস্বাস্থ্যকর ও ক্ষতিকর। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি দিনে প্রায় ১৫ থেকে ২০ টি সিগারেট ধূমপানের সমতুল্য, যা শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা, হাঁপানি এবং কার্ডিওভাসকুলার স্ট্রেসের ঝুঁকি বাড়ায়। সিলিকোসিস মূলত একটি পেশাগত ফুসফুসের রোগ। এটি কোনো সংক্রমণ বা ভাইরাস নয়, বরং দীর্ঘ সময় ধরে বাতাসে থাকা সিলিকা ধূলিকণার সূক্ষ্ম কণা নিঃশ্বাসের সাথে ফুসফুসে প্রবেশ করার ফলে এই রোগটি হয়ে থাকে। সিলিকোসিস রোগের মূল কারণ পাথর কাটা, ভাঙা বা গুঁড়ো করার সময় সিলিকার সূক্ষ্ম ধূলিকণা বাতাসে ওড়ে। এই অদৃশ্য ধূলিকণাগুলো শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুসফুসে জমা হওয়া সিলিকার কণাগুলো শরীর বের করতে পারে না। এর ফলে ফুসফুসের টিস্যুগুলোতে ক্ষত বা দাগ তৈরি হয় এবং ফুসফুস শক্ত হয়ে যায়। এর ফলে শ্বাস নিতে প্রচণ্ড কষ্ট হয়। দুর্গাপুরের পরিবেশকর্মী কবি ঘোষ বলেন, দুর্গাপুরে দূষণ বেড়েছে। আমরা উদ্বিগ্ন। প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে হবে। আমরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু দূষণ নিয়ন্ত্রণে কোনো কাজ হচ্ছে না। তার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এক কথায়, শিল্পাঞ্চলে দূষণ নিয়ন্ত্রণ লাটে উঠেছে। যদিও এই বিষয়ে দুর্গাপুর পরিবেশ দফতর কোনো মন্তব্য করতে চায়নি।

পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় বন দফতরের যৌথ উদ্যোগে স্নো লেপার্ড সংরক্ষণে নতুন পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ১৬ জুন ঃ বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে দেশের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। যে প্রাণী আজ বাংলার জঙ্গলে আর দেখা যায় না, সেই স্নো লেপার্ডকে কেন্দ্র করেই শুরু হতে চলেছে এক যুগান্তকারী উদ্যোগ। দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু জুলজিক্যাল পার্কে জন্ম নেওয়া কয়েকটি স্নো লেপার্ডকে সিকিমের উচ্চ পার্বত্য অরণ্যে ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। সফল হলে এটিই হবে দেশের প্রথম উদ্যোগ, যেখানে চিড়িয়াখানায় জন্ম নেওয়া একাধিক প্রজন্মের স্নো লেপার্ডকে পুনরায় মুক্ত প্রকৃতিতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে দার্জিলিংয়ে সংরক্ষণমূলক প্রজননের মাধ্যমে প্রায় ৭০ থেকে ৮০টি স্নো লেপার্ডের জন্ম হয়েছে। গোটা দেশে এই ক্ষেত্রে এমন সাফল্যের নজির আর নেই। বর্তমানে এই স্নো লেপার্ডদের মধ্যে বেছে নেওয়া কয়েকটিকে সিকিমের উপযুক্ত উচ্চ পার্বত্য অভয়ারণ্যে স্থানান্তরের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, যাতে তারা ধীরে ধীরে জঙ্গলের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কেন্দ্রীয় বন মন্ত্রক এবং -এর যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃত্রিম বা নিযন্ত্রিত প্রজননের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া প্রাণীদের প্রকৃত আবাসস্থলে ফিরিয়ে দিয়ে নতুন প্রজন্ম তৈরি করতে পারলেই প্রকৃত অর্থে সংরক্ষণ কার্যক্রম সফল হয়। সেই কারণেই স্নো লেপার্ডদের পুনর্বাসনের এই পরিকল্পনাকে দেশের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি 'গেম চেঞ্জার' হিসেবে দেখা হচ্ছে। বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ ও প্রোগ্রাম ডিরেক্টর সৌমিত্র দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের হাতে থাকা কয়েকটি তরুণ স্নো লেপার্ড রয়েছে, যাদের মানুষের সরাসরি সংস্পর্শে বেড়ে ওঠেনি। ফলে তাদের মুক্ত জঙ্গলের পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। পরিকল্পনা অনুযায়ী, 'সফট রিলিজ' পদ্ধতিতে প্রথমে নির্দিষ্ট পরিবেশে রাখা হবে, তারপর ধাপে ধাপে সিকিমের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে আগামী এক বছরের মধ্যেই দার্জিলিংয়ের চিড়িয়াখানায় জন্ম নেওয়া স্নো লেপার্ডদের সিকিমের বরফঢাকা পাহাড়ি জঙ্গলে বিচরণ করতে দেখা যেতে পারে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আন্দোলনের ক্ষেত্রেই এই উদ্যোগ এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হয়ে উঠতে চলেছে।

কালনায় ব্যাগভর্তি কচ্ছপ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালনা, ১৬ জুন ঃ বর্ধমানের কালনা থানার অন্তর্গত কালিনগর ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকায়

ব্যাগভর্তি কচ্ছপ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় কয়েকজন টোটোচালকের তৎপরতায় উদ্ধার হয় সাতটি জীবন্ত কচ্ছপ। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। কিভাবে ওই ব্যাগ সেখানে এল, কারা বা কেন কচ্ছপগুলো ফেলে রেখে গেল, তারই উত্তর খুঁজতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে কালিনগর ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন কয়েকজন টোটোচালক। দীর্ঘক্ষণ ব্যাগটি একই জায়গায় পড়ে থাকতে দেখে তাঁদের সন্দেহ হয়। এরপর ব্যাগটি খুলে দেখতেই চক্ষু চড়কগাছ। ব্যাগের ভেতরে একের পর এক জীবন্ত কচ্ছপ দেখতে পান তাঁরা। খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ব্যাগের ভিতরে মোট সাতটি কচ্ছপ ছিল। তবে কী উদ্দেশ্যে সেগুলিকে ওই এলাকায় আনা হয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অনুমান করা হচ্ছে, কচ্ছপগুলো পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল অথবা অবৈধভাবে বিক্রির পরিকল্পনা ছিল। কোনো কারণে পাচারকারীরা ব্যাগটি ফেলে পালিয়ে যায় কি না, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না তদন্তকারীরা। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধাত্রীগ্রাম ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ কচ্ছপগুলো উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেয় এবং পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করে। ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকায় থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হতে পারে বলেও সূত্রের খবর। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলো বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হবে। বনদপ্তরের আধিকারিকরা কচ্ছপগুলোর প্রজাতি, স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এবং সেগুলি কোথা থেকে আনা হতে পারে, তা খতিয়ে দেখবেন। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পরবর্তীতে তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থলে ছেড়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে। উল্লেখ্য, বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনে কচ্ছপের একাধিক প্রজাতি সংরক্ষিত প্রাণীর তালিকাভুক্ত। ফলে এ ধরনের প্রাণী পাচার বা অবৈধভাবে কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত থাকলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রয়েছে। ব্যাগভর্তি কচ্ছপ উদ্ধারের এই ঘটনায় কালিনগর ফেরিঘাট ও আশপাশের এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার নেপথ্যে কোনো পাচারচক্র সক্রিয় রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও বনদপ্তর।

বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটকে বিক্ষোভ কাঁকসায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৬ জুন ঃ বেআইনিভাবে বালি পাচারের ট্রাক্টর যাতায়াতের ফলে দুর্ঘটনা ঘটছে। এই অভিযোগ তুলে বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটকে সোমবার রাতে এবং মঙ্গলবার সকালে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসার আমলাজোড়া পঞ্চায়েতের সোকনা গ্রামে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আসেন ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিকেরাও। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে সোকনা গ্রামের রাস্তা দিয়ে সারিবদ্ধভাবে বালি বোঝাই ট্রাক্টর যাচ্ছিল। সেই সময় আচমকাই গ্রামবাসীরা পথ আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। একে একে প্রায় ৩৬টি বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটকে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার সকালে ফের নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হলে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছা।ায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় প্রশাসনের নজর এ।িয়ে রমরমিয়ে বেআইনি বালি পাচারের কারবার চলছে। এই ট্রাক্টর যাতায়াতের ফলে দুর্ঘটনা ঘটছে। মঙ্গলবার সকালে বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
HALDIA DEVELOPMENT AUTHORITY
City Centre, P.O. Debhog, Haldia
Dist. Purba Medinipur, PIN-721657
Toll Free No. 1800-345-3224
NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 10/HDA/EC-ELECT/2026-27
Online (E-Tender) tender in a two bid system is hereby invited for **"SUPPLY & DELIVERY OF LED STREET LIGHTS FOR VARIOUS LOCATIONS UNDER HALDIA BLOCK PHASE-I." Estimated Cost of work :** Rs. 4,84,272/- **Document downloading date :** from 17.06.2026 to 24.06.2026. **Date of bid submission :** from 20.06.2026 to 24.06.2026. For detailed information and further update kindly visit the office and/or the website of HDA : www.hda.gov.in E-Tender can be submitted through: www.wbtenders.gov.in Sd/- Chief Executive Officer, HDA.
ICA- T10258(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
HALDIA DEVELOPMENT AUTHORITY
City Centre, P.O. Debhog, Haldia
Dist. Purba Medinipur, PIN-721657
Toll Free No. 1800-345-3224
NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 04/HDA/EC-ELECT/2026-27
Online (E-Tender) tender in a two bid system is hereby invited for **"SUPPLY AND DELIVERY OF LED STREET LIGHTS FOR VARIOUS LOCATIONS UNDER NANDIGRAM-II BLOCK." Estimated Cost of work :** Rs. 4,68,130/- **Document downloading date :** from 17.06.2026 to 24.06.2026. **Date of bid submission :** from 20.06.2026 to 24.06.2026. For detailed information and further update kindly visit the office and/or the website of HDA : www.hda.gov.in E-Tender can be submitted through: www.wbtenders.gov.in Sd/- Chief Executive Officer, HDA.
ICA- T10254(1)/2026

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল টুনা দেবী স্বামী- শ্রী রামচন্দ্র পোদ্দার। বালিটিকুড়ি মৌজায় সামিল এ ডি এস আর এ সম্পাদিত ৩৩৭৪ / ২০০০ নং দলিল মূলে হাল ২০১ দাগে ও হাল ৯১১ , ৯১২ ও ৯১৩ খতিয়ানে ১০ ছটাক ৪০ বর্গফুট পরিমাণ জমি এ ডি এস আর এ সম্পাদিত ৮৭ / ২০০০ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমমোক্তার গ্রহীতার নাম সেখ সোফিয়ার রহমান) আরেপান বিবি দিগর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে, এবং বালী- জগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে বালী জগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল শ্রীমতি মমতা হাজরা স্বামী- চন্দন হাজরা। বালিটিকুরী মৌজায় সামিল এ ডি এস আর ডোমজুড় সম্পাদিত ০৬২০০ /২০১২ নং দজিএফলিল মূলে হাল ২০১ দাগে ও হাল ৯১১ , ৯১২ ও ৯১৩ খতিয়ানে ১কাঠা ৮ ছটাক ৪ বর্গফুট পরিমাণ জমি এ ডি এস আর এ সম্পাদিত ৮৭ / ২০০০ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমমোক্তার গ্রহীতার নাম সেখ সোফিয়ার রহমান) আরেপান বিবি দিগর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে, এবং বালী- জগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে বালী জগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

এলএইচবি হুইল সেটের সারফেস ডিফেক্ট ডিটেকশনের কাজ
টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ৬-এম-আরএনওয়াই-ইসিএ-এনএইচএলএন-২৬, তারিখ: ১২-০৬-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **আইটেম নম্বর ঃ১; কাজের নাম ঃ** নাহরলগুন কোচিং ডিপোতে কোচগুলির ডিও শিডিউল চলাকালীন ০৩ (তিন) বছর মেয়াদের জন্য এডি কারেন্ট অ্যারে (ইসিএ) টেস্টিং-এর মাধ্যমে এলএইচবি হুইল সেটের সারফেস ডিফেক্ট ডিটেকশনের কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ৭,৬৯,৪৮০/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১৫,৪০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৬-০৭-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিএমই, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

লামডিং ডিভিশনে আউটসোর্সিং সংক্রান্ত কাজ
টেন্ডার নোটিশ নম্বর : এসআর.ডিইই/জিএন্ডসিএইচজি/এলএমজি/০৮ অফ ২০২৬-২৭; তারিখ: ১২-০৬-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল/এলএম/২৬-২৭/১১; কাজের নাম ঃ** দুই বছর মেয়াদের জন্য লামডিং ডিভিশনের আগরতলা, শিলচর এবং সাইরাং কোচিং ডিপোতে টিএল/এসি (কনভেনশনাল + এলএইচবি) কোচের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নন-কোর অ্যাক্টিভিটির আউটসোর্সিং সংক্রান্ত কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৫,৯৯,০৮,৪৮৪.১০/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৪,৪৯,৬০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৬-০৭-২০২৬ তারিখে **১১:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১১:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি ০৬-০৭-২০২৬ তারিখ ১১:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল সৌরভ দাস, পিতা- স্বপন কুমার দাস, সাং- আড়গোড়ী, সাঁকরাইল, হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ১২ ।০২।২০২৬ তারিখে সম্পাদিত রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০০৮২৮ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা আনন্দ রূপ চ্যাটার্জী, পিতা- দীপক চ্যাটার্জী দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন আড়গোড়ী মৌজায় জে. এল.- ২৭ নং ভুক্ত, এল, আর. ২৬০৯, ২৬১০, ২৬১১, ২৬১২, ২৬১৩, ২৬১৪, ২৬১৫, ২৬১৬ ও ২৬১৭ নং খতিয়ানে এল, আর. ১৮২৬ নং দাগে বাস্তু মোট ০৭.৪২৮৬ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির ০৪ নং বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ২০২৫ সালে South East Mehrauli (Delhi) রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ৫৩৭২ নং ভলুমে ২০২৫ /১০/ IV / ২৮৪৬ নং আমমোক্তারনামা এবং ০৫ নং বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ২০২৫ সালে Additional Registrar Of Assurances II, Kolkata রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ১৯০২১০৩৯৮ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতা দ্বয়ের পক্ষে লাভলী চ্যাটার্জী স্বামী- অনুপম কুমার চ্যাটার্জী মহাশয়কে এবং উক্ত সম্পত্তির ০৭ নং বিক্রেতা বিগত ইংরাজী-২০১৫ সালে আলিপুর সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ০০৫৩৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পার্থ ব্যানার্জী (চ্যাটার্জী) পিতা- অজিত কুমার ব্যানার্জী (চ্যাটার্জী), মহাশয়কে এবং উক্ত সম্পত্তির ০৯ নং বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ২০২৫ সালে হাওড়া-১ ডিঃ রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫০১০০২৫২ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে কৌশিক ব্যানার্জী, পিতা কমল ব্যানার্জী, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল, আর, ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

বিজ্ঞপ্তি
আমি বৃন্দাবন নস্কর পিতা- শৈল নস্কর ইছাপুর নিবাসী আমি কৃষ্ণ চন্দ্র বাগ দুর্য্যোধন বাগ পিতা - মহিত বাগ, মাকড়দহ অমিত দাস, সুজাতা দাস পিতা-লক্ষন দাসের ২০২৩ সালে ডোমজুড় রেজিস্ট্রি অফিস হইতে ৪০০৪৩৯ নং, এবং হাওড়া ২নং সাব রেজিস্ট্রি অফিস হইতে ২০২৩ সালে ৩০০৭০০ আমোক্তার নামা প্রাপ্ত-শ্রী- দুধকুমার বাগের নিকট হইতে ৪০১৯৭৪ /২৬ সালে ইছাপুর মৌজায় ৩০১ নং দাগে ৪০ শতক জমি ক্রয় করি, এবং নামখারিজের আবেদন করি যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে ডোমজুড় বি. এল. এন্ড.এল. আরও অফিসে যোগাযোগ করিতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী মিঠুন শর্মা চৌধুরী (পিতাঃ শ্রী মন মোহন শর্মা চৌধুরী ঠিকানাঃ ২৫, নবীনপল্লী, বেলঘরিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৫৬)-এর দুটি মূল 'দানপত্র' হারিয়ে গেছে। নথিভুক্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ ১) ০৭.১০.২০০২ তারিখের দানপত্রটি এ.ডি.এস.আর. কাশীপুর-দমদম অফিসে নিবন্ধিত এবং বুক নং-১, ভলিউম নং-১, পৃষ্ঠা ১২৫ থেকে ১৩০-এ ২০০৩ সালের ১৫ নম্বর দলিল হিসেবে নথিভুক্ত এবং ২) ০৮.০৫.২০১৮ তারিখের দানপত্রটি এ.ডি.এস.আর. বেলঘরিয়া অফিসে নিবন্ধিত এবং বুক নং-১, ভলিউম নং-১৫২৬-২০১৮, পৃষ্ঠা ৬৭৫১০ থেকে ৬৭৫৩০-এ ২০১৮ সালের ১৫২৬০২৬৬১ নম্বর দলিল হিসেবে নথিভুক্ত। এ বিষয়ে বেলঘরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে ১৭.০৫.২০২৬ তারিখে একটি জি.ডি.ই. নং ৮১৩ দায়ের করা হয়েছে। এই বিষয় সংক্রান্ত কোনো দাবি, অংশ, অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ থাকলে অথবা কোনো আপত্তি থাকলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এই তারিখ থেকে ১ দিনের মধ্যে উপযুক্ত নথিপত্রসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে তা জানাতে হবে। উক্ত সময়ের পরে কোনো দাবি থাকলে তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং পরবর্তীকালে কোনো দাবি আর গ্রাহ্য করা হবে না।
পল্লবী কর্মকার, আইনজীবী
ফোন নংঃ ৯০০৭৮২৪৯৫৭

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Assistant Engineer, Barasat Sub Division, PHE Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. WB/PHED/AE/BSD/NIeT-01/2026-27 & ID: 2026_PHED_1028191_1 to _27 for O & M of IEP,PWSS & others Maintenance Details will be available in the website www.wbtenders.gov.in. The last date for submission of tender is 25/06/2026 upto 14:00 Hours. Sd/- for Assistant Engineer, Barasat Sub Division, PHE Dte.
ICA- T10345(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED CORRIGENDUM No.1 OF e-NIT No- WBIW/EE-II/CD/e-NIT-02e/ 2026-27, SL. No.7, 10, 13 (Tender ID: 2026_IWD_1026570_7, 2026_IWD_1026570_10, 2026_IWD_1026570_13)
Document download end date, bid submission end date and Technical bid opening date for the works under SL. No. 07, 10, 13 of the above e-NIT has been extended to 22.06.2026 at 12:00 Noon, 22.06.2026 at 12:00 Noon and 23.06.2026 at 12:00 Noon instead of 15.06.2026 at 12:00 Noon, 15.06.2026 at 12:00 Noon and 16.06.2026 at 12:00 Noon. respectively. All other terms and conditions will remain unchanged. Sd/- Executive Engineer-II, Canals Division, I&W Directorate.
ICA- T10267(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
Corrigendum of NIeT No. WBPWD/SE/ SC/NIeT01/2026-2027. Circulated vide memo no. 511 (W) dt. 15.06.2025 for the work Permanent road restoration works of different stretches under AMRUT-2 Project in the district of South 24Parganas during the year 2025-26 the road names are : 2) Kamarpole to Kalicharanpur Road 3) Fatepur-Falta Road (Tender ID : 2026_WBPWD _5014264_2 & 3) Estimated Amount : 2) Rs. 14834857.00 3) Rs. 16694800.00 respectively. Bid submission closing (online) extended upto 23.06.2026 at 1:00 P.M. Sd/- Superintending Engineer, Southern Circle, PWD.
ICA- T10296(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
WBIW/EE/MED/e-NIT-03/2026-2027
On behalf of the Governor of West Bengal, it is to inform that last date of bid submission & opening has changed through corrigendum in connection with the above mentioned e-NIT under Metropolitan Electrical Division, I & W Dte., Govt. of West Bengal. Bid Submission End Date: 23.06.2026 at 10:00 A.M. Other details will be available from the notice board of office of the undersigned on working days and also from website https://iwd.wb.gov.in and https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Metropolitan Electrical Division, Jalasampad Bhawan (4th floor), Bidhannagar, Salt Lake City, Kolkata-91
ICA- T10263(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/PWD/HCSD-I, invites e-Tender for NIeT-04/AE/HCSD-I/PWD of 2026-2027 Tender ID :2026_WBPWD_5015527_1. 2026_WBPWD_5015527_2. 2026_WBPWD_5015527_3. Bid submission start date (online) : 16.06.2026 from 10:00 A.M. Bid Submission closing date (online) : 30.06.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIeT and Tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/-Assistant Engineer, PWD Haldia Construction Sub Division No.I.
ICA- T10318(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
HALDIA DEVELOPMENT AUTHORITY
City Centre, P.O. Debhog, Haldia
Dist. Purba Medinipur, PIN-721657
Toll Free No. 1800-345-3224
NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 08/HDA/EC-ELECT/2026-27
Online (E-Tender) tender in a two bid system is hereby invited for **"SUPPLY & DELIVERY OF LED STREET LIGHTS FOR NH-116 FROM CITY CENTER MORH TO BRAJALALCHAK MORH UNDER HALDIA MUNICIPALITY." Estimated Cost of work :** Rs. 4,77,664/- **Document downloading date :** from 17.06.2026 to 24.06.2026. **Date of bid submission :** from 20.06.2026 to 24.06.2026. For detailed information and further update kindly visit the office and/or the website of HDA: www.hda.gov.in E-Tender can be submitted through: www.wbtenders.gov.in Sd/- Chief Executive Officer, HDA.
ICA- T10256(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-tenders are invited by the Commissioner of Police Kolkata for **1)** "2nd Call for Necessary ceiling, beams repairing, wall plastering and painting of toilet block from Ground Floor to 3rd Floor of Barrack No.-05 under 6th Bn., KAP within Alipur Body Guard Line, Kolkata-700027, during the year 2026-2027." **2)** "3rd Call for Necessary construction of roof shed with new iron structure along with colour coated steel sheet and side covering around the shed by iron frame work with G.I. sheet etc. work for Mess with Kitchen on the roof top of Madhabpur Police Station, Kolkata Police under Bhangar Division, during the year 2026-2027." **3)** "3rd Call for Emergent repair of road with Bituminous Premix-Seal coat over 75mm (Av) compacted Jhama W.B.M. within the premises of 4th Battalion PHE, Salt Lake, during the year 2026-2027." The last date for submission of the e-tenders is 25/06/2026 up to 12:00 hours. The NIT Document and other details will be available in the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- for Commissioner of Police, Kolkata.
ICA- T10285(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD e-NIA
Executive Engineer (Agri-Mechanical), Kalyani (Agri-Mechanical) Division, WRI& DD invites e-tender for following Works- Repair, Modification works & Internal Wiring, Misc. electrical works inside the office Establishment of Kalyani (Agri-Mechanical) Division, Tender Amount – Rs. 4,31,581.00, vide e-NIT No- 04 (SI.No.-1)/2026-2027, **Tender ID- 2026_WRDD_1028200_1.** Last dropping date & time is **25.06.2026 up to 11 A.M.** Intending bidders are requested to visit the website https://etender.wb.nic.in for details.
Sd/-
Executive Engineer (Agri-Mechanical),
Kalyani (Agri-Mechanical) Division.
ICA- T10261(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI& DD.e-NIT
e-Tender has been invited against WBWRDD/ EEAM/BDN/eNIT-01(Sl No 01-05) /NP/2026-27 by the Executive Engineer (Agri- Mech), Burdwan (Agri-Mech) Division for Repairing and Rewinding of Electro Motor under different Sub-Division in the district of Purba and Paschim Bardhaman under the Executive Engineer (A-M), Burdwan (A-M) Division against estimated amount Rs 206015, Rs 309701, Rs 240993, Rs 369892 & Rs 249878 under Non Plan F.Y- 2026-27, vide **e- Tender Id. 2026_WRDD_1028190_1,2,3,4,5** Last date & time of application is **23/06/26 up to 17:00 Hrs.** Other details may also be seen from the office notice board & in https://www.wbtenders.gov.in website. Corrigendum if any will be published inwebsite only.
Sd/-
Executive Engineer (Agri-Mech)
Burdwan (Agri-Mech) Division
ICA- T10339(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING QUOTATION
Annual Maintenance of Electrical installation of whole system at Maulana Abul kalam Azab Bhawan - Replacement of Drives for 02(two) nos. (G+7), 08 (eight) Passenger (OTIS) make Lifts. Tender No: AE/BESD-I/e-NIQ-06/26-27_2nd Call & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5015546_1. Document Download Closing Date- 29.06.2026 up to 12.00 p.m. Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Bidhannagar Electrical Sub-Division-I
ICA- T10335(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
Assistant Engineer (PWD), Durgapur Sub Division invites online tender for the work. "Restoration work for laying of UG cable by WBSEDCL from Shankarpur 33/11 kV Substation (0.00 km) to Bankola IPCL Substation(1.00 km) at Right Side of Ukhra -Haripur Road under Asansol Division, P.W.D in the district of Paschim Bardhaman." NIET No.: 03 of 2026-2027 of AE/PWD/Durgapur Sub-Division. Tender ID:2026_WBPWD_5015520_1. Bid submission start date & time (Online): 16.06.2026 from 11.00 A.M. Bid Submission Last date & time (Online): 25.06.2026 upto 11.00 A.M. Corrigendum if any will be published in Notice Board /website only. Details of NIET & Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- AE, PWD, DGP SD, GOVT OF WB
ICA- T10320(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATION NOTICE
DATE CORRIGENDUM
EE/BSHD/P.W.(Roads) Dte invites online e-Quotation for the work of :- "Conducting Classified Traffic Volume count (CTVC) using mobile automatic traffic count and classifier (ATCC) survey supported by Videography as per below schedule for Hare Krishna Konar Setu at Jamalpur over river Damodar at 10th km of Raina-Jamalpur Road, (MDR) in the district of Purba Bardhaman and submission of report in both hard copy (2x6 copies) & soft copy as specified in concerned NIQ. as per the particulars given and as per terms & conditions mentioned. i) For Peak period 7days (7x24 hours) & ii) For Non-Peak period: 7days (7x24 hours)." e-NIQ No 02 of 2026-27. Tr. ID. 2026_WBPWD_5014731_1, Bid submission Start Date (online): 06.06.2026 at 2.00 PM. Bid submission closing Date (online):29.06.2026 at 2.00 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ and Tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in Sd/-EE/BSHD/P.W.(Roads)Dte.
ICA- T10311(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD NOTICE INVITING TENDER
Tender ID: 2025_WBPWD_5015510_1. Sealed Tenders are invited for one number work vide e_NIT-15/25-26, A.E, Barasat Highway Sub-Divn, P.W (Roads) Directorate vide Office Memo No.321 /T-1 of Dated 15-06-2026.Bid submission Starting date 18/06/2026 from 09.00AM. Ending date 25/06/2026 at 11.00 AM. For any other queries please contact with below mentioned office at any working days: Office of the Assistant Engineer Barasat Highway Sub-Division, P.W (Roads) Directorate 123, Jessore Road, Champadali More, Kolkata-700124. Cell: 9002677444. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T & Tender documents may be downloaded from - http://wbtenders.gov.in Sd/-A.E, Barasat Hwy Sub-Divn, P.W (Roads) Directorate.
ICA- T10314(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIQ No. WBPWD/AE/DESD/eNIQ-01/2026-27, Tender Id's: 2026_WBPWD_5015501_1. Bid submission start date (online): 19-06-2026 from 10.00 a.m. Bid submission closing date (online): 25-06-2026 up to 4.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T / N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.D., Durgapur Electrical Sub-Division
ICA- T10298(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIQ and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 25/06/26 upto 12.00 Noon instead of 15/06/26 at 12.00 Noon and bid opening date will be on 29/06/26 at 12.00 Noon instead of 17/06/26 at 12.00 Noon for "Addition and alteration of existing Electrical Installation for Up-gradation as PWD Standard of Bijoygarh State General Hospital, South 24 Parganas ---- SITC of Air Conditioning System" vide Tender ID - 2026_WBPWD_5014601_1 invited by the E.E.-II, KSHED, PWDte. All documents can be seen / obtained from the websites- tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-II, Kolkata South Health Electrical Division, PWDte.
ICA- T10331(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE Asansol Construction Sub-Division, P.W.D. invite online e-tender NIT No. 01 OF 2026-27 for the work of i) Baraka-Purulia Road Netaji Setu & Approach from 6.00 to 6.50 km patch repairing in stretches for pre monsoon work under within the jurisdiction of Asansol Construction Sub-Division under Asansol Division P.W.D. in the dist. of Paschim Bardhaman during the year 2026-27. Estimated Amount :- Rs. 3,70,625.00. **Tender Id :- 2026_WBPWD_5015521_1.** Bid submission Start date (Online) :- 22.06.2026 at 13:30 P.M. Bid submission closing date (Online) :- 06.07.2026 at 16:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender Documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- AE/ASN/CONSTRUCTION/S-DIVN/PWD.
ICA- T10322(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

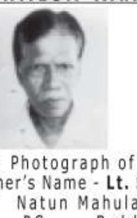

This is the Photograph of **Manik Hazra,** Father's Name - **Lt. Sudhir Hazra**, of Natun Mahula, PO - Mahula, PS - Beldanga, Murshidabad, who has been missing Since 16.06.2023, at about 17.30 hrs, Residence under Beldanga PS, Description of this missing person is: **Age** - 59 Years, **Complexion** - Sallow, **Height** - 5 Feet, **Wearing** - Black fullpant, brown T-Shirt, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120
ICA- D868(3)/2026

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অর্থনৈতিক অপরাধ অধিদফতর
৫নং, কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট
কলিকাতা- ৭০০০০১
বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু ক্ষমতাধর কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে যেগুলি মেসার্স ''স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এমপ্লয়ীজ কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড (Steel Authority of India Employees Cooperative Credit Society Ltd." এর নিবন্ধিত কার্য্যালয় ১২, চারু চন্দ্র প্লেস (ইস্ট), কোলকাতা ৭০০০৩৩ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবস্থিত কোম্পানীর অফিসগুলির তথ্যে জানা যায় যে রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের আমানত যেমন ডিপোজিট, ডিবেঞ্চার ইত্যাদির মাধ্যমে গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন উদ্যোগ স্থাপন করে তহবিল সংগ্রহ করেছে;

এবং উক্ত কোম্পানী দ্বারা যেহেতু একটি বৃহৎ সংখ্যক লোকদের দেওয়া প্রতিশ্রুত আমানত ফেরত দিতে অস্বীকার করা হয়েছে;

এবং উক্ত কোম্পানীর ডিপোজিটগুলি আমানতকারী, এজেন্ট বা অন্যান্যদের ফেরত দেওয়ার ব্যর্থতার কারনে উক্ত কোম্পানীর কর্মচারী, এজেন্ট, আমানতকারীদের কাছ থেকে অনেকগুলি অভিযোগ পাওয়া গেছে;

এখন, এইভাবে, আমানতকারী, সুরক্ষিত ঋণদাতাদের বা অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যারা কোম্পানীর কাছে এই অর্থ জমা দিয়েছিল, তদানুসারে, নিম্নোক্ত প্রোফর্মাটি অর্থনৈতিক অপরাধ অধিদফতর, ৫, কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১ (Directorate of Economic Officnces, 5, Council House Street, Kolkata - 700001) -এ এই নোটিশ প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ডাকযোগে জমা দিতে হবে।

বিবৃতির প্রোফর্মা

[এই কোম্পানীর সমস্ত বিনিয়োগকারী (Depositors)/সুরক্ষিত পাওনাদার (Secured Creditors)/অন্যান্য ভুক্তভোগী ব্যক্তির (Other Affected Persons) দ্বারা নিম্নলিখিত প্রোফর্মাটি পূরন করতে হবে।]

১. বিনিয়োগকারী (Depositors)/সুরক্ষিত পাওনাদার (Secured Creditors)/অন্যান্য ভুক্তভোগী (Other Affected Persons) ব্যক্তিদের নাম (বড় হরফে/Block Letters) :-	
২. বিনিয়োগকারীদের (Depositors)/সুরক্ষিত পাওনাদার (Secured Creditors)/অন্যান্য ভুক্তভোগী (Other Affected Persons) ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ ঠিকানা পিনকোড নম্বর সহ (বড় হরফে/Block Letters) :-	
৩. এস.টি.ডি. কোড সহ টেলিফোন নম্বর এবং ইমেল আইডি (যদি থাকে)	
৪. পরিচয়পত্রের প্রমাণপত্র (প্যান কার্ড/আধার কার্ড ইত্যাদি)। [আইডি কার্ডটি সরকারি এবং ছবি ভিত্তিক হতে হবে। বিনিয়োগের পরিমাণ ৫০,০০০ টাকার বেশী হলে প্যান কার্ড নম্বর আবশ্যিক।]	
৫. (ক সার্টিফিকেট নম্বর (Certificate Number)/ আমানতকারীদের আই. ডি. নম্বর (Depositors ID Number) / এজেন্টের নাম, ঠিকানা এবং যোগাযোগ নম্বর সহ অন্যান্য কাগজ পত্র (Any Other Documents with Name of the Agent) যদি থাকে (If Any) এবং জমা করা টাকার পরিমাণ (Amount Deposited) :- (একাধিক হলে, ঘর বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং (ক) অনুসারে বিশদ বিবরণ দিতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত পাতা সংযোজন করা যেতে পারে।) [বিনিয়োগকারী তাহার আবেদনের সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটের নিজ স্বাক্ষরিত ফটোকপি (Self Attested Copy) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের (Other Relevant Documents) সাথে সংযোজিত করতে হবে]	
৬. কোম্পানীতে জমা দেওয়া টাকার মোট পরিমাণ :-	
৭. (ক) ব্যাঙ্কের নাম, শাখা, আকাউন্ট আধিগ্রহনকারীর নাম :-	
৭. (খ) আকাউন্ট (A/C) নম্বর, আই. এফ. এস. সি (IFSC) কোড :- (পাস বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠার নিজ স্বাক্ষরিত ফটোকপি বা আমানতকারীর ব্যাঙ্ক আকাউন্টের বাতিল চেক সংযুক্ত করতে হবে।)	

সংযোজিত প্রতিলিপি (Enclosures) / সার্টিফিকেটের সাপেক্ষের কাগজপত্রের (Supportive Documents) সংযোজিত কপি :-
১.
২.
৩.
তারিখঃ-
স্থানঃ-

বিনিয়োগকারী (Depositers)/ সুরক্ষিত পাওনাদার (Secured Creditors)/ অন্যান্য ভুক্তভোগী (Other Affected Persons) ব্যক্তিদের পূর্ণস্বাক্ষর

বি.দ্র.-
১. শুধুমাত্র নিজ স্বাক্ষরকৃত নথিগুলির ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে। এই পর্যায়ে Original নথি জমা দিতে হবে না।
২. এই ফর্ম এবং উপরের নথির অনুলিপি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অপরাধ অধিদফতর, ৫, কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ এ পোস্ট করে পাঠাতে হবে। হাতে হাতে কোন নথি জমা নেওয়া হবে না।
৩. নির্ধারিত তারিখের পরে কোনও আবেদনপত্র বা নথি গৃহীত হবেনা।
৪. জমাকৃত কোম্পানির নাম খামের ওপর লিখতে হবে।

ICA- N 155(3)/2026

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

বর্ষা এলেও বৃষ্টি উধাও! উপগ্রহচিত্রে ধরা পড়ল অস্বাভাবিক ছবি, মৌসুমি বায়ুর পথ রুখে ‘ভিলেন’ পশ্চিমা বায়ু

ক্যালেন্ডার বলছে বর্ষা এসে গিয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের নথিতেও দেশের বিস্তীর্ণ অংশে মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ সম্পূর্ণ। কিন্তু বাস্তব চিত্র যেন একেবারেই উল্টো। আকাশে নেই বর্ষার চেনা মেঘের আনাগোনা, নেই টানা বৃষ্টির শব্দ। বরং দেশের বহু প্রান্তে বাড়ছে গরম ও অস্বস্তি। সাম্প্রতিক উপগ্রহচিত্রে ধরা পড়া দৃশ্য আবহবিদদের কপালে নতুন করে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। প্রশ্ন উঠছে-বর্ষা যখন এসেছে, তখন বৃষ্টি কোথায়?আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে এখন এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে বর্ষা কার্যত কাগজে-কলমে উপস্থিত থাকলেও তার প্রভাব অনুভূত হচ্ছে না। বর্ষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ঘন মেঘের বিস্তার এবং নিয়মিত বৃষ্টিপাত। কিন্তু চলতি মৌসুমে সেই চিত্র কার্যত অনুপস্থিত। পরিসংখ্যানও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ৪ জুন থেকে ১৫ জুনের মধ্যে দেশে স্বাভাবিকভাবে প্রায় ৫৩.৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে এই সময়ে বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ১৯.২ মিলিমিটার। অর্থাৎ স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৬৪ শতাংশ বৃষ্টির ঘাটতি দেখা দিয়েছে। মৌসুমি বৃষ্টির শুরুতেই এমন বড় ঘাটতি কৃষি, জলসম্পদ এবং সামগ্রিক আবহাওয়া পরিস্থিতির জন্য উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।দেশের মধ্য, পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে এই ঘাটতির প্রভাব স্পষ্ট। বর্ষা ঢুকে পড়লেও বৃষ্টির দেখা মিলছে না। উল্টে আর্দ্রতার কারণে গরমের অস্বস্তি আরও বেড়ে গেছে। অনেক এলাকায় দিনের তাপমাত্রা খুব বেশি না হলেও বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ

বেড়ে যাওয়ায় মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে। পরিস্থিতি এমন যে, অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন-এ কি সত্যিই বর্ষাকাল?এই উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে ১৫ জুনের উপগ্রহচিত্র। সাধারণত জুনের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের আকাশের বড় অংশজুড়ে বর্ষার মেঘ দেখা যায়। কিন্তু সাম্প্রতিক স্যাটেলাইট ছবিতে দেশের অধিকাংশ অঞ্চলই প্রায় মেঘহীন দেখা গিয়েছে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আকাশ পরিষ্কার এবং শুষ্ক অবস্থায় রয়েছে। ফলে আগামী কয়েক দিনে বড় ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও সীমিত বলে মনে করছেন আবহবিদরা।তবে ব্যতিক্রম রয়েছে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল। উপগ্রহচিত্রে দেখা গিয়েছে, হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চল এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের আকাশে যথেষ্ট মেঘের উপস্থিতি রয়েছে। সেই কারণেই ওই অঞ্চলে নিয়মিত বৃষ্টিপাত হচ্ছে। একই সঙ্গে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশেও কিছু মেঘের ঘনত্ব লক্ষ্য করা গিয়েছে। কিন্তু দেশের বাকি বড় অংশে বর্ষার সক্রিয়তা কার্যত অনুপস্থিত।সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, জলীয় বাষ্পের কোনও অভাব নেই। সাধারণত বৃষ্টি কম হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে জলীয় বাষ্পের ঘাটতির কথা বলা হয়। কিন্তু এবার সেই সমস্যা নেই। আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগর-দুই জলভাগ থেকেই প্রচুর পরিমাণে আর্দ্রতা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে। অর্থা১ বৃষ্টি তৈরির প্রাথমিক উপাদান উপস্থিত রয়েছে। তা সত্ত্বেও কেন মেঘ তৈরি হচ্ছে না এবং কেন বৃষ্টি নামছে না, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আবহবিদরা নজর দিচ্ছেন বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরের দিকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সমস্যার মূল কারণ লুকিয়ে রয়েছে ভূপৃষ্ঠ থেকে কয়েক কিলোমিটার উপরের বায়ুমণ্ডলে। সেখানে সক্রিয় রয়েছে শক্তিশালী পশ্চিমা বায়ুপ্রবাহ, যা বর্তমানে তার স্বাভাবিক অবস্থানের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষিণে অবস্থান করছে। এই অস্বাভাবিক অবস্থানই বর্ষার স্বাভাবিক অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে। আবহবিদরা জানাচ্ছেন, ভারতের মৌসুমি বায়ুর সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে পূর্বমুখী বায়ুপ্রবাহের উপর। এই বায়ুপ্রবাহই বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগর থেকে জলীয় বাষ্প বহন করে নিয়ে আসে এবং বায়ুমণ্ডলে মেঘ তৈরির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। কিন্তু বর্তমানে দক্ষিণে নেমে আসা পশ্চিমা বায়ু সেই পূর্বমুখী বায়ুপ্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করছে। ফলে আর্দ্রতা থাকলেও তা যথাযথভাবে সংগঠিত হয়ে বৃষ্টিবাহী মেঘে পরিণত হতে পারছে না।সহজ ভাষায় বলতে গেলে, বৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ‘ থাকলেও ’ ঠিকমতো কাজ করছে না। ফলে বর্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি হওয়ার আগেই বায়ুমণ্ডলীয় প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। এর ফলেই দেশের বড় অংশে মেঘহীন আকাশ এবং বৃষ্টিহীন বর্ষার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।তবে আশার খবরও রয়েছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা কম। আগামী সপ্তাহের শেষভাগে পশ্চিমা বায়ুর শক্তি কিছুটা কমতে পারে এবং তা ধীরে ধীরে উত্তর দিকে সরে যেতে পারে। যদি সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে পূর্বমুখী মৌসুমি বায়ু আবার সক্রিয় হয়ে উঠবে। এর ফলে মেঘ গঠন বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বাড়তে পারে। এখন দেশের কৃষক থেকে সাধারণ মানুষ-সকলের নজর আকাশের দিকে। কারণ বর্ষা শুধু ঋতু নয়, ভারতের অর্থনীতি, কৃষি এবং দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই বর্ষার এই অস্বাভাবিক আচরণ নিয়ে উদ্বেগ বাড়লেও আবহবিদরা আশাবাদী যে খুব শীঘ্রই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে এবং প্রকৃতি আবার তার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে।

অম্বুবাচী মেলা ২০২৬-এর জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ১৬ জুনঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গুয়াহাটির পবিত্র কামাখ্যা মন্দিরে ২২ থেকে ২৫ জুন ২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক অম্বুবাচী মেলায় আসা হাজার হাজার ভক্তের জন্য সুগম, সুরক্ষিত ও আরামদায়ক যাত্রার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। মেলার সময় যাত্রীদের ব্যাপক সমাগমের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এর মধ্যে স্পেশাল ট্রেন চালানো, ২৪ ঘণ্টা টিকিট কাটার সুবিধা, অতিরিক্ত রেলওয়ে ও সুরক্ষা কর্মী মোতায়েন, সহায়তা কেন্দ্র ও অনুসন্ধান কাউন্টার স্থাপন এবং তীর্থযাত্রীদের জন্য খাবারের প্যাকেট ও পানীয় জল বিতরণ রয়েছে। এই আয়োজনগুলির লক্ষ্য অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় ভক্তদের নির্বিঘ্ন চলাচল, যাত্রী ভিারে ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা। তীর্থযাত্রীদের সম্ভাব্য ভিারে প্রতি লক্ষ রেখে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তিনটি স্পেশাল অসংরক্ষিত ট্রেন পরিষেবা চালু করছে। প্রায় ৫০টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচসহ এই তিনটি ট্রেন কামাখ্যার সাথে অসম ও উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে। এছাড়াও, মেলার সময় যাত্রী পরিবহনের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন নিয়মিত যাত্রীবাহী ট্রেনে সাময়িকভাবে ১১টি অতিরিক্ত সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির কোচ সংযুক্ত করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থার অংশ হিসেবে, ট্রেন নং. ০৫৬৬১ কামাখ্যা-আলিপুরদুয়ার জংশন ওয়ান-ওয়ে স্পেশাল ট্রেন ১৯ জুন ২০২৬ তারিখে কামাখ্যা থেকে রওনা হবে এবং পরের দিন আলিপুরদুয়ার পৌঁছাবে। এছাাও, ট্রেন নং, ০৫৪৪৪০৫৪৪৫ আলিপুরদুয়ার-কামাখ্যা-আলিপুরদুয়ার স্পেশাল ট্রেন ২০ থেকে ২২ জুন এবং ২৪ থেকে ২৭ জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রতিদিন চলাচল করবে, যার ফলে মেলার সময় অসম ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে। এছাাও, ট্রেন নং. ০৫৭৮০ নিউ জলপাইগুড়ী-কামাখ্যা স্পেশাল ট্রেন ২০ ও ২৭ জুন ২০২৬ তারিখে এবং ট্রেন নং, ০৫৭৭৯ কামাখ্যা-নিউ জলপাইগুড়ী স্পেশাল ট্রেন ২১ ও ২৮ জুন ২০২৬ তারিখে চলবে। যার ফলে পবিত্র তীর্থস্থান দর্শনে ইচ্ছুক ভক্তদের যাতায়াতের জন্য অতিরিক্ত বিকল্প তৈরি হবে। টিকিট কাটার সুবিধার জন্য, কামাখ্যা ও গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে ২৪ ঘণ্টাই অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার চালু রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মেলার সময় তীর্থযাত্রীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, তথ্য ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র ও অনুসন্ধান কাউন্টারও স্থাপন করা হচ্ছে।

‘আগেরজন পর্যটক হয়ে আসতেন

১-র পাতার পর- পাহাড়ের সমস্ত মহিলারাও যাতে দ্রুত এই প্রকল্পে নাম লিখিয়ে ফেলেন সেই অনুরোধ করেন শুভেন্দু। ভেরিফিকেশন শেষে দ্রুত সকলের অ্যাকাউন্টে টাকাও পৌঁছে যাবে বলে জানিয়ে দিলেন। এদিন মঞ্চ থেকে শুভেন্দু বলেন, ‘‘সরকারের সমাজ কল্যাণমূলক প্রকল্পে আপনারা সকলে নিজেদের নাম লিখিয়ে ফেলুন। পাহাড়ের সমস্ত বাড়িতে গিয়ে প্রত্যেক মা বোন দিদিদের ফর্ম ফিলাপ হবে। আপনাদের প্রিয় ভাষাতেই হবে। ডিবিটি-র মাধ্যমে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকাও চলে আসবে।’’ এর আগে ৩ জুন ২৮ লাখ মানুষের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয়েছে। এদিন সেই তথ্য তুলে ধরতে গিয়েই শুভেন্দু বলেন, ‘‘১ কোটি ৩ লক্ষ অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই হয়ে গিয়েছে। যা বাকি আছে আমাদের বিধায়করা সমস্ত গ্রাম, ওয়ার্ডে গিয়ে সমস্ত দিদি-বোনেরা যাতে মোদিজির এই গ্যারেন্টির সুবিধা পাচ্ছে তা দেখবে। পাশাপাশি ১ জুলাই থেকে রাজ্যে ১২৫ দিনের কাজও যে শুরু হচ্ছে তাও এদিন জানান শুভেন্দু। ফের একবার রাজ্যবাসীর প্রতি নিজের দায়বদ্ধতা বোঝা গিয়ে বলেন, ‘‘যা বলব ভেবে বলব। যা বলব সেই কাজই আমি করব। আমার সরকার করবে। বিজেপির সরকার করবে।’’

কালীঘাটের বাড়ি গিয়ে মাপজোক পুরকর্তাদের

১-র পাতার পর-এর আগে হরিশ মুখার্জি স্ট্রিটে তৃণমূল সাংসদের ‘শান্তিনিকেতন’ বাসভবনের কিছু অংশে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে কলকাতা পুরসভার নোটিস পাঠিয়েছিল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তার বিস্তারিত নকশা চেয়ে পাঠানো হয়। তা পুরসভায় জমা দিতে বেশ খানিকটা সময় চেয়ে নিয়েছিলে অভিষেক। এদিন সেখানেও যান আধিকারিকরা। পরে ১২১, কালীঘাট রোড অর্থাৎ পটুয়াপাড়ার বাড়ি নিয়েও পুরসভার সংশয় থাকায় এদিন মাপজোক হল বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু মালিকের অনুপস্থিতিতে এভাবে পুরসভার অভিযান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

আকাশে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাঃ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান ভেঙে পড়ে নিহত ৮, তদন্ত শুরু

১৬ জুন ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বি-৫২ স্ট্রাটোফরট্রেস বোমারু বিমান সামরিক অভিযানের সময় বিধ্বস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। এই দুর্ঘটনায় বিমানে থাকা আটজন সামরিক সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটির কারণ অনুসন্ধানে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ। প্রতিরক্ষা সূত্রের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, দীর্ঘপাল্লার এই কৌশলগত বোমারু বিমানটি কী কারণে ভেঙে পড়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিমান নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ এবং সামরিক তদন্তকারীরা দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ধারণে কাজ শুরু করেছেন। মার্কিন বিমানবাহিনীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক যুদ্ধবিমান হওয়ায় ঘটনাটি প্রতিরক্ষা মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিমানটি একটি নিয়মিত অপারেশনাল মিশনে অংশ নিয়েছিল। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জরুরি উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন যে বিমানে থাকা আটজন ক্রু সদস্যের কেউই জীবিত ছিলেন না। নিহতদের পরিচয় এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি, কারণ তাদের পরিবারের সদস্যদের আগে অবহিত করা হবে। বি-৫২ স্ট্রাটোফরট্রেস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘপাল্লার ভারী বোমারু বিমান, যা কয়েক দশক ধরে দেশটির কৌশলগত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার বহন এবং আন্ত ঃ মহাদেশীয় দূরত্ব অতিক্রম করার সক্ষমতার জন্য বিমানটি সুপরিচিত। আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে কার্যকারিতা বজায় রাখতে বিমানটিতে সময়ে সময়ে একাধিক প্রযুক্তিগত উন্নয়নও করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে সম্ভাব্য কয়েকটি কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে যান্ত্রিক ত্রুটি, প্রতিকূল আবহাওয়া এবং উড্ডয়নের সময় কোনো প্রযুক্তিগত অস্বাভাবিকতা। সামরিক বিমান বিশেষজ্ঞ ও নিরাপত্তা তদন্তকারীরা বিমানের শেষ মুহূর্তগুলোর ঘটনাক্রম পুনর্গঠনের চেষ্টা করছেন। প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা এই ঘটনাকে ‘ শোকাবহ ট্র্যাজেডি’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

সর্বদলীয় বৈঠকে নতুন বিতর্ক!

সৈকত দাস, কলকাতা, ১৬ জুন ঃ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বাজেট অধিবেশন শুরু হতে চলেছে আগামী ১৮ জুন। তার আগে মঙ্গলবার বিধানসভায় অনুষ্ঠিত হলো সর্বদলীয় বৈঠক। সাধারণত অধিবেশনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তবে এবারের বৈঠক রাজনৈতিক দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ বৈঠকে আমন্ত্রণ এবং প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি ঘিরে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।এদিনের বৈঠকে সরকার পক্ষের বিধায়কদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা। কিন্তু আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমীকরণ। অভিযোগ, বিধানসভায় বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও বালিগঞ্জের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং বেলেঘাটার বিধায়ক কুনাল ঘোষকে সর্বদলীয় বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। অন্যদিকে, রাজনৈতিক মহলে যাঁদের তৃণমূলের ‘বিদ্রোহী বা ‘নব্য শিবির হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে, সেই গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদেরই বৈঠকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সূত্রের খবর, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরের মোট ৫৮ জন বিধায়ককে এই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তাঁদের মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ঘটনায় স্পষ্ট হয়েছে যে রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিরোধী রাজনীতির ভিতরে নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। বিধানসভার ভেতরে কারা প্রকৃত বিরোধী শক্তি এবং কোন গোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

নিউ আলিপুর থানায় নয়া এফআইআর স্বরূপের বিরুদ্ধে

১-র পাতার পর-ধরনের বিষয়ে অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কোনও এক্তিয়ার বা ক্ষমতা নেই। এই সমস্ত বিষয় এবং প্রয়োজনীয় পারমিশনের দেখভাল করেন খোদ স্বরূপ বিশ্বাস। কাউন্সিলরের কথামতো ওই মহিলা এরপর স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অভিযোগকারিণীর দাবি, প্রয়োজনীয় অনুমতি এবং সমস্ত কাগজপত্রের প্রসেসিং-এর জন্য যখন তিনি স্বরূপ বিশ্বাসের মুখোমুখি হন, তখন স্বরূপ তাঁর কাছে আকাশছোঁয়া টাকার অঙ্ক দাবি করেন। অভিযোগ, একটি ফুড কার্টের অনুমতির জন্য স্বরূপ বিশ্বাস ওই মহিলার কাছে নগদ ৮০ লক্ষ টাকা দাবি করেন। শুধু বিপুল অঙ্কের টাকা চাওয়াই নয়, একই সঙ্গে স্বরূপ বিশ্বাস ওই মহিলাকে নিউ আলিপুরের ক্লাব ‘সুরুচি সংঘে’ একান্তে দেখা করার নির্দেশ দেন। অভিযোগপত্রে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, সুরুচি সংঘে ডেকে ওই মহিলাকে কুপ্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং ‘ব্যক্তিগত অনুগ্রহ’ বা পার্সোনাল ফেভার চাওয়া হয়েছিল। এই মারাত্মক অভিযোগ পাওয়ার পরই নিউ আলিপুর থানার পুলিশ নড়েচড়ে বসে। পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযোগের বিষয়ে একটি প্রাথমিক ও বিস্তারিত অনুসন্ধান চালানো হয়। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় পুলিশ মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত নেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৪ জুন ২০২৬ তারিখে স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নিউ আলিপুর থানায় কেস নথিভুক্ত করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-র বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মহিলার শালীনতাহানিকুপ্রস্তাব সংক্রান্ত এবং তোলাবাজির ধারা। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই নতুন এফআইআর-এর ফলে স্বরূপ বিশ্বাসের ওপর আইনি চাপ আরও বহুগুণ বেড়ে গেল।

কলকাতা হাইকোর্টে ফের ইলেকশন পিটিশন

১-র পাতার পর- মামলার ওপর কোনও অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেনি। তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে প্রবীণ আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে জোরালো প্রশ্ন তোলেন যে, কোন নিয়মে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে তড়িঘড়ি স্বীকৃতি দেওয়া হল? এর স্বপক্ষে সুনির্দিষ্ট যুক্তি খাড়া করে তিনি অবিলম্বে বিধানসভার অধ্যক্ষের ওই সিদ্ধান্তের ওপর স্থগিতাদেশ জারির দাবি জানান। যদিও মামলার শুনানি পর্বে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র আপত্তি ও বিরোধিতা জানান রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য। আজ দুপুর তিনটেয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে এই মামলার দ্বিতীয় দফার শুনানি শুরু হতে চলেছে। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধী দলনেতা পদের ভবিষ্যৎ আজ কোন দিকে ঘোরে, তার আগেই মূলত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছন হাইকোর্টে। এই মামলার রায়ের ওপর আগামী দিনে রাজ্য বিধানসভার অন্দরের সমীকরণ অনেকটাই নির্ভর করছে।

তদন্তের নির্দেশ কলকাতা পৌরনিগমের কমিশনারের

১-র পাতার পর- ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতেন। জানিয়ে দিতেন, আমরা উপভোক্তাদের ত্রাণসামগ্রী দিয়েছি। এবার দেখা যাচ্ছে, ইউসি দেওয়ার পরও ত্রাণ সামগ্রী উপভোক্তাদের দেওয়া হয়নি। সেটা রাখা আছে। যে কারণে আমি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছি। তদন্ত হবে। কেন এগুলো রয়ে গিয়েছিল, কেন এগুলো ব্যবহার হয়নি এবং ওয়ার্ড অফিসগুলো কী কারণে ব্যবহার হচ্ছে, সেগুলো দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’’ খতিয়ে দেখার পর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘‘যেখানে যেখানে পাওয়া যাবে, সেইমতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’’ কয়েদিন আগেই পৌরনিগমের লক্ষ লক্ষ নীল ও সবুজ বালতি পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণ কলকাতার বেহালা ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডের রায়বাহাদুর রোড সংলগ্ন একটি কোম্পানির পরিত্যক্ত জমি থেকে। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই জমির ভিতরে বিপুল পরিমাণ বালতি মজুত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন। ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর কৃষ্ণা সিংয়ের বিরুদ্ধে বালতি চুরির অভিযোগ তোলে বিজেপি।

দুই জোড়া ট্রেন বাতিল

উত্তর পশ্চিম রেলওয়ের জয়পুর ডিভিশনের মণ্ডাওয়ারিয়া-কিষাণগড় মেন লাইন শাখায় ব্রিজ নং-২৯২-তে আরসিসি বক্স দ্বারা স্টোন স্ল্যাব প্রতিস্থাপন করতে, **২৫.১০.২০২৬ তারিখে (রবিবার) ১১ ঘণ্টা ০৫ মিনিটের (০৮.১৫ ঘঃ থেকে ১৯.২০ ঘঃ পর্যন্ত) ব্লকের** প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি **বাতিল** থাকবেঃ

(১) **১২৯৮৮ আজমেঢ়-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.১০.২০২৬),
(২) **১২৯৮৭ শিয়ালদহ-আজমেঢ় এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.১০.২০২৬),
(৩) **১৯৬০৩ দৌরাই-গোড্ডা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.১০.২০২৬),
(৪) **১৯৬০৪ গোড্ডা-দৌরাই এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.১০.২০২৬)।

অসুবিধার জন্য দুঃখিত। চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সর্বদলীয় বৈঠকে ব্রাত্য শোভনদেব-কুণাল

১-র পাতার পর- অলিন্দে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দিয়েছেন স্পিকার। এবার কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বাদ দিয়ে সরাসরি ঋতব্রত শিবিরকে আমন্ত্রণ জানানো সেই ঘটনাকেই ফের একবার উস্কে দিল বলে মনে করা হচ্ছে। কমিটির বৈঠকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের পাশাপাশি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে হুমায়ুন কবীর, নওশাদ সিদ্দিকী এবং মুস্তাফিজুর রহমানদের। সম্প্রতি তৃণমূলের ৬৫ জন বিধায়ক বিধানসভার স্পিকারের কাছে বিরোধী দল হিসেবে নিজেদের দাবি জানিয়েছিলেন। এর নেতৃত্বে রয়েছেন ঋতব্রত। এই বিক্ষোভের জোয়ারে তৃণমূলের অন্যতম বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সংখ্যালঘু বিধায়কদের অবস্থান। জাভেদ খান, গোলাম রব্বানী, সাবিনা ইয়াসমিন, আখরুজ্জামানদের মতো জোড়াফুলের প্রাক্তন সংখ্যালঘু মন্ত্রী ও বিধায়করা দলে দলে এই বিক্ষুব্ধ শিবিরে শামিল হয়েছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিধানসভার বিএ কমিটি এবং সর্বদলীয় বৈঠকে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়দের ডাক না পাওয়া এবং ঋতব্রত শিবিরকে আমন্ত্রণ জানানোর অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। বিধানসভা সচিবালয় সংখ্যার নিরিখে নতুন সমীকরণকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে।

এবার স্লোভাকিয়ার

১-র পাতার পর- একটি বিশেষ প্রদর্শনীও ঘুরে দেখেন মোদি। এর আগে স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকোর সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকের পর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ককে আরও জোরদার করবে বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক যোগাযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৫ সালে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর স্লোভাকিয়া সফর এবং চলতি বছরে প্রেসিডেন্ট পিটার পেলেগ্রিনির ভারত সফরের পর মোদির এই সফর ভারত-স্লোভাকিয়া সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিল বলে মনে করছেন কূটনৈতিক মহল।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ১২.০৬.২০২৬। সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্র.নং.-১। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-৩৩-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** সিপিওএইচ/কাঁচরাপাড়া– ট্র্যাক মেশিনগুলির অন্তর্বর্তী/পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষা ও মেরামতির সুবিধার শক্তিবৃদ্ধি/ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৫,০৬,১৬,৮৯০.২৫ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ১০,১২,৩০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-৪৮-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** সিনিয়াব ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/শিয়ালদহ-এর অধীনে রেলওয়ে পরিসরে এলসি গেট সংযোজক রাস্তা সহ ক্ষতিগ্রস্থ স্টেশন প্রবেশপথের মেরামতি ও অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৫৬,৫১,০৯৭.০১ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ১,১৩,০০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **ক্র.নং.-৩। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-১০২-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহ-এর অধীনে প্ল্যাটফর্ম শেডের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১১,০৮,০৩,১৪৩.৯০ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২২,১৬,১০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১৫ (পনেরো) মাস। **ক্র.নং.-৪। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-১০৩-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/কাঁচরাপাড়া-এর অধীনে প্ল্যাটফর্ম শেডের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১২,৫৬,৯৯,৫৯৯.৮০ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২৫,১৪,০০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১৫ (পনেরো) মাস। **ক্র.নং.-৫। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-১০৪-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/কাঁচরাপাড়া-এর অধিক্ষেত্রে সকল সংশ্লিষ্ট কাজ সহ এসকেভি ওয়েল্ডিং কাজ সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,০২,৮৩,৭২১.২৯ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,০৫,৭০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ **০৮.০৭.২০২৬ দুপুর ৩টা** (ক্র.নং. ১ থেকে ৫ প্রতিটির জন্য)। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় **০৮.০৭.২০২৬-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট** (ক্র.নং. ১ থেকে ৫ প্রতিটির জন্য)।

(SDAH-81/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

NAME CHANGE

I, Md Mahidur Rahaman, my father's (Old Name) Md Raijuddin resident of Selimpur, Jalalpur, Kaliachak Dist-Malda , West Bengal, Pin-732206 do hereby declared that I have changed my father's name from Md Raijuddin to Md Raijuddin Sk and henceforth my father's name shall be known as Md Raijuddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/06/2026 . My father's Md Raijuddin Sk & Md Raijuddin both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mukrema (Old Name) W/O–Md Mahidur Rahaman resident of Selimpur, Jalalpur, Kaliachak Dist-Malda , West Bengal, Pin-732206 do hereby declared that I have changed my name from Mukrema to Mukrema Bibi and henceforth I shall be known as Mukrema Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/06/2026 . My name Mukrema Bibi & Mukrema both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tahimina Bibi (Old Name) W/O–Abdul Latif Mondal resident of Vill-Jhitkipota Purbapara , Po-Jhitkipota , Ps-Kotwali , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741102 do hereby declared that I have changed my name from Tahimina Bibi to Tahamina Mondal and henceforth I shall be known as Tahamina Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/06/2026. My name Tahamina Mondal & Tahimina Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sekh Matihar (Old Name) W/O–Serajul Sk resident of Vill & Po-Gayeshbari , Ps-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732206 do hereby declared that I have changed my name from Sekh Matihar to Motihar Bewa and henceforth I shall be known as Motihar Bewa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/06/2026. My name Motihar Bewa & Sekh Matihar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mariyum (Old Name) W/O–Md Serajul Islam resident of Vill-Kushabari , Po-Jamirghata , Ps-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732206 do hereby declared that I have changed my name from Mariyum to Mariyum Bibi and henceforth I shall be known as Mariyum Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/06/2026. My name Mariyum Bibi & Mariyum both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Serajul Sekh (Old Name) S/O–Sato Sk resident of Vill-Kushabari , Po-Jamirghata , Ps-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732206 do hereby declared that I have changed my name from Serajul Sekh to Md Serajul Islam and henceforth I shall be known as Md Serajul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/06/2026. My name Md Serajul Islam & Serajul Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Sirajul Islam (Old Name) S/O–Md Tinkari resident of Vill & Po-Arjunpur , Ps-Farakka , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Sirajul Islam to Md Sirajul Islam and henceforth I shall be known as Md Sirajul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/06/2026. My name Md Sirajul Islam & Mohammad Sirajul Islam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Milan Roy Karmakar (Old Name) S/o. Late Nandalal Roy R/o. 15/A, Centre Sinthi Road, Sinthi, Kolkata-700050, that have change my name & shall henceforth be known as MILAN ROY (New Name), vide an Affidavit No. 14329 dtd. 18.07.2025, before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore. That, Milan Roy Karmakar (Old Name) and MILAN ROY (New Name) both are same & one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Sahanaj Begam, W/O Keramot Sekh, গ্রামঃপোঃ বড়তুড়িগ্রাম, থানাঃ মল্লারপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার নাম Sahanaj Begam, WO Keramot Sekh যা ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড এবং স্টেট ব্যাংক কিয়স্ক শাখায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু আধার কার্ডে আমরা নাম Sahanara Bibi লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ১০.০৬.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Sahanaj Begam and Sahanara Bibi W/O Keramot Sekh এক এবং অভিন্ন।

NAME CHANGE

I, Lily Roy Karmakar (Old Name) W/o. Milan Roy R/o. 15/A, Centre Sinthi Road, Sinthi, Kolkata-700050, that have change my name & shall henceforth be known as LILY ROY (New Name), vide an Affidavit No. 16933 dtd. 06.08.2025, before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore. That, Lily Roy Karmakar (Old Name) and LILY ROY (New Name) both are same & one identical person.

NAME CHANGE

Dalia SK, w/o. Sirajuddin sekh, vill: Gobindapur, P.o-Plassey, P.s-Kaliganj, Dist. Nadia, 741181, W.B., do hereby declare via affidavit no. 2366 Dated 12.02.26 by the Executive Magistrate at krishnanagar, Nadia that my actual name and surname is "Dalia SK" which is recorded in my Voter identity card and PAN card. That my name and surname has been wrongly recorded in my Aadhaar card as " Ucharan Bibi". That "Daria SK" and "Ucharan Bibi" is the same and one identical Person.

NAME CHANGE

I, Prasun Kumar Paul s/o Prahlad Paul, residing at 1331, Chakgaria, Sreenagar Paschim Para, P.O. &P.S. Panchasayar, South 24 Parganas, Kolkata- 700094, do hereby solemnly affirm & declare that my actual name is PRASUN KUMAR PAUL instead of PRASUN PAUL which is wrongly recorded in my driving licence no. WB-202003152941 vide an affidavit sworn before the LD. 1st class Judicial Magistrate, Kolkata no. 51810 dates on 15.06.2026. PRASUN KUMAR PAUL and PRASUN PAUL both are same and one identical person.

NAME CHANGE

Manjila shaikh, D/o- Rahat Shaikh, vill-Gobindapur, Po-Plassey. P.s--Kaliganj, Dist-Nadia, 741181.W.B, do hereby declare via affidavit no. 2365 Dated 12.02.26 by the Executive Magistrate at Krishnanagar, Nadia that my actual name and surname is & Manjila shaikh" which is recorded in my voter card and PAN card. That my name has been wrongly recorded in my Aadhaar card as "Nurnecha Khatun".That "Manjila shaikh "and "Nurnecha khatrun" is the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Sirajul Islam S/O–Md Tinkari resident of Vill & Po-Arjunpur , Ps-Farakka , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my son's name from (old name) Mohammad Arhan Islam to Md Arhan Islam (new name) and henceforth he shall be known as Md Arhan Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/06/2026. My son's name Md Arhan Islam (new name) & (old name) Mohammad Arhan Islam both are same and one identical person.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইএলডি-৩০০-ডবলুসি-৮-২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ১২.০৬.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বরঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-৮-২০২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** নিম্নলিখিত সম্পর্কিত ২৫ কেভি ওএইচই ও সংশ্লিষ্ট ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ (ক) শিয়ালদহ ডিভিসনের বালিঘাট-বালি হল্ট স্টেশনের মধ্যবর্তী আপ ও ডাউন মেইন লাইনে ব্রিজ নং ১৯সিসিআর-এর রি-গার্ডারিং, (খ) ডানকুনি প্ল্যাটফর্ম-১ ও প্ল্যাটফর্ম-২-এর প্ল্যাটফর্ম অংশ ৬০০ মিটার সম্প্রসারণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,০৪,৮১,২৩৯.৪০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **বায়নামূল্য ঃ** ২,০৯,৬০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ০৯.০৭.২০২৬ তারিখে দুপুর ৩টা। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।

(SDAH-80/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

‘‘বাঙালি কাঙ্গালী হ্যা’’, প্রমাণ করলেন তৃণমূল নেতারা, কটাক্ষ অধীরের

মিঠুন হালদার, মালদা, ১৬ জুন ঃ দলবদলের হিড়িকে রাজ্য-রাজনীতি যখন সরগরম, তখন তৃণমূল নেতাদের ‘পরোক্ষভাবে’ বিজেপিতে যোগদান নিয়ে তাঁদের তীব্র কটাক্ষ করলেন বহরমপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। মঙ্গলবার বহরমপুরে এক সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলের বর্তমান পরিস্থিতিকে ‘সার্কাস’ বলে কটাক্ষ করেন তিনি। এদিন অধীরবাবু বলেন, একটি বিখ্যাত প্রবাদ আছে, বাঙালি কাঙ্গালী হ্যা (বাঙালি কাঙালি)। সেই প্রবাদটিকেই সত্য প্রমাণ করলেন তৃণমূলের নেতারা। শুধুমাত্র পদের জন্য, ধান্দার জন্য নিজেদের সবকিছু বেচে দিয়ে এরা বিজেপির কাছে আত্মসমর্পণ করছেন। দলত্যাগী নেতাদের ‘বলেও তোপ দাগেন তিনি। প্রসঙ্গত, লোকসভায় তৃণমূলের ২৮ জন সাংসদের মধ্যে ইতিমধ্যে ২০ জন এনসিপিআই নামে এক নাম না জানা রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছেন। নতুন দলে যোগ দিয়ে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ সাংসদরা ঘোষণা করে দিয়েছেন লোকসভায় তাঁরা সকলে এনডিএ-কে সমর্থন করবেন। তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ সাংসদদের দাবি তাঁদের সঙ্গে আরও কয়েকজন সাংসদ এনসিপিআই দলে যোগ দেবেন। এর পাশাপাশি তৃণমূলের বিধানসভার পরিষদীয় দলেও ভাঙন শুরু হয়েছে। ৫৮ জন তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত ব্যানার্জিকে তাঁদের নেতা নির্বাচিত করে পৃথক ‘ব্লক’ তৈরী করে স্পিকারকে চিঠি দিয়েছেন। তৃণমূলের নতুন ব্লকে সদস্য সংখ্যা বেড়ে ৬৫ হতে চলেছে বলে জানা গেছে। তৃণমূলের নেতাদের এই দলবদলকে নিয়েই আজ কটাক্ষ করেন অধীর। শুধু দলত্যাগই নয়, তৃণমূলের প্রতীক কোন ‘ব্লকের’ দিকে থাকবে তা নিয়ে রাজ্যজুড়ে যে টালমাটাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সেই প্রসঙ্গও টেনে আনেন কংগ্রেস নেতা। অধীর চৌধুরীর কথায়, দিল্লিতে এখন সার্কাস চলছে এটা তৃণমূলের সার্কাস। এই সার্কাসে জোকার আছে, ট্রাপিজের লোক আছে, ধান্দাবাজ লোক আছে। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তাই মন খুলে তৃণমূলের এই সার্কাস দেখে নিন। এর পাশাপাশি অধীর চৌধুরী আজ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদেরকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনারও সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, এক সময় যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ বলে চালানো হচ্ছিল সেটা দেখে এখন আমাকেই ‘সংগঠিত ঘটনা’ বলে মনে হচ্ছে। তবে এই ছ্যাবলামো এবার বন্ধ হওয়া দরকার। কেউ অপরাধ করে থাকলে আইন আদালত আছে, সেখানে তার বিচার হবে। অধীরবাবু বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা থেকে চলে গেছে। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে, তারা সরকার চালানো শুরু করছে। অনেক হলো ডিম ছোঁড়া, এবার এসব বন্ধ হওয়া উচিত। নতুন সরকারের আমলে বাংলার উন্নতি হোক, ভালো হোক মানুষের, ঘরে ঘরে আর্থিক সুযোগ তৈরি হয়ে যাক, পেট্রোল- ডিজেলের দাম কমুক আমরা এসবই চাই। ডিম ছোড়া আর কত দেখব?

আম কুড়োতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার তিন শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৬ জুন ঃ আম কুড়োতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হল তিন শিশু। আম ভেবে গোলাকার একটি বস্তু ব্যাগে তুলতেই ঘটে প্রবল বিস্ফোরণ। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় তিনজনই। তাদের মধ্যে এক শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটে মালদার ইংরেজবাজার থানার কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহান্নবিঘা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গ্রামের তিন শিশু বাড়ি থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে একটি আমবাগানে আম কুড়োতে গিয়েছিল। অভিযোগ, সেখানে পড়ে থাকা একটি গোলাকার বস্তু আম ভেবে ব্যাগে তুলতে গেলে সেটি আচমকাই বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের জেরে গুরুতর জখম হয় তিন শিশু। আহতদের মধ্যে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র দ্বীপ রায়ের অবস্থা সবচেয়ে সংকটজনক বলে জানা গেছে। তাকে দ্রুত মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দ্বীপের বাবা পেশায় টোটোচালক। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ঘটনাস্থলের কাছেই জমি ব্যবসায়ীদের একটি অফিস রয়েছে। পাশাপাশি ওই আমবাগানে নিয়মিত জুয়া-সহ নানা অসামাজিক কার্যকলাপ চলত বলেও দাবি করেন তারা। কারা সেখানে বোমা মজুদ করে রেখেছিল, তার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, তিনজন শিশু আম কুড়োতে গিয়ে এই দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। গ্রাম থেকে খুব কাছেই বাগানটি অবস্থিত। প্রতিদিন বহু ছেলে-মেয়ে সেখানে খেলাধূলা করে। কারা সেখানে বোমা রেখে গিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখে দোষীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাস্থল থেকে একটি তাসের বান্ডিল ও দেশলাই উদ্ধার হয়েছে। এলাকায় আরও কোনও বিস্ফোরক মজুত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উজ্জ্বল বিশ্বাসের ৮ দিনের জেল হেফাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৃষ্ণনগর, ১৬ জুন ঃ ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার ও দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় গ্রেপ্তার প্রাক্তন কারামন্ত্রী তথা তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক উজ্জ্বল বিশ্বাসকে ফের কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে পেশ করা হল মঙ্গলবার। ছয় দিনের পুলিশি হেফাজত শেষ হওয়ার পর এদিন তাঁকে আদালতে তোলা হলে বিচারক ৮ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। আদালত সূত্রে জানা গেছে, তদন্তের বিভিন্ন নথি ও রিপোর্ট এদিন আদালতে পেশ করে পুলিশ। অন্যদিকে অভিযুক্তের আইনজীবীরাও তাঁর পক্ষে সওয়াল করেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারক উজ্জ্বল বিশ্বাসের জামিনের আবেদন নাকচ করে আগামী আট দিনের জন্য জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। সূত্রের খবর শুনানির সময় উজ্জ্বল বিশ্বাস বিচারকের কাছে তাঁর বাড়ির সিল খুলে দেওয়ার আবেদন জানান। আদালতের কাছে তিনি বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ করেন। তবে বিচারক জানান, এ ধরনের বিষয়ে নির্দিষ্ট আইনি পদ্ধতি অনুসরণ করে আবেদন করতে হবে। উল্লেখ্য, কৃষ্ণনগরে উজ্জ্বল বিশ্বাসের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী ও ত্রিপল উদ্ধারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে জেলায় রাজনৈতিক বিতর্কের ঝড় ওঠে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এদিন আদালতের নির্দেশে উজ্জ্বল বিশ্বাসকে জেল হেফাজতে পাঠানো হলেও মামলার তদন্ত অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

তরল ডিজেল এক্সস্ট ফ্লুইড বা ‘ডিফ’ জাল করার প্রতারণা চক্রের হদিস বাঁকড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৬ জুন ঃ তরল ডিজেল এক্সস্ট ফ্লুইড বা ‘ডিফ’ জাল করার প্রতারণা চক্রের হদিস হাওড়ার বাঁকড়ায়, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকি চক্রের খোঁজ পুলিশের। গাড়ির দূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত জরুরি তরল ডিজেল এক্সস্ট ফ্লুইড বা ‘ডিফ’ জাল করার এক প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস করল পুলিশ। সোমবার বিকেলে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাওড়ার ডোমজুড় থানার অন্তর্গত বাঁকড়া আউটপোস্টের বাঁকড়া কবরপাড়া এলাকায় হানা দেয় পুলিশ বাহিনী। এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ সন্দেহভাজন জাল ‘ডিফ’ নামী-দামী ব্র্যান্ডের ফাঁকা ও ভর্তি কন্টেইনার এবং বিশাল স্টোরেজ ট্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ঘটনায় কলকাতার জোড়াসাঁকো এলাকার বাসিন্দা জিসান জাহাঙ্গীর নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই অভিযানের পর ধৃত জিসান জাহাঙ্গীরকে দফায় দফায় জেরা করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে স্বীকার করেছে যে, বাজারে ব্র্যান্ডেড কোম্পানির নাম করে রমরমিয়ে চলছিল এই জাল তরল বিক্রির কারবার। শুধু তাই নয় এই চক্রের পিছনে থাকা বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী অংশীদার ও ডিস্ট্রিবিউটরের নামও বলেছে বল দাবি পুলিশের। তদন্তকারী এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, গাড়ির ইঞ্জিনের সুরক্ষার সাথে সাথে পরিবেশের জন্য এই তরল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নামী ব্র্যান্ডের লেবেল সেঁটে এই জাল জিনিস বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল যা এক বড়সড় জালিয়াতি। এই জালিয়াতি চক্রের বিরুদ্ধে ডোমজুড় থানায় একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার ধৃতকে আদালতে পেশ করা হয়। জালিয়াতির উৎস এবং নেপথ্যে থাকা বাকি মাথাদের খোঁজে নিজেদের হেফাজতে নিতে চাইছে পুলিশ।

দিনেদুপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে মৌড়ীগ্রাম স্টেশনে সাফাই কর্মীকে কুপিয়ে খুন ! ঘটনায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৬ জুন ঃ দিনেদুপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে হাওড়ার মৌড়ীগ্রাম স্টেশনে শৌচাগারের সামনে সাফাই কর্মীকে ধারালো অস্ত্রে কুপিয়ে খুন ! ঘটনায় চাঞ্চল্য। অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিলো ক্ষিপ্ত জনতা। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মৌড়ীগ্রাম স্টেশনে ওই খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য মঙ্গলবার দুপুরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দুপুর সোয়া বারোটা নাগাদ স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের শৌচাগারের সামনে ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে, প্ল্যাটফর্মের শৌচালয়ের সামনে এক ব্যক্তি ধারালো ছুরি নিয়ে অন্য একজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এলোপাথাড়ি ছুরির কোপে ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন ওই ব্যক্তি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। আততায়ী ছুরি নিয়ে যখন পালানোর চেষ্টা করে সেই সময় প্ল্যাটফর্মের যাত্রীরাই তাঁকে ধাওয়া করে হাতেনাতে ধরে ফেলে উত্তমমধ্যম দেন। খবর যায় নাজিরগঞ্জ তদন্ত কেন্দ্রে। পুলিশ এসে রাজু দাস নামের অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অস্ত্র সমেত আটক করে। প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে শৌচালয়ের টেন্ডার নিয়ে গন্ডগোলের জেরেই এই ঘটনা। এই ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যেও তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম সঞ্জয় গিরি (৫০)। বাড়ি নলপুরের সারেঙ্গায়। সাঁকরাইল স্টেশনে শৌচালয়ে কাজ করতেন। এদিনই তিনি মৌড়ীগ্রাম স্টেশনে সাফাই কর্মীর কাজ করতে এসেছিলেন বলে জানা গেছে। এদিন ট্রেন ধরার জন্য স্টেশনে উপস্থিত এক যাত্রী বলেন, আমি হাওড়া যাওয়ার জন্য স্টেশনে এসেছিলাম। শৌচাগার থেকে বেরতেই দেখি এক ব্যক্তি হাতে ছুরি নিয়ে বেরোচ্ছে এবং সামনে একজন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। আমি আর দেরি না করে ওকে ধরার জন্য তাড়া করি। ধরতে গিয়ে আমার নিজের হাতও কেটে যায়। অবশেষে আমরা ওকে ধরে ফেলি। ওর হাতে তখনও রক্তমাখা ছুরিটা ছিল। উল্লেখ্য, ঠিক কী কারণে এই খুন তা নিয়ে নাজিরগঞ্জ থানা ও রেল পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে রয়েছে স্টেশনের শৌচালয়ের টেন্ডার নিয়ে পুরনো শত্রুতা। স্টেশনের শৌচালয়ের টেন্ডারটি আগে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধীনে ছিল। কিন্তু এবার সেটি হাতছাড়া হয় এবং নিহত ব্যক্তি নতুন টেন্ডার পান। টেন্ডার হাতছাড়া হওয়ার ফলে অভিযুক্তের বড়সড় আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল যা তিনি মেনে নিতে পারেননি। টেন্ডার পাওয়ার পর থেকেই নিহত ব্যক্তির ওপর চরম আক্রোশ তৈরি হয়েছিল অভিযুক্তের মনে। সেই আক্রোশবশত প্রতিশোধ নিতে এই পরিকল্পিত খুন বলে অনুমান করা হচ্ছে। এদিকে, রেল পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এদিকে, দিনেদুপুরে স্টেশনের মধ্যে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিয়ে এদিন যাত্রীদের একাংশ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁদের দাবি, গুরুত্বপূর্ণ এই স্টেশনে নজরদারি বাড়ানো উচিত।

বন্ধুকে খুনের দায়ে দুই যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৬ জুন ঃ মদের আসরে ডেকে নিয়ে বন্ধুকে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় দুই যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিল বর্ধমানের দ্বিতীয় ফাস্ট ট্র্যাক আদালত। দোষীদের নাম বিশ্বনাথ রায় ওরফে নন্দ এবং সুরজিত ভাই ওরফে হাবলা। আদালত প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানার নির্দেশও দিয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত এক বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। আদালত সূত্রে জানা গেছে, তৃতীয় অভিযুক্ত সন্দীপকে প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত ২০১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। অভিযোগ, বর্ধমান শহরের বাসিন্দা মানিক রায়কে তাঁর দুই বন্ধু বিশ্বনাথ ও সুরজিত মদের আসরে ডেকে নিয়ে যান। বিশ্বনাথের বাড়িতে প্রায়ই মদ ও জুয়ার আসর বসত বলে তদন্তে উঠে আসে। ওই দিনও কয়েকজন বন্ধু মিলে দিনভর মদ্যপান চলেছিল বলে জানা যায়। পরিবারের দাবি, দুপুর থেকে মানিক রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে তাঁর মা রীতা রায় একাধিকবার বিশ্বনাথের বাড়িতে যান। তবে বাইরে থেকে ঘর তালাবন্ধ থাকায় তিনি প্রথমে ফিরে যান। পরে রাতে আবারও সেখানে গেলে বাড়ির সামনে সুরজিত ও সন্দীপকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন বলে অভিযোগ। ছেলের বিষয়ে জানতে চাইলেও তারা কোনও সন্তোষজনক উত্তর দেননি। সন্দেহ হওয়ায় মানিকের মা ঘরের পিছনের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ছেলেকে মেঝেতে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন বলে অভিযোগ। এরপর তাঁর চিৎকারে স্থানীয়রা জড়ো হন এবং বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। পরে উদ্ধার করে দেখা যায়, মানিক রায়ের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এই ঘটনায় মানিক রায়ের মা রীতা রায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে পরিকল্পিত খুন ও প্রমাণ লোপাটের ধারায় মামলা রুজু করে। পরদিনই অভিযুক্ত বিশ্বনাথ, সুরজিত ও সন্দীপকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তদন্ত শেষে ১৪ ডিসেম্বর তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলায় মোট ১০ জন সাক্ষ্য দেন বলে জানা যায়। সাক্ষ্য ও প্রমাণ বিবেচনা করে আদালত দুই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। রায়ের পর অভিযুক্তদের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, তারা এই রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করবেন।

আমমোক্তারনামা

মহঃ সেলিম জাফর, পিতা- মহঃ আব্দুল বারি, সাং- ও পোঃ- কানুপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২১ সালে Book-I, 4977 নং আমমোক্তার দলিল মূলে সেখ সেরাজুল ইসলাম আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী সাগরদিঘী থানার **১ নং কানুপুর মৌজাস্থিত এল, আর, ৮৬৮ নং দাগের এল. আর. ৩৮৯১ নং খতিয়ানের মোট ১৭.৫০ শতক** সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **SUSHANTA DAS**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **Subhabrata Chowdhury, Abhinava Mandal, Sukalyan Ghosh**
ঠিকানাঃ **Panda para, Jalpaiguri, Katwali**
গ্রহীতাঃ **SUSHANTA DAS**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **I-831/24, 01/03/24**
নং বহি ______ নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I- 3385/25**
নামজারি কেস নং: **MN/2026/0702/4613**
[illegible]
MOUZA- KHARIA SHEET NO- 27. J.L. NO- 7 KHATIAN NO- 4378 PLOT ND R.S - NO 1838/2196; LR-NO-1741
[illegible]
বিক্রেতা দাতার নামঃ **SUSHANTA DAS**
পিতাঃ **Late Rajendra nath Das**
ঠিকানাঃ **J.C. Bose lane, Adar para, Jalpaiguri**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

[illegible] নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: টেন্ডার নোটিশ নম্বর ও কাজের বিবরণ: [illegible] আনুমানিক টেন্ডার মূল্য: ₹ ১,৬৫,৩৪,৬৮৮.৮৮; ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময়: [illegible] টেন্ডারটি খোলার প্রক্রিয়া ০৩.০৭.২০২৬ তারিখ ১৫.০০ টায় এবং ১৫.৩০ টার পর সম্পন্ন হবে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিস্তারিত তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। (PR-338)

লি অ্যান্ড নি সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেড
সিআইএনঃ [illegible]
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭
ইমেলঃ info@lnsel.com
ওয়েবসাইটঃ www.lnsel.com
ফোনঃ [illegible]

বিজ্ঞপ্তি

[illegible] ২৫ জুন, ২০২৬, বৃহস্পতিবার [illegible] www.lnsel.com [illegible] www.bseindia.com [illegible]
লি অ্যান্ড নি সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর/- মহেশ গুপ্ত
(চিফ ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
(ডিআইএন নং ০১৮৩৬৬৪৭)
স্থানঃ কলকাতা তারিখঃ ১৭.০৬.২০২৬

Office of the
Shirakole Gram Panchayat
Vill-Shirakole, P.O-Shirakole, P.S-Usthi,
Dist-South 24 Parganas, Pin-743513

Notice Inviting e-Tender No- (1) WBS24PGS/MAG-I/SGP/001/2026-27, (2) WBS24PGS/MAG-I/SGP/002/2026-27, (3) WBS24PGS/MAG-I/SGP/003/2026-27

Pradhan, Shirakole Gram Panchayat, invites percentage rate e-tender for the 5(Five) Nos. different works. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid(Online) **27/06/2026 at 2:00 PM**. Date of opening of Technical Bid **30/06/2026 at 2:00 PM** & Financial Bid **30/06/2026 at 3:00 PM**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/-Pradhan
Shirakole Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএলএস-এসডিএএইচ-ওটি-২৬-০০১, তারিখ ১৯.০৫.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ইএমইউ/শিয়ালদহ, ২য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নংঃ ইএলএস/এসডিএএইচ/ওটি/২৬-০০১। কাজের নাম ঃ** ১ বছর সময়কালের জন্য শিয়ালদহ ডিভিসনের নারকেলডাঙা, বারাসাত, সোনারপুর ও রানাঘাট কারশেডের ইএমইউ/এমইএমইউ কোচগুলিতে পেস্ট কন্ট্রোলের কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩,৯৫,০২০.৮০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৭,৯০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ১৯.০৬.২০২৬ তারিখে বেলা ১২টা। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।
(SDAH-83/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

রঙিয়া ডিভিশনে স্ট্যাটিক ক্যাটারিং ইউনিটগুলোর জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ

রঙিয়া ডিভিশনের অধীনস্থ স্ট্যাটিক ক্যাটারিং ইউনিটগুলোর জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। [illegible] **নিলাম ক্যাটালগ শুরুর তারিখ ও সময় (সব লট) ঃ** ৩০-০৬-২০২৬ তারিখ ১৪:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	[illegible]	[illegible]

লটর বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ৩০-০৬-২০২৬ তারিখ ১৪:৩০ টায়। [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]
সিনিয়র ডিসিএম, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে এসি ওয়েটিং রুমের উন্নয়ন, ম্যানিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনস্থ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে এসি ওয়েটিং রুমের উন্নয়ন, ম্যানিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নম্বর:** [illegible] **দিন:** ১৮২৬; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সব লট) ঃ** ২৫-০৬-২০২৬ তারিখ ১৪:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নম্বর/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এপিডিজে-জেপিই-ডব্লিউআরএস-৪০-২২-১ (পে অ্যান্ড ইউস - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুম)	জলপাইগুড়ি স্টেশনে এসি ওয়েটিং রুমের ম্যানিং এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
এএ/২	পিএনইউ-এপিডিজে-জেপিই-ডব্লিউআরএস-৫৬-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইউস - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুম)	লাইসেন্সারীর নিজস্ব খরচে জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনের এসি ওয়েটিং রুম-১ এর কাছে (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের পাশে অবস্থিত) এসি ওয়েটিং রুম-০২ এর ম্যানিং এবং রক্ষণাবেক্ষণ।

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৫-০৬-২০২৬ তারিখে ১৪:৪০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলো বন্ধ হওয়ার ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** আগ্রহী বিডারদের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আইআরইপিএস -এর ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার ডিভিশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of The Pradhan
UDAYPUR-JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill.+PO-Udaypur, PS-Para, Dist.-Purulia
Notice Inviting E-Tender No:- UJGP/NIT(e)-01/15 th cfc/UNT/26-27, UJGP/NIT(E)-02/15 th fc/Tied/26-27 and UJGP/NIT(e)-03/5 th SFC/26-27, Date: 16/06/2026
1. Documents download/sell start date(online):-16/06/2026 at 6 P.M. 2. Bid submission closing date:- 29/06/2026 at 4 P.M. 3. Bid Opening Date for Technical Proposals(Online):- 02/07/2026 at 12 Noon. For details please visit office of the undersigned or website www.wbtenders.gov.in.
Sd/-
Pradhan
UDAYPUR JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিএসকে/ইএনজিজি/২৮ অব ২০২৬, তারিখঃ ১২-০৬-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **আইটেম নং.১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ২ বছরের জন্য সিনি. ডিইএন/।/তিনসুকিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনে আইরন রিমোভাল প্ল্যান্টের পরিচালনা। (ফরকাটিং জং.-১, যোরহাট টাউন-১, জেটি গুডস-১, মরিয়নী জং-১, নাকাছড়ি-১, সেলেং হাট-১ ও আমগুড়ি-১ এবং কমারবান্ধা আলি-১, গোলাঘাট-১, নুমলিগড়-১, বরুয়া বামুনগাঁও-১ এবং ভালুকমারা) = ১২ টি (সিমলুগুড়ি জং-১, ভোজো-১, মরানহাট-১ এবং শিবসাগর টাউন এবং নামরূপ-১, নাহরকটিয়া-১, বরহাট ও সাপেখাটি)= ৮ টি। (মোট=২০ টি)। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৮৫,৪০,৪৭১/-টাকা; বায়নার ধনঃ ৭,৭০,৮০০/- টাকা। **আইটেম নং.২, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** তিনসুকিয়া ডিভিশনেঃ এবিএসএস-এর সাথে সম্পর্কিত মাকুম জংশনে ২০০ মিটার দ্বারা পিএফ নং. ২ এবং এলএলও-এ ২২০ মিটার দ্বারা পিএফ নং. ১-এর সম্প্রসারণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,০৩,১৯,১৭৩/-টাকা; বায়নার ধনঃ ৮,০৬,৪০০/-টাকা। ই-টেন্ডার ০৩-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ০৩-০৭-২০২৬ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায় **খোলা হবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডারনথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৩-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্ক)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

e-Tender No. Kol. PAO-III/Admn/Security Service/(2026)/119 dated 15.06.2026 of Kolkata Pay & Accounts Office - III, Bidhannagar - 64 invites quotations vide e-Tender I.D. No. 2026_WBFD_1028147_1 from the capable agencies to supply security personnel in Kolkata Pay & Accounts office-III. Details are available in the website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- **PAO, Kol. PAOIII**

OFFICE OF THE PURULIA-I PANCHAYAT SAMITY
At-Chakda, Kotloi, Purulia, 723102.
Memo. No. 212/EO/P-I Dated: 09/06/2026
Notice
Executive Officer, Purulia-I Panchayat Samity invites E-tender as follows: NIeT No.- **WBPUR/EO/Niet-03/25-26 dt.31.07.2025,** for 1 no.scheme (Tender ID 2025_DM_886260_1) within the jurisdiction of Purulia-I Panchayat Samity has been cancelled due to unavoidable circumstances.
Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Executive Officer
Purulia-I Panchayat Samity

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER
The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.- WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-02/2026-27 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 01(One) no. works/Schemes under RIDF-XXXI Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in.** Document download/sell starting from 15.06.2026 up to 25.06.2026 16.00 P.M. Bid submission starting from 15.06.2026 up to 25.06.2026 at 16.00 PM. And Opening on 27.06.2026 at 16:05 P.M. For details please visit website.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER
The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-03/2026-27 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 02 (Two) no. works/Schemes under SSM Fund in the portal: www.wbtenders.gov.in. Document download/sell starting from 15.06.2026 up to 22.06.2026 16.00 P.M. Bid submission starting from 15.06.2026 up to 22.06.2026 at 16.00 PM. And Opening on 24.06.2026 at 16:05 P.M. For details please visit website.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

NADIA ZILLA PARISHAD
Krishnagar, Nadia.
E-auction of Kanchantala Ferry Ghat (4th Call) are invited vide memo no. 1186/NZP,. dated. 12/06/2026 by the undersigned. The details of the scheduled are as follows:

Sl No	Events	Dates	Time
1	Publishing date & time	15.06.2026	04:00 PM
2	Documents submission / Payment start date & time	15.06.2026	05:00 PM
3	Documents submission/Payments end date	05.07.2026	04:00 PM
4	Documents / Payment approval start date	06.07.2026	11:00 AM
5	Documents / Payment approval end date	09.07.2026	05:00 PM
6	Auction start date & time	10.07.2026	11:00 AM
7	Auction end date & time	10.07.2026	03:00 PM

Please see the website: **www.nadiazillaparishad.in** or contact to this office. **Sd/- Secretary**
Memo. No. 134(2)/DICO/N/Advt.26 **Nadia Zilla Parishad.**

NADIA ZILLA PARISHAD
Krishnagar, Nadia.
E-auction of Kanainagar Patikabari Ferry Ghat (3rd Call) are invited vide memo no. 1185/NZP, dated. 12/06/2026 by the undersigned. The details of the scheduled are as follows:

Sl No	Events	Dates	Time
1	Publishing date & time	15.06.2026	04:00 PM
2	Documents submission / Payment start date& time	15.06.2026	05:00 PM
3	Documents submission/Payments end date	05.07.2026	04:00 PM
4	Documents / Payment approval start date	06.07.2026	11:00 AM
5	Documents / Payment approval end date	09.07.2026	05:00 PM
6	Auction start date & time	10.07.2026	11:00 AM
7	Auction end date & time	10.07.2026	03:00 PM

Please see the website: **www.nadiazillaparishad.in** or contact to this office. **Sd/- Secretary**
Memo. No. 133(2)/DICO/N/Advt.26 **Nadia Zilla Parishad.**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. C. E. (M)/Sewerage & Drainage, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/S_D/UDPS/F/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Cleaning and removal of floating and foreign materials from the sump chamber and incoming channels at Ultadanga Drainage Pumping Staton.** Estimated Amount: ₹ **1,77,582.00**. Earnest Money: ₹ **3,600.00**. Period of Completion: **184 days**. Last date and time of submission of Bid: **27.06.2026 – 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.06.2026 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**. For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

The **Director General (Sewerage & Drainage), KMC** invites online quotation rate e-Tender in two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/MDPS/BSTP/GR/MFG/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Urgent manufacturing, supply and installation of damaged 2 nos. Gear Boxes of PST-1 and Aerator no.-5 incl. manufacturing of 2 nos. coupling of Aerators at Bangur STP under MDPS.** Estimated Cost: **Open Quotation**. Earnest Money: ₹ **5,930.00**. Period of Completion: **15 Days.** Last date and time of submission of Bid: **25.06.2026 at 5 pm.** The bid forms and other details are available on and from **17.06.2026, 5 p.m.** from the website: **https://wbtenders.gov.in**. For corrigendum etc., if any, the same website has to be followed.
(2) NIT No.: KMC/BDPS/CPT/P2/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Checking & cleaning of submersible pumps and lifting of floating foreign materials from sump and screen chamber periodically for five months at CPT Canal DPS under BDPS.** Estimated Cost: ₹ **1,36,653.00**. Earnest Money: ₹ **2,800.00**. Period of Completion: **150 Days.** Last date and time of submission of Bid: **23.06.2026 upto 3 pm.** The bid forms and other details are available on and from **16.06.2026, 5 p.m.** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C. E. (M)/EWS, KMC** invites e-Tender online two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/EWS/ELEC/RA/03/2026-27
Name of the Work: **Maintenance of electrical distribution panels at Transformer Room and in different Wing of Workshops under EWS.** Estimated cost: ₹ **2,99,462.76**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **154 days**. Last date and time of submission of Bid: **27.06.2026 – 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.06.2026 (5 p.m.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (M)/Roads, KMC** invites e-Tender online quotation in two bid system for following work:
NIT No.: KMC/DG(M)/ASP/GG/M-64/2025-26
Name of the Work: **Repairing and replacement work of vehicles WB03C-2577, WB03C-3031 and allied work of Payloader under Asphaltum Goragacha Plant.** Estimated cost: **Quotation**. Earnest Money: ₹ **9,000.00**. Period of Completion: **07 days**. Last date and time of submission of Bid: **04.07.2026 – 1 p.m.** Bid opening date and time for Technical Proposal: **06.07.2026 – 2 p.m.** The bid forms and other details are available from **23.06.2026 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. C. E. (S.W.M.-II), KMC** invites e-Tender online item rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: SWM-II/DIST-I/2/2026-27
Tender ID: 2026_KMC_1028075_1
Name of the Work: **Repairing & replacement of some worn out damaged parts by new one of HTD-Vehicle No.-WB07K-0828 of Dist.I garage under S.W.M.-II department.** Estimated Amount: ₹ **1,94,554.00**. Earnest Money: ₹ **3,891.00**. Period of Completion: **07 days**.
(2) NIT No.: SWM-II/DIST-I/01/2026-27
Tender ID: 2026_KMC_1028024_1
Name of the Work: **Supply with fitting fixing of some damaged parts and repairing of RCV (Vehicle No. WB03C-9716, Model No.-Tata-1613, BS-III) of Dist.-I garage under S.W.M.-II.** Estimated Amount: ₹ **2,97,638.00**. Earnest Money: ₹ **5,953.00**. Period of Completion: **15 days**. Last date and time of submission of Bid: **27.06.2026 upto 1 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available from **20.06.2026 (1 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The websites: **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/EE_PS/X/95/DM1/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Annual maintenance of Park at MG1R and MG2R in Phase-IV a Golf Green and road side Garden at Uday Shankar Sarani Horticultural related works in Ward No.-95, Br.-X.** Estimated Cost: ₹ **2,95,102.50**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **365 days**.
(2) NIT No.: KMC/EE_PS/X/99/DM1/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Annual maintenance of different Parks (Horticulture related works) in Ward No.-99, Br.-X.** Estimated Cost: ₹ **2,95,102.50**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **365 days**.
(3) NIT No.: KMC/EE_PS/X/100/FOUN/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Repair of one number fountain at Aurobinda Sishu Uddyan and 2 numbers fountains near road side Garden at Laxmi Narayan Colony on N.S.C. Bose Road, Ward No.-100.** Estimated Cost: **Quotation invited (including GST & LWC)**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of Bid: **24.06.2026 – 1 pm.** (For Sl. No. 1 to 3). Bid Opening date and time for Technical Proposals (Online): **27.06.2026 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details shall be available on and from **17.06.2026 – 10 a.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Dy. C. E. (Parks & Squares), KMC** invites Quotation online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/DCE_PS/IV/PLANT/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Plantation five hundred (500) Nos. departmentally supplied Sapling including supply of 300 nos. Bamboo Tree Guards in different places of Br-IV (2026-27).** Estimated cost: ₹ **2,60.747.68**. Earnest Money: ₹ **5,300.00**. Period of Completion: **45 days**. Last date and time of submission of Bid: **24.06.2026 – 1 p.m.** Bid opening date and time for Technical Proposals (Online): **27.06.2026 – 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **17.06.2026 (10 a.m.)** from the website: **https://etender. wb.nic.in**

The **Director General (Parks & Squares), KMC** invites Quotation online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/DG_PS/SOIL_M/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Supply of good earth and manure for different nurseries under Parks & Square department fo growing of summer and winter flowers, vegetables and also for maintenance of various rare and valuable Plants for the year 2026-27.** Estimated cost: ₹ **3,92,226.43**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **45 days**. Last date and time of submission of Bid: **25.06.2026 – 1 p.m.** Bid opening date and time for Technical Proposals (Online): **29.06.2026 – 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **17.06.2026 (10 a.m.)** from the website: **https://etender. wb.nic.in** (123/26-27)

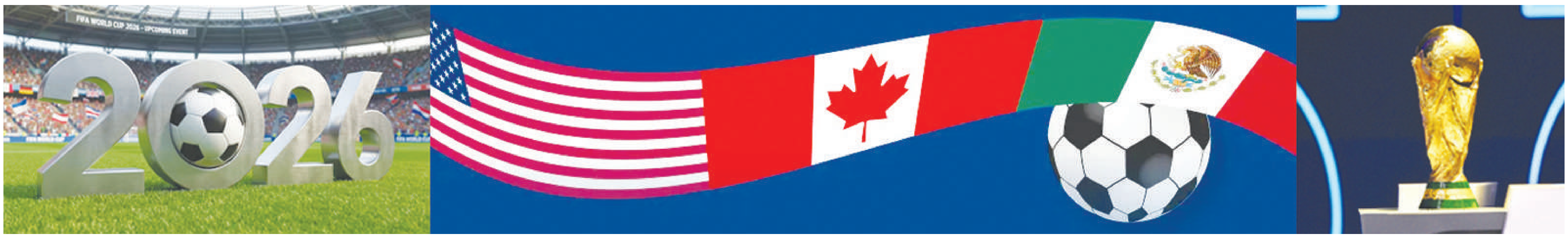

গোটা গ্রুপ পর্বেই নেইমারকে না পাওয়ার শঙ্কায় ব্রাজিল

সংবাদ সংস্থা, নিউ ইয়র্ক, ১৬ জুনঃ কিছু সংবাদ মাধ্যম তো সরাসরিই লিখেছে, নকআউট পর্বের আগে নেইমার মাঠে ফিরতে পারছেন না। হাইতির বিপক্ষে ম্যাচের আগে এখনও দলীয় অনুশীলনে যোগ দেননি ৩৪ বছর বয়সী এই তারকা। এক সপ্তাহ আগে করা মেডিকেল পরীক্ষাটি আবার করাচ্ছেন বলে ইএসপিএনকে জানিয়েছে সূত্রগুলো। গত ১৭ মে সান্তোসের হয়ে খেলার সময় কাফ মাসলে চোট পান নেইমার। তাকে নিয়ে নানা অশ্চিয়তা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাকে দলে রাখেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। কিন্তু তখন থেকে এখনও পর্যন্ত তিনি দলের সঙ্গে অনুশীলন করতে পারেননি।

সোমবার নিউ ইয়র্ক রেড বুলস প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে সূত্রের বরাতে ইএসপিএন জানায়, নেইমারকে নিয়ে পরিস্থিতি এখনও একই রকম রয়েছে। 'গ্রেড টু' পেশির চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকা উইঙ্গার এক সপ্তাহ আগে করা মেডিকেল পরীক্ষাটি আবার করিয়েছেন। সেটির ফলাফল এখনও সিবিএফ নিশ্চিত করেনি ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন। ব্রাজিলিয়ান গণমাধ্যম জানিয়েছে যে, দলের মেডিকেল স্টাফরা তাকে নকআউট পর্বের জন্য পুরোপুরি ফিট অবস্থায় ফিরে পাওয়ার আশা করছেন। যেটির মানে, হাইতি এবং স্কটল্যাণ্ডের বিপক্ষে তিনি খেলতে পারবেন না। মরক্কোর সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে বিশ্বকাপ শুরু করেছে ব্রাজিল। সেই ম্যাচে নেইমার ডাগআউটে ছিলেন, কিন্তু দলীয় জার্সি দেখা যায়নি তার গায়ে। ওই ম্যাচের আগে নেইমারকে নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছিলেন আনচেলত্তি। ''নেইমার যত দ্রুত সম্ভব সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। আমাদের প্রত্যাশা, সে সুস্থ হয়ে আগামী সপ্তাহে দলে যোগ দেবে। যখন আমরা তাকে দলে অন্তর্ভুক্ত করি, তখন তার অনস্বীকার্য টেকনিক্যাল দক্ষতার জন্যই নিয়েছিলাম। তবে তার অভিজ্ঞতা এবং দলের তরুণ খেলোয়াড়দের সামনে দৃষ্টান্তের জন্যও তাকে চাই আমরা।'' ব্রাজিলের পরের ম্যাচ আগামী শনিবার ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ৬টায়, প্রতিপক্ষ শনিবার।

সমানে সমান নিউ জিল্যান্ড-ইরান

সংবাদ সংস্থা, লস অ্যাঞ্জেলস, ১৬ জুনঃ বিশ্বকাপের 'জি' গ্রুপে ২-২ গোলে ড্র হলো ইরান ও নিউ জিল্যান্ডের লড়াই। নিউ জিল্যান্ডের দুটি গোলই করেন ইলাইজা জাস্ট। ইরানের প্রথম গোলটি করেন ম্যাচজুড়ে দারুণ খেলা রামিন রেজাইয়ান। পরে তার ক্রস থেকেই হেডে গোল করেন মহম্মদ মোহেবি। প্রতিযোগিতামূলক আসরে এই দুই দলের প্রথম লড়াই ছিল এটি। সবশেষটি ছিল সেই ২০০৩ সালে। লস অ্যাঞ্জেলসে ম্যাচের প্রথম কয়েক মিনিটে ইরান চেপে নিউ জিল্যান্ডকে। কিন্তু নিউ জিল্যান্ড গোল পেয়ে যায় ম্যাচে তাদের প্রথম আক্রমণেই। সপ্তম মিনিটে নিউ জিল্যান্ডের অর্ধে থেকে উড়ে আসা বল বুক দিয়ে নামিয়ে ক্রিস উড বাড়িয়ে দেন জাস্টকে। তার কাছ থেকে বল পেয়ে সারপ্রিত সিং আলতো করে চিপ করেন বক্সের মধ্যে। সেখানে উড আবার বুক দিয়ে নামান বল। পাশে থাকা জাস্ট বাঁ পায়ে বল ধরে জায়গা বানিয়ে ডান পায়ের ভলিতে পরাস্ত করেন গোলকিপারকে। গোল হজম করে হাই-প্রেসিং ফুটবল খেলতে থাকে ইরান। বক্সের বাঁ পাশ থেকে তারেমি কাটব্যাক করে শট নিলেও লুফে নেন নিউ জিল্যান্ডের গোলকিপার ম্যাক্স ক্রোকোম্ব। ইরানের আরও কয়েকটি আক্রমণ রুখে দেয় নিউ জিল্যান্ডের রক্ষণ। ইরান হাই-লাইনে খেলতে থাকায় খেলা অনেকটা উন্মুক্ত হয়ে ওঠে ও প্রচুর আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ চলতে থাকে। ২৩তম মিনিটে গোলের সুবাস পেয়েও হারায় ইরান। মাঝখান দিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে গিয়ে মেহদি তারেমি দূরপাল্লার এক শট নেন। গোলকিপার ক্রোকোম্ব বাঁ দিকে ঝাঁপিয়েও নাগাল পাননি, তবে বল ফিরে আসে ডান পাশের পোস্টে লেগে। ২৮তম মিনিটে বক্সের ভেতরে মার্কো স্টামেনিচের বাঁ

পায়ের শট ধরে ফেলেন ইরানের গোলকিপার। পরের মিনিটেই ইরানের সামান গাড়ুসের ভলি ওপর দিয়ে চলে যায়। সামান গাড়ুস চেষ্টা করেন সামনের দিকে শাহরিয়ার মোগানলুকে পাস দেওয়ার, কিন্তু তিনি মাটিতে পড়ে যান। সতর্ক রেজাইয়ান কাছাকাছিই ছিলেন। তিনি ঘুরে গিয়ে ডান পায়ের পাশ দিয়ে বল জালে জড়ান। পরের সময়টায় কিছুটা ভাটা পড়ে উত্তেজনায়। বলের নিয়ন্ত্রণ যদিও বেশি ছিল নিউ জিল্যান্ডের। ৪৪তম মিনিটে উডের ফ্রি কিক সহজেই ধরে ফেলেন ইরানের গোলকিপার। পরের মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ক্যালাম ম্যাককাউয়াটের শটও ধরে নেন গোলকিপার। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে লম্বা থ্রো থেকে মোগারলুর হেড একটুর জন্য চলে যায় ওপর দিয়ে। পরের মিনিটে ফ্রি কিক থেকে ইরানের ডিফেন্ডার আলি নেমাতির হেড জালে জড়িয়ে গেলেও তাদের উল্লাস দ্রুতই থেমে যায় সহকারী রেফারির উঁচিয়ে ধরা পতাকায়। অফসাইড! প্রথমার্ধে গোলে ৯টি শট নিয়ে ৫টি লক্ষ্যে রাখে নিউ জিল্যান্ড। ইরানের ৭টির ২টি ছিল লক্ষে। ৫০তম মিনিটে বুক দিয়ে বল নামিয়ে মোগানলুর বাঁ পায়ের শট ওপর দিয়ে চলে যায়। পাঁচ মিনিট পর আবার উড-জাস্ট জুটির জাদু। মাঝমাঠ থেকে দারুণ পাল্টা আক্রমণে ওপরে ওঠে নিউ জিল্যান্ড। এরপর উডের সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে বক্সের ডান প্রান্ত দিয়ে দারুণ গতিতে ছুটে চমৎকার ফিনিশিংয়ে দলকে আরেক দফায় এগিয়ে দেন জাস্ট। পিছিয়ে পড়ে যেন তেতে ওঠে ইরান। আক্রমণের ধার বেড়ে আরও। সাফল্য আসে। ৬৩তম মিনিটে রেজাইয়ানের দারুণ এক ক্রসে অনেকটা লাফিয়ে নিখুঁত হেডে ইরানকে সমতায় ফেরান মোহেবি। গতিময় হেড পোস্টে গেলে জালে ঢুকে যায়। শেষ ২০ মিনিটে ইরানের আধিপত্যই ছিল বেশি। বেশ কিছু আক্রমণ করে তারা। কিন্তু সামলে নেন নিউ জিল্যান্ডের রক্ষণ ও গোলকিপার ক্রোকোম্ব।

'এবার বাড়ি যাও', কটাক্ষ শুনেই রেগে আগুন বৈভব

শাস্তি দেবে আইসিসি?

সংবাদ সংস্থা, কলম্বো, ১৬ জুনঃ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে নামা ১৬ বছরের কিশোর সচিন তেণ্ডুলকরকে বিপক্ষ নিদান দিয়েছিল, 'বাড়ি ফিরে গিয়ে দুধ খাও'। খানিকটা সেরকমই কটাক্ষ ধেয়ে এল বৈভব সূর্যবংশীর দিকেও। সোমবার শ্রীলঙ্কা এ দলের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে নেমেছিল বৈভবদের ভারত এ। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর হেরে যায় ভারত। কিন্তু ম্যাচে কার্যত হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায় দুই দলের দ্বৈরথ। সোমবারের ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে। সেখান থেকেই সমস্যা শুরু। সূত্রের খবর, বৈভবকে উদ্দেশ্য করে কটাক্ষ করেন ভিশেন হালামবাগে নামে শ্রীলঙ্কা এ দলের এক ক্রিকেটার। তিনি বৈভবকে বলেন, 'খেলা শেষ। এবার বাড়ি যাও।' এই কথাতেই মেজাজ হারিয়ে ফেলে ১৫ বছরের কিশোর। তেড়ে যায় বিপক্ষ ক্রিকেটারদের দিকে। দুপক্ষের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতিও। তবে পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন অন্যরা। কোনওমতে অশান্তি মেটানো হয়। ম্যাচের পর গোটা বিষয়টি নিয়ে শ্রীলঙ্কার ড্রেসিংরুমে আলোচনা হয়েছে বলেও সূত্রের খবর। সাধারণত এ দলের মধ্যে ছোটখাট কোনও সমস্যা হলে সেই নিয়ে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করে না আইসিসি। কিন্তু এই ম্যাচটি লাইভ দেখানো হচ্ছিল। তাছাড়া বৈভবের উপর ক্রিকেটমহলের নজর থাকেই। তাই এক্ষেত্রে আইসিসি কোনও পদক্ষেপ করতে পারে বলেই মনে করছে ক্রিকেটমহল। তবে বৈভবের আচরণে বিরক্ত ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ। বিপক্ষ স্লেজিং করলেও তেড়ে যাওয়া উচিত হয়নি বৈভবের, এমনটাই মনে করছেন অনেকে। তাঁদের মতে, আন্তর্জাতিক কেরিয়ার গড়তে গেলে এই ধরনের সমস্যা সমাধান করতে হবে বৈভবকে। শ্রীলঙ্কা বোর্ড আবার প্রশ্ন তুলেছে সুপার ওভার নিয়ে। সূত্রের খবর, নির্ধারিত ৫০ ওভারে ম্যাচ টাই হওয়ার পর ভারত অধিনায়ক তিলক বর্মার জোরাজুরিতেই শুরু হয় সুপার ওভার। শ্রীলঙ্কা রাজি ছিল না।

আলো খুব খারাপ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও খেলা চালিয়ে যান আম্পায়াররা। মূলত সেখান থেকেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারাও মনে করছেন, সুপার ওভার খেলানোই উচিত হয়নি। সবমিলিয়ে, ছোটদের খেলা হলেও বড় বিতর্ক বেঁধে গেল এ দলের ত্রিদেশীয় সিরিজে।

মিশরের আশা মাড়িয়ে বেলজিয়ামের স্বস্তি

সংবাদ সংস্থা, সিয়াটল, ১৬ জুনঃ সিয়াটলে সোমবার 'জি' গ্রুপের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। ইমাম আশুরের গোলে লিড পায় মিশর। বিরতির পর আত্মঘাতী গোল করেন দলটির ডিফেন্ডার মোহামেদ হানি, বদলি নেমেই যে গোলে ভূমিকা রাখেন বেলজিয়ামের রেকর্ড গোলস্কোরার রোমেলু লুকাকু। এই নিয়ে চারটি বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে আট ম্যাচ খেলে জয়হীন রইল মিশর (৩ ড্র, ৫ হার)। ২০১৮ সালের পর এবার বিশ্ব মঞ্চে ফিরেছে আফ্রিকার দলটি। প্রথমার্ধে দারুণ খেলে মিশর। এই সময়ে লক্ষ্যে একটি শটও রাখতে না পারা বেলজিয়াম দ্বিতীয়ার্ধে তুলনামূলক ভালো খেলে। গোটা ম্যাচে প্রায় ৫৪ শতাংশ পজেশনে রেখে বেলজিয়াম গোলের জন্য শট নিতে পারে ১৫টি, মিশর একটি কম। দুই দলেরই তিনটি করে শট লক্ষ্যে ছিল। শুরুতে পরিস্কার সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না কেউ। বেলজিয়ামের দুটি লক্ষ্যভ্রষ্ট শটের পর, ১৯তম মিনিটে গোলের জন্য প্রথম শটেই সাফল্য পায় মিশর। মোহামেদ সালাহর পাস বক্সের বাইরে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে জোরাল শটে ঠিকানা খুঁজে নেন ইমাম আশুর। কোনো সুযোগই পাননি গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া। জাতীয় দলের হয়ে প্রথম গোলের দেখা বিশ্ব মঞ্চে অভিষেকে পেলেন ২৮ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার। আর ১৯৬৬ সালে রেকর্ড রাখা শুরুর পর থেকে মোহামেদ সালাহ প্রথম আফ্রিকান খেলোয়াড়, যিনি জন্মদিনে বিশ্বকাপের ম্যাচে গোলে অবদান রাখার কীর্তি গড়লেন। এ দিন এই তারকার ৩৪তম জন্মদিন। বল পায়ে

রাখতে সংগ্রাম করছিল বেলজিয়াম। অন্যদিকে, মিশর গোলের পর আরও উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। ৩৩তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারত। মোস্তাফা জিকোর কোনাকুনি নিচু শট ঝাঁপিয়ে ব্যর্থ করে দেন কোর্তোয়া। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে দারুণ এক সুযোগ পান বেলজিয়ামের জেরেমি ডোকু। কিন্তু পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে উড়িয়ে মারেন ম্যানচেস্টার সিটি উইঙ্গার। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে বাঁ দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন ওমার মার্মুশ। দুরূহ কোণ থেকে ম্যানচেস্টার সিটির এই ফরোয়ার্ডের শট ঠেকিয়ে দেন রিয়াল মাদ্রিদ গোলরক্ষক। বিরতির ঠিক আগে কর্নার লাফিয়ে পাঞ্চ করার চেষ্টায় ব্যর্থ হন কোর্তোয়া। তবে বেলজিয়ামের কপাল ভালো, দূরের পোস্টে বল নাগালে পাননি মিশরের খেলোয়াড়। নিজেদের বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথমবার এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় মিশর। দ্বিতীয়ার্ধের অষ্টম মিনিটে ভাগ্য সহায় থাকলে সমতায় ফিরতে পারত বেলজিয়াম। বক্সের বাইরে থেকে কেভিন ডি ব্রুইনের ফ্রি-কিক পোস্টে লাগে। দুই মিনিট পর অন্য প্রান্তেও গোল হতে হতে হয়নি। বক্সের ভেতর থেকে সালাহর হেড ফিরিয়ে দেন কোর্তোয়া। পরের কয়েক মিনিটে দুই দলই সুযোগ পায় বেশ কয়েকটি। কিন্তু কাজে লাগাতে পারেননি কেউ। ৬৬তম মিনিটে বদলি নেমেই দলের সমতায় ফেরায় ভূমিকা রাখেন লুকাকু। ডান দিক থেকে তমাস মুনিয়েরের পাসে বক্সে শট নিতে যান অভিজ্ঞ এই স্ট্রাইকার। তাকে আটকাতে স্লাইড করেন মিশরের দুই খেলোয়াড়। ডিফেন্ডার হানির পায়ে লেগে জালে জড়ায় বল। চোটের থাবায় সদ্য শেষ হওয়া মরসুমে ক্লাব নাপোলির হয়ে কেবল এক ঘণ্টার একটু বেশি সময় খেলতে পারেন লুকাকু। তার পরও তাকে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দলে রাখেন বেলজিয়াম কোচ। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে প্রস্তুতিমূলক ম্যাচে গোল করার পর, এবার আসরে মাঠে নেমেই প্রভাব রাখলেন ৩৩ বছর বয়সী তারকা। বিশ্বকাপে বেলজিয়ামের ৩২৫ মিনিটের গোলখরা কাটল। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৬ আসর পর্যন্ত ২৪৪ মিনিট গোলহীন থাকার পর বিশ্বকাপে তাদের দীর্ঘতম গোলখরা এটিই। ৮৩তম মিনিটে এগিয়েও যেতে পারত বেলজিয়াম। বক্সে মেচেলের হেড ঝাঁপিয়ে ব্যর্থ করে দেন মিশরের গোলরক্ষক। তিন মিনিট পর সুযোগ পেয়ে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি লুকাকু। বাকি সময়েও কেউ পার্থক্য গড়ে দিতে পারেননি।

ঝড় তুলে হার এড়াল উরুগুয়ে

সংবাদ সংস্থা, মায়ামি, ১৬ জুনঃ মায়ামি গার্ডেন্সের হার্ড রক স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার ভোরে 'এইচ' গ্রুপের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। আল আমরির গোলে পিছিয়ে পড়ার পর, শেষ দিকে সমতা টানেন মাক্সি আরাউহো। দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় পুরোটা সময় একরকম নিজেদের অর্ধে কোণঠাসা হয়েই থেকেছে সৌদি আরব। মরিয়া উরুগুয়ে এই অর্ধেই ২০টি বেশি শট নিয়েছে। প্রচণ্ড ঝড় তুলেও, এশিয়ান দলটির প্রতিরোধের দেয়ালে একবারই চিড় ধরাতে পেরেছে তারা। অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সৌদি আরবের গোলরক্ষক মোহামেদ আল-ওয়াইস। দুর্দান্ত কিছু সেভ করেছেন তিনি। গত বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে প্রতিযোগিতাটির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অঘটনগুলোর একটির জন্ম দিয়েছিল সৌদি আরব। আরেকটি স্মরণীয় জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও, শেষ পর্যন্ত পারল না তারা। পুরো ম্যাচে ৬৫ শতাংশের বেশি সময় পজেশন রেখে গোলের জন্য ২৮টি শট নিয়ে ১০টি লক্ষ্যে রাখতে পারে উরুগুয়ে। সৌদির সাত শটের তিনটি লক্ষ্যে ছিল। প্রথম পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ভালো একটা সুযোগ তৈরি করে উরুগুয়ে। মাক্সি আরাউহোর শট সোজাসুজি ছিল, কিন্তু গতির কারণে কেবল পাঞ্চ করে বাইরে পাঠাতে পারেন গোলরক্ষক। ওই আত্মবিশ্বাসী শুরুর পরের আধা ঘণ্টা একটানা চাপ ধরে রাখে উরুগুয়ে, যদিও এই সময়ে প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের আর তেমন কোনো পরীক্ষা নিতে পারেনি তারা। এরপর একরকম হঠাৎ করেই পাল্টা আক্রমণ শুরু করে সৌদি আরব। টানা কয়েক মিনিট প্রতিপক্ষের রক্ষণকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে তারা। পেয়ে যায় সাফল্যও। ৩৮তম মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগ পায় দলটি, আল আমরির জোরাল শটটি দৃঢ়তায় রুখে দেন মুসলেরা। তিন মিনিট পর দলকে আর বাঁচাতে পারেননি অভিজ্ঞ এই গোলরক্ষক। সেট পিসে ডি-বক্সে থেকে জোরাল হেড করেন হাসান আল তামবাক্তি। কোনোমতে সেটা আটকালেও বল হাতে রাখতে পারেননি মুসলেরা, দ্রুত গোলমুখে গিয়ে আলগা বল টোকায় জালে পাঠান আল নাসরে ডিফেন্ডার আল আমরি। বিরতির পর

গোলের জন্য যেন মরিয়া হয়ে ওঠে উরুগুয়ে। একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে তারা, কিন্তু ফিনিশিংয়ের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না দলটি। ৬০তম মিনিটে অসাধারণ এক সেভ করেন সৌদি গোলরক্ষক আল-ওয়াইস। দূর থেকে শট নেন মানুয়েল উগার্তে, ঝাঁপিয়ে কোনোমতে বলে হাত ছোঁয়ান গোলরক্ষক, পোস্টে লেগে ফিরে আসে বল। অনেক প্রচেষ্টা বিফলে যাওয়ার পর, ৮০তম মিনিটে অবশেষে গোলের দেখা পায় উরুগুয়ে। ফেদেরিকো ভিনাসের হেড গোলরক্ষক আটকালেও দলকে পুরোপুরি বিপদমুক্ত করতে পারেননি, বল চলে যায় ডি-বক্সে বাঁ দিকে মাক্সি আরাউহোর পায়ে। দুরূহ কোণ থেকে জোরাল শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন এই লেফট-ব্যাক। আরেকটি গোলের জন্য এরপরও টানা আক্রমণ শাণাতে থাকে উরুগুয়ে। সুযোগও তৈরি হয় নিয়মিত। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে ফেদেরিকো ভালভের্দের শটটাও দারুণ নৈপুণ্যে ঠেকিয়ে দলের এক পয়েন্ট নিশ্চিত করেন আল-ওয়াইস।

বিশ্বকাপের বিস্ময়, অভিষেকে স্পেনকে রুখে দিয়ে কেপ ভার্দের চমক

একের পর এক আক্রমণ শাণাল স্পেন, ম্যাচ জুড়ে খেলা হলো কেপ ভার্দের অর্ধে, তাদের ডি-বক্সের আশেপাশেই থাকল বল কিন্তু কোনোকিছুতেই আফ্রিকার দলটির মনোযোগে বিঘ্ন ঘটল না। অসাধারণ দৃঢ়তায় রক্ষণ দেয়াল মজবুত রাখল তারা। চোট কাটিয়ে ফেরা লামিন ইয়ামাল দলের খুব প্রয়োজনে মাঠে নামলেন, তিনিও পারলেন না দলকে কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায় নিতে।

সংবাদ সংস্থা, আটলান্টা, ১৬ জুনঃ আটলান্টায় মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে সোমবার 'এইচ' গ্রুপের প্রথম ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছে। পুরো ম্যাচে প্রায় ৭৫ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২৭টি শট নেয় স্পেন, যার সাতটি ছিল লক্ষ্যে। লক্ষ্যে থাকা সবগুলো রুখে দেন ভজিনিয়া, যদিও স্পেনের বেশিরভাগ শট তেমন ভয়ানক ছিল না। কেপ ভার্দ ছয়টি শট নিয়ে একটিই লক্ষ্যে রাখতে পারে। প্রত্যাশিতভাবে প্রথম মিনিট থেকে একচেটিয়া পজেশন ধরে রাখে স্পেন। বেশিরভাগ সময় খেলা হচ্ছিল কেপ ভার্দের অর্ধে, মুহূর্মুহু আক্রমণ শাণাচ্ছিলেন গাভি-তরেসরা কিন্তু কোনোবারই আক্রমণের শেষটা হচ্ছিল না উল্লেখযোগ্য। প্রথম ৩৫ মিনিটে তারা গোলের জন্য ছয়টি শট নিলেও, একবারও প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের তেমন পরীক্ষা নিতে পারেনি দলটি। প্রথম আধা ঘণ্টায় তাদের স্ট্রাইকার মিকেল ওইয়ারসাবাল একবারও বলে স্পর্শ করতে পারেননি ১৯৬৬ বিশ্বকাপে রেকর্ড রাখা শুরুর পর থেকে বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচে এমনটা আর কোনো ফুটবলারের ক্ষেত্রে হয়নি। ৩৯তম মিনিটে

পরপর দুটি নিশ্চিত সুযোগ তৈরি করে স্পেন, সেখানে আবার দুর্ভাগ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মার্ক কুকুরেইয়ার হেডে করা কাটব্যাক পেয়ে ফেররান তরেসের শট ক্রসবারে লাগে। ওই ফিরতি বল হেড করেন মিকেল ওইয়ারসাবাল, সেটা লাফিয়ে এক হাত দিয়ে ক্রসবারের ওপর দিয়ে বাইরে পাঠান ৪০ বছর বয়সী ভজিনিয়া। বিরতির আগের ওই কয়েক মিনিটে স্পেনের আক্রমণের যে তীব্রতা আসে, তা দ্বিতীয়ার্ধে আবার কমে যায়। আগেরমতো আক্রমণ করতে থাকে ঠিকই, কিন্তু প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভাঙতে পারছিল না তারা। আগের দিন স্পেন কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে বলেন, ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝে ইয়ামালকে নামানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধের কুলিং ব্রেকের আগে তরুণ এই সেনসেশনকে প্রস্তুত হতে দেখা যায় এবং ৭১তম মিনিটে তাকে নামান কোচ। কিছুক্ষণ পর দানি ওলমো ও নিকো উইলিয়ামসকেও বদলি নামান দে লা ফুয়েন্তে। কিন্তু কেউই কোচ, দল ও দেশের মানুষের চাওয়া পূরণ করতে পারেননি। আরও বিশেষ করে বললে, বাকি সময়ে তারা কেউ প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের তেমন পরীক্ষাই নিতে পারেননি। রেফারির শেষের বাঁশি বাজাতেই উল্লাসে ফেটে পড়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে তৃতীয় ক্ষুদ্রতম দেশ কেপ ভার্দের খেলোয়াড়রা। আর কেনই বা নয়! প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে এসে প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, বর্তমান ইউরো জয়ী এবং এবারের বিশ্বকাপের ফেভারিটদের কাছ থেকে পয়েন্ট আদায় করে নেওয়া ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ৬৪ নম্বর দলটির কাছে জয়ের চেয়ে কম কী!

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com